সত্য-পথ

(নাটক)

স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, বি-এল্

এড্ভোকেট্, কলিকাতা হাইকোর্ট ; অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

"ফিলজফি অফ্ দি উপনিষদস্," "ডটার অফ্ হিন্দুস্থান"

"দেবনাথ," "লজ্জাদেবী," "বাসবী," "পরিতাপ,"

"আত্ম-জীবনী," প্রভৃতি প্রণেতা

মুদ্রাকর: শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫ নং ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বিদ্যোৎসাহী দেশগতপ্রাণ

ডক্টর্ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডি-লিট্, এম্-এ, বি-এল্, ব্যারিষ্টার্-এট্-ল, এম্-এল্-একে

সাদরে অর্পণ করিলাম

ভূমিকা

মানুষ স্বভাবতই সত্যপ্রিয়—সর্ব্বদা সত্য গ্রহণের জন্য ব্যগ্র—কিন্তু বস্তু-বিষয় সম্বন্ধে তার জ্ঞান, বিশ্ব-ব্যাপী ক্রম-বিকাশ নিয়মের অধীন হইয়া, ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছে। সৃষ্টি-রহস্য জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া সে অধিকাংশ সময়ে, জ্ঞানের অভাবে, কল্পনার আশ্রয় লইয়া থাকে। ধীরে ধীরে, জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে, সত্য অসত্যের স্থান অধিকার করে।

উপনিষদের আত্ম-তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে। জ্ঞান-জগতে হিন্দুর স্থান অদ্বিতীয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুকেই ইহা বুঝান প্রয়োজন—সত্যপথ হইতে সে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে! জগতে যে জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিবার কথা, তার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হয়। "সত্য-পথ" প্রকাশের দ্বারা যদি জাতির পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরিত হয়, অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিব।

কলিকাতা,
বৈশাখ, ১৩৪৭

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কুশীলবগণ

পুরুষ

কালীপদ	...	ধনী জমিদার
তারাপদ	...	কালীপদর পুত্র
ভূপতি	...	তারাপদর বন্ধু
সতীনাথ ভোলানাথ গোপীনাথ রাধাকান্ত	...	তারাপদর বাল্যবন্ধুগণ
বেচারাম	...	প্রজাপীড়ক জমিদার
রামকান্ত	...	বেচারামের ম্যানেজার
নিখিলানন্দ	...	জনৈক সাধু
নিতাই বিনোদ মোহন রমেশ সতীন সুব্রমনিয়া	...	নিখিলানন্দের শিষ্যগণ
সর্ব্বানন্দ যোগানন্দ নিত্যানন্দ মহানন্দ	...	ধর্ম্মপ্রচারকগণ

স্বরূপ স্বামী	...	জনৈক সন্ন্যাসী
মহামহোপাধ্যায়	...	স্থানীয় সনাতন-ধর্ম্মসঙ্ঘের সভাপতি
বাচস্পতি বিদ্যারত্ন	...	পণ্ডিতগণ
ভজহরি	...	তারাপদর ভৃত্য
হরিধন	...	বেচারামের ভৃত্য

ভিখারী, নাগরিকগণ, বালকগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

রাজলক্ষ্মী	...	কালীপদর স্ত্রী
উর্ম্মিলা	...	ভূপতির স্ত্রী
নীলিমা	...	ভূপতির ভগ্নী
নীরদা	...	সতীনাথের স্ত্রী
চঞ্চলা	...	মোহনের স্ত্রী
বিভা	...	মোহনের কন্যা

রমণীগণ, বালিকাগণ, ইত্যাদি।

সত্য-পথ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালীপদর অন্তঃপুর।

রাজলক্ষ্মী ও কালীপদ।

রাজ। পূর্ণিমার দিন যাওয়াই কি স্থির?

কালী। হ্যাঁ। তোমাকে খুব কাতর দেখে, গত পূর্ণিমার দিন যেতে পার্‌লাম না। যদি আর দেখা না হয়, তোমার অনুরোধ জীবনের শেষ অনুরোধ মনে করে রক্ষা করেচি—আর আমাকে অনুরোধ করো না। তুমি জান, আমার এই সংসার-ত্যাগ কত সুখের, তাই পূর্ণিমার দিন যাচ্চি। আমাদের বিবাহিত জীবন চল্লিশ্‌ বছর কেটে গেছে। আমাদের বংশের নিয়ম তুমি জান—সামর্থ্য থাক্‌তে গৃহকর্ত্তা সংসার ত্যাগ করে, কোন তীর্থস্থানে গিয়ে বাস করেন ও সেখানেই দেহত্যাগ করেন। ত্রিশ বছর পূর্ব্বে পিতা, অতুল ঐশ্বর্য্য ফেলে, মাতাকে সঙ্গে নিয়ে, এক পূর্ণিমার দিন কেমন হাস্‌তে-হাস্‌তে সংসার ছেড়ে চলে গেলেন, তুমি তা' জান।

রাজ। আমি তোমার সঙ্গে গেলে কোন কথাই উঠ্‌তো না। সমস্ত জীবন, তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাটিও অপূর্ণ না থাকে, চেষ্টা করে, আজ

তোমার সংসার ছেড়ে যাবার সময়ে, অপ্রিয় কোন কথাই তুল্‌তাম না। তোমার মত পরিবর্ত্তনের কি কোন সম্ভাবনা নাই—আমাকে রেখে যাওয়া কি তুমি নিতান্ত উচিত মনে কর ?

কালী। গুরুদেবের কোন উপদেশই কখনো অবহেলা করি-নি। প্রথমে যদিও বুঝ্‌তে না পারি, পরে, ভগবানের কৃপায়, প্রত্যেক্‌টি উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে পেরেচি। তুমি জান, কত যত্নে তিনি কর্ত্তব্য পথের দিকে আমার দৃষ্টি সঞ্চালন কর্‌তে চেষ্টা করেন। তুমি আমার কত প্রিয়—তাঁর চাইতে কেউ ভাল জানে না। আমার এখন একাকী যাওয়া উচিত বলে, তিনি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। তা'র পর, ধীরে ধীরে বল্লেন, কর্ত্তব্যকে—শ্রেয়কে—প্রিয় জ্ঞান করে কর্‌তে পার্‌লে, অপার আনন্দ পাওয়া যায়। আমাদের একমাত্র অবিবাহিত পুত্রের কল্যাণের জন্য তোমার আরও কিছুকাল সংসারে থাকা দরকার। শেষে বল্লেন, পুত্রের সঙ্গে থেকে, দিনগুলি তোমার অত্যন্ত আনন্দে কাট্‌বে।

রাজ। যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি।

কালী। খুব বল্‌তে পার। আমি তোমাকে বলেচি, মনে কোন কথা ওঠা আর কথায় প্রকাশ করার সঙ্গে, আসলে কোন প্রভেদ নাই।

রাজ। গুরুদেব কখনো সংসারী হ'ন নাই, তাই স্ত্রীর সুখের ধারণা ঠিক কর্‌তে পারেন-নি।

কালী। কথাটা বলেচো বেশ, কিন্তু এ স্থানে খাটে না। জীবনের এমন কোন অবস্থা নাই, যার মধ্যে তিনি নিজেকে রেখে, মনের উৎকর্ষ সাধন করেন-নি। রাজার শাসন-প্রণালীর মধ্যে, রোগশীর্ণ ভিখারী বালকের চিত্ত মধ্যে, এমন-কি আশ্রমের অভুক্ত পশুর শব্দহীন কাতরতার মধ্যে, তিনি নিজেকে সমান সহজ-ভাবে স্থাপন কর্‌তে

পারেন। তুমি ভুলে যাচ্চো, তারাপদর মনে যখন তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হবে, যখন তা'র বিরুদ্ধে সামাজিক পীড়নের ষড়যন্ত্র চল্‌বে তখন তুমি কাছে থেকে তার মনে বলের সঞ্চার কর্‌তে পার্‌বে—সে যে অসহায় নয়, বুঝ্‌তে পার্‌বে।

রাজ। আর বল্‌বার্‌ কিছুই নাই। আশীর্ব্বাদ কর, কামনার আকর্ষণ সংবরণ করে, কর্ত্তব্য-পালনে যেন মন স্থির রাখতে পারি।

কালী। সৎইচ্ছা সব সময়ে পূর্ণ হয়। গুরুদেব স্মরণ রাখ্‌তে বলচেন, তারাপদর কোন ইচ্ছার প্রতিবাদ যেন কখনো করা না হয়— যতই কেন তা' তোমার অপ্রিয় মনে হো'ক। সে নিশ্চয়ই অপ্রতিহত ভাবে তার উদ্দেশ্য সাধন করে অগ্রসর হবে।

তারাপদর প্রবেশ।

তারা। আপনি পূর্ণিমার দিন যাবেন, স্থির করেচেন?

কালী। হ্যাঁ।

তারা। আমি আপনাকে আশ্রমে রেখে আস্‌তে ইচ্ছা করি।

কালী। তুমি জান, দূর হলেও, কতবার আমি একাকী গুরুদেবের আশ্রমে গিয়েচি।

তারা। সঙ্গে গেলে আরও কয়েক দিন আপনার কাছে থাক্‌তে পার্‌বো, তাই যেতে ইচ্ছা করি।

কালী। তা বেশ্‌—তবে তোমার মাতা এখানে একাকিনী থাক্‌বেন—

তারা। (ব্যগ্র হইয়া) আমার মতের পরিবর্ত্তন হয়েচে, আমি যেতে ইচ্ছা করি-নে। (মাতার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন)

কালী। (রাজলক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া) বেলা হয়েচে, চল মন্দিরে যাই।

[কালীপদ ও রাজলক্ষ্মীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

সতীনাথ, ভোলানাথ, গোপীনাথ ও রাধাকান্ত বেড়াইতেছিলেন।

সতী। একটা বড় রকমের—জাঁকাল—খবর আছে!

ভোলা। জাঁকাল খবর বিলনো তোমার একচেটে কাজ—হপ্তায় অন্তত একটা ঝুলি থেকে বার্ করে থাকো! এবার কার্ ঘাড়ে চাপ্‌বার মত্‌লব্ আঁট্‌চো?

সতী। এ যে সে খবর নয়—দিন কতক্ ফুর্ত্তীতে কাটাবার ব্যাপার নয়—হর্‌দম্, তিনশত-পঁয়ষট্টি দিন মজা লুট্‌বার যোগাড় হয়েচে।

ভোলা। সত্যি নাকি? ব্যাপার্‌টা শীগ্‌গীর্ খুলেই বল-না।

সতী। তারাপদর বাপ্ সংসার ছেড়ে বাণপ্রস্থে গেচেন!

ভোলা। (হাসিয়া) এ খবরের জাঁকাল দিক্‌টা কই নজরে আস্‌চে না।

সতী। মোটা বুদ্ধি রাখার সুনাম তোমার চিরকালই আছে। কালীপদ বাবুর অবস্থার খবরটা কিছু রাখো? কেবল ব্যাঙ্ক থেকে মাসে পঞ্চাশ্ হাজার টাকা সুদ আসে—বিষয়ের আয় ছেড়ে দাও। আমাদের তারাই এখন বাপের সব টাকা-কড়ির মালিক। বিকেল্ চার্‌টে থেকে রাত্তির দুপুর পর্য্যন্ত, কালীপদ বাবুর বাগান-বাড়ি গুল্‌জার্ করে ফুর্ত্তীর ফোয়ারা ছোটাবো!

ভোলা। সত্যি ভাই, একের নম্বর খবর—তোমার মুখ্‌টা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে ইচ্ছা কর্‌চে।

গোপী। (ধীরে ধীরে) সতীনাথ, তারার সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা দেখ্‌চি খুবই পরিষ্কার—অতিশয় প্রাঞ্জল!

সতী। দেখ, গোপীনাথ, আর ব্যঞ্জনবর্ণ ছড়িয়ে চিবিয়ে কথা কয়ে, প্রাণটা মরুভূমি করে দিও না। তারার মত ইয়ারের জোড়া কি দেখেচো, বল্‌তে পারো ?

রাধা। তারার মত বন্ধু খুবই কম দেখেছি, এটা সত্যি। সে ছোট-বেলায় যেমন গাছে উঠ্‌তে পার্‌তো, আমরা কেউ পার্‌তাম না। একদিন লিচুর সময়ে, বাগানে আমাদের লিচু খাওয়াবে বলে নিয়ে গেল—আমরা চার্‌-পাঁচ্‌ জন ছিলাম—গোপীনাথ তুমিও ছিলে না ?

গোপী। (ধীরে) হ্যাঁ, সেদিন আমিও তোমাদের দলে ছিলাম।

রাধা। কাঠ্‌বেরালির মত স্নুড়্‌-স্নুড়্‌ করে গাছের আগা পর্য্যন্ত উঠে, তারা আমাদের লিচু ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগ্‌লো, আমরা সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে শেষ্‌ কর্‌তে লাগ্‌লাম। গাছ্‌ থেকে যখন নেমে এলো, আমরা ভাব্‌লাম, কোঁচড় ভরে নিজের জন্য লিচু এনেচে, কিন্তু একটাও আনে-নি। বল্লে, পাকা লিচু যা'ছিল সব্‌ আমাদের দিয়েচে ! তখন কেবল আমার হাতে একটা লিচু ছিলো, তাকে খেতে বল্লাম। প্রথম খেলে না, পেড়াপীড়ি করাতে আমাকে অর্দ্ধেকটা দিয়ে, বাকি আদ্‌খানা খেলে ! তারার মত বন্ধু খুব কম দেখেছি।

গোপী। (ধীরে) তারা না থাক্‌লে সরকারদের মাঠে আমাকে সাপে মেরে ফেল্‌তো। মাঠে ঘুঁড়ী ওড়াচ্চি, পেছন ফিরে দেখি-নি, সাপের গর্ত্তের মুখে পা দিয়েচি ! ফোঁস্‌ করে সাপ যখন বেরুলো, ছুটলাম, সাপ্‌ও পেছনে ছুট্‌লো ! তারাও ঘুঁড়ী ওড়াচ্ছিলো, দেখ্‌তে পেয়ে, তীরের মত ছুটে এসে, বড় একটা মাটির চাপ সাপের মাথা তাক্‌ করে মার্‌লে। সাপটা দুম্‌ড়ে পড়্‌লো, তারপর আর একটা মাটির চাপ ছুঁড়ে সাপ্‌টাকে মেরে ফেল্লে। বন্ধু বলি তারাকে, ইয়ার্‌ বলে খুসী হতে চাও, বল্‌তে পারো।

রাধা। ওহে সতীনাথ, কত লোক্‌কে নেশা ধরিয়ে উচ্ছন্ন দিয়েচো, কালী-ভক্ত বাপের ছেলেকে, মহাদেবের প্রসাদ বলে, তারাকে কি কখনো এক ফোঁটাও সিদ্ধি খাওয়াতে পেরেচো ?

সতী। রাধাকান্ত, তর্কের ভেতর মস্ত যে একটা ফাঁক্ রেখে গেলে, তা' কি বুঝ্‌তে পার্‌চো ?

রাধা। ভুলটা ধরিয়ে দিতে পার।

সতী। তারার মত ছেলের জন্ম হয়-নি দু'চার্ পয়সার শীলে-বাটা নেশা করে দিন কাটাবার্ জন্য—ওটা কেবল আমার মত হতভাগ্য লোকের কর্‌বার্ কথা। তারার হাতে খড়ী হবার কথা চোদ্দ টাকা দামের স্যাম্পেনের কর্ক উড়িয়ে, বুঝ্‌লে হে রাধাকান্ত ?

রাধা। মোটেই সরল হলো না। এতদিন তারার সঙ্গে কাটিয়ে, শেষে তার সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা হলো ?

সতী। আবার দেখ্‌চি একটা বিষম ভুল কর্‌লে—বাপের ছেলে হয়ে দিন কাটান, আর ঐশ্বর্য্যশালী সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে বসা, দুটোর ভেতর আকাশ-পাতাল তফাৎ! ঢের্-ঢের্ ছেলে দেখেচি, বাপ্ বেঁচে থাক্‌বার সময়ে, ভিজে বেরাল্‌টির মত দিন কাটায়, তারপর বাপ্ চোখ বোঁজে, আর ছেলে লক্কা পায়রার মত ঘুরে বেড়ায়! তারাকে একটু মানুষ করে নিতে হবে, সে ভারটা আমার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার।

রাধা। মুখে তো খই ফুটচে, তারার সঙ্গে আমাদের তফাৎটা ঠিক্ কি বুঝ্‌তে পার্‌চো ? ভট্‌চায্যি পাড়ার হরনাথের যেদিন আই, এ, পাশের খবর এলো, তারপর থেকে সে আমাদের সঙ্গে আলাপ একদম্ বন্ধ করে দিলে, মনে আছে ? তারা এম্, এ, পাশ করে সোনার

পদক পেয়েচে, সে যে আমাদের মত লোক্‌দের সঙ্গে মেশে, এটা সৌভাগ্যের বিষয়।

গোপী। শুধু মেশা নয়, ছেলে বেলার ধরণ অবিকল বজায় রেখেচে। ঠিক আগেকার মত, কাঁধে হাত রেখে, মিষ্টি মিষ্টি কথা কয়—সেদিন আমাদের বাড়িতে গিয়ে, মাকে প্রণাম করে, ছেলে বেলার মত, তালের বড়া চেয়ে নিয়ে খেলে।

সতী। দেখ, গোপীনাথ, তোমার আর রাধাকান্তের সঙ্গে কথা কয়ে তেমন সুখ হয় না। জয়দেবপুরের ভূদেব বাঁড়ুয্যেকে চিন্‌তে তো?

গোপী। খুব চিন্‌তাম, এ দেশে তার মত বিদ্বান লোক আর জন্মায়নি।

সতী। সে সব্ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাশ করে। আলিপুরে ওকালতি আরম্ভ কর্‌বার্ পর, একজন বড় উকিলের সাগ্‌রেৎ হয়ে প্রথম শ্রেণীর মাতাল হয়ে ওঠে। সহ্য ক্ষমতা কম, বছর কয়েকের মধ্যে শিঙ্গে ফুঁক্‌তে হলো! আমার কাকা গল্প করেন, মিত্তির সাহেব বড ব্যারিষ্টার্ ছিলেন, বিশ্ হাজার টাকা মাসে রোজ্‌গার্ কর্‌তেন, কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিলেন, পান কর্‌তেন মাছের মত! যার যত বেশি বিদ্যে, তত বেশি বুকের পাটা, সে সব্ বিষয়ে স্বর্ণপদক পায়! দিন কতক অপেক্ষা কর, তাবাকে দিয়ে আমার হাত্-যশের নমুনা দেখিয়ে দেবো।

ভোলা। সতে ভাই, আমি তোমার দিকে—তোমার সঙ্গে আমার ষোল আনা মতের মিল। তারাকে দলে টান্‌তে পার্‌লে মধুর ভাবে দিনগুলো কেটে যাবে।

গোপী। সতীনাথ, শীগ্‌গীর্ তোমার ভুল বুঝ্‌তে পার্‌বে—তারাপদ সে মাটিতে তৈরি নয়।

রাধা। আমারও তাই মত।

সতী। আচ্ছা ফলের দ্বারা দেখে নেবে।

ভোলা। সতে ভাই, আমি কিন্তু বরাবর্ তোমার দিকে।

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গামন্দির।

রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ।

(নেপথ্যে ভজন)

জয় জগৎ-জননী ভবানী তারিণী।
রিপুদল-বারিনী ভবদুঃখ-হারিনী,
জ্ঞানদা শুভঙ্করী প্রেমময়ী শঙ্করী,
ভক্তবৎসলা তুমি মুক্তি-প্রদায়িনী।

রাজ। (প্রণামের পর) মা, জগৎ-জননি, আজ আমার অনেক দিনের নিয়ম ভঙ্গ কর্‌তে এসেচি। আমার স্বামীগুরু বলেচেন, কোন কামনা নিয়ে যেন তোমার কাছে উপস্থিত না হই। কেবল কামনা-বর্জ্জিত উপাসনাই সার্থক হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেচেন, চাইবার আগে কি চাওয়া উচিত, তা শিখ্‌তে হয়। মানুষ কিসে তার ভাল হয় তা জানে না, তবু চাইতেও ছাড়ে না! সর্ব্বজ্ঞানময়ি মা, তুমি কেবল জান কার কিসে ভাল হয়, তাই বুঝি চাইবার দরকার হয় না! এম্‌নি পর-পর সব গুছিয়ে রেখেচো, যখন যা' হওয়া উচিত, ঠিক সেটি হয়ে থাকে—মানুষ তার অর্থ বুঝতে পারুক্ আর না পারুক্। আমার সমস্ত বলের মূল স্বামী যতদিন কাছে ছিলেন, তাঁর উপদেশ খুব

মনের বলে পালন করেচি। আজ তিনি কাছে নাই, সব বল হারিয়েচি (ক্রন্দন)। আমার ওপর তিনি আবার মস্ত একটা ভার দিয়ে গেচেন —যখন আমার তারাপদর মনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হবে, যেন তার হৃদয়ে বলের সঞ্চার কর্‌তে পারি, তাকে সান্ত্বনা দিতে পারি। বলহীনা নারী কি করে পণ্ডিত পুত্রের মনে বলের সঞ্চার কর্‌তে পার্‌বো ? তাই মা, এতদিনের নিয়ম ভঙ্গ করে, কামনা নিয়ে তোমার কাছে এসেচি। সব বলের মূল, আদ্যাশক্তি, দাও মা তুমি আমার তারার মন শক্তিমান করে, যেন মানসিক সংগ্রামে সে জয়ী হয়, যেন সামাজিক পীড়ন তাকে স্পর্শ না করে। পুত্রের জন্য মাতার মনের আশঙ্কা, বিশ্ব-জননী হয়ে তুমি খুব জান, মা। তারিণি মা, শঙ্কাশূন্য চিত্তে যেন আমার তারাপদ দিন কাটায়। (প্রণাম)

তারাপদ আসিয়া নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

(তারাপদকে দেখিয়া) তুমি কতক্ষণ এসেচো ?

তারা। মা, আমি এই আস্‌চি। তোমাকে বাড়িতে দেখ্‌তে না পেয়ে, মন্দিরে এসেচি।

রাজ। আমাকে কি কিছু বল্‌তে ইচ্ছা কর ? তোমাকে কেন চিন্তিত দেখচি ?

তারা। তুমি বাড়ি এলে বল্‌বো—চিন্তায় কাল সমস্ত রাত্তির ঘুমুতে পারিনি।

রাজ। আমার জপ শেষ হয়েচে, যা বল্‌তে ইচ্ছা কর, এখানেই বল্‌তে পারো। চিন্তার ভার লাঘব কর্‌বার স্থানই তো মার শ্রীমুখে। তিনি বল্‌তেন, কিছুক্ষণ মাকে স্মরণ করে, বাকি সময়টা তাঁকে ভুলে রইলে চল্‌বে না—সব কাজের ভেতর, অন্তরে বাইরে, মার হাসিমাখা

মুখখানি দেখা দরকার। চিন্তহরণ তোমার সব ভাবনা দূর করবেন। কি জন্য তোমার মনে অশান্তি হয়েচে?

তারা। কাল পূজোর খরচের হিসেব দেখছিলাম। দেবীপূজার উপকরণের মধ্যে একটি বিষয়ের উল্লেখ দেখে, মনে খুব কষ্ট পেয়েচি। পিতা থাকতে কখনো কোন কথা বলতে ইচ্ছা করিনি, কিন্তু এখন আমার মতে কাজ হবে, তাই খুব সমস্যা উপস্থিত হয়েচে—(কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন)।

রাজ। কি সমস্যা, মন খুলে বল।

তারা। শারদীয়া পূজার বলির জন্য এক হাজার টাকার ছাগ ও মহিষ কেনা হয়। রক্তধারার দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা কি সুসিদ্ধ হয়? রক্তের ভেতর দিয়ে কি মায়ের মুখের হাসি ফুটে উঠ্‌তে পারে?

রাজ। বিষয়টি ঐভাবে আমি কখনো চিন্তা করে দেখিনি। বহুকাল হ'তে ঐ নিয়ম চলে আসচে। যে নিয়ম আছে, তা' আবশ্যক ধরে নিয়ে আমি সন্তুষ্ট হয়ে আছি।

তারা। মা, সৃষ্টিতে সংহারের স্থান বেশ্ বুঝতে পারি। সাম্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বের নিত্য সম্বন্ধও খুব উপলব্ধি করে থাকি, কিন্তু ইচ্ছাকৃত অপ্রয়োজনীয় জীব-হিংসার অর্থগ্রহণ মোটেই করতে পারচি না। জগন্মাতার অর্চ্চনার জন্য প্রাণী-নাশ, মাতাকে তুষ্ট করবার জন্য জীব সন্তানকে বলি দেওয়া আবশ্যক, এ বিসদৃশ কল্পনা অতিশয় প্রাচীন তমসাচ্ছন্ন যুগে চলতে পারে, একালে তার স্থান নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে জটিল কল্পনার মধ্যে প্রবেশ না করে, যারা মূল কল্পনাকে মাতৃরূপে উপাসনা করে, ঐ মাতৃকল্পনা হৃদয়কে এরূপ করুণায় প্লাবিত করে, তার মধ্যে দ্বেষ-হিংসার স্থান, জীব-নাশের স্থান, একেবারে থাকে না। মানুষ বাল্যকালের মধুর মাতৃস্নেহ

স্মরণ করে, যখন ভগবানে নরত্ব আরোপ করে, তাঁকে মাতৃরূপে উপাসনা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, যখন জীবমাত্রকে তাঁর কোলে সন্তানরূপে তুলে দিলে, তখন তাঁকে রক্ত দিয়ে তুষ্ট কর্‌বার্ কারণ একেবারে অদৃশ্য হলো। করালবদনা রক্তলোলুপা কল্পনা করে জগন্মাতার পূজা অত্যন্ত ভ্রান্ত পদ্ধতি। যখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে অন্নপূর্ণার মন্দিরে যেতাম, তখন আদিকারণকে মাতৃরূপে কল্পনা কর্‌বার্ সার্থকতা বুঝতে পারতাম। মা, আদিকারণে নানাবিধ গুণ আরোপ করা চলে, কিন্তু তার মধ্যে যেটি মূল ও স্থায়ী, তাকেই উপাসনার অঙ্গ করতে হয়। মাতৃরূপে আদিকারণের পূজা করতে হলে, মাতার সর্ব্বপ্রধান গুণ, জীবের প্রতি প্রেম স্মরণ করে, তাঁর পূজা করা উচিত, যার জন্য রুধিরের প্রয়োজন একেবারে হয় না।

রাজ। (কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) জীববলি কি তুমি তুলে দিতে ইচ্ছা কর ?

তারা। হ্যাঁ মা, তুলে দিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তার বদলে, পূজার কয়দিন অন্নবস্ত্র দান কর্‌তে ইচ্ছা করি। ঐ জন্য বলির ব্যয় একহাজার টাকার পরিবর্ত্তে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করতে ইচ্ছা করি, যদি তুমি সম্মতি দাও।

রাজ। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী যে তোমার মত পুত্র পেয়েচি। তুমি যা' স্থির করেচো স্বচ্ছন্দ চিত্তে করতে পার, আমার পূর্ণ সম্মতি আছে।

তারা। মা আমিই ভাগ্যবান যে তোমার মত মাতার মনের বলের সাহায্যে আমার অভিষ্ট-সাধন করতে পার্‌বো (মাতাকে প্রণাম)।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সতীনাথের গৃহ।

গান গাইয়া ভিখারীর প্রবেশ।

(গীত)

দিন কেটে যায় গো মা, দিন কেটে যায়।
দুঃখে যাক্, সুখে যাক্, দিন চলে যায়।
রাজার বেশে না হয় রাখালের সাজে,
লোকের সেবায় কিংবা সদা বৃথা কাজে,
চলেচে সময় কভু ফিরে নাই চায়।

সতীনাথের প্রবেশ।

সতী। বেশ্ গেয়েচো, বাবা, মনের কথা বেশ্ সুর বেঁধে বলেচো। ব্যোম্যানে চড়ে হোক্, আর হামাগুড়ি দিয়ে হোক্, দিন সবারি কেটে যায়!

ভিখারী। বাবা, যা' জানি তা' গেয়ে যাই, ভাল-মন্দ বোঝ্বার ভার দাতার ওপর!

সতী। সুর নিয়ে দিন্‌রাত্ নাড়া-চাড়া কর্‌চো, ভাল-মন্দ বোঝনা, সে কি রকম?

ভিখারী। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, বাবা, অভ্যাস্ মত গেয়ে যাই, সুরের দিকে মন মোটেই যায় না—সমস্তক্ষণ দাতার মুখের দিকে, আর তার ট্যাকের দিকে চেয়ে ভাবি, দু'দিনের পর একবেলা আহার জুট্‌বে কি না! পেট জল্‌লে কি বাবা সুরে মন জড়িয়ে রাখা যায়? তা, বাবা, দেখ্‌চি তোমার মনটা খুব দরাজ্, একদম হাঁকিয়ে না দিয়ে, দুটো মিষ্ট কথা কয়েচো। কিছু দাও না, বাবা?

সতী। মনটা দরাজ হতে পারে, কিন্তু ট্যাঁক্ যে একেবারে শূন্য !

ভিখারী। বাবা, গরিবই গরিবকে দিয়ে থাকে, গরিবই গরিবের কষ্ট বোঝে।

সতী। দেখ্‌চি, তুমি খুব বলিয়ে-কইয়ে ভিখিরী।

[দু' আনা পয়সা দান।

ভিখারী। বাবা, রাজার মনে দিয়েচো, তোমার জয় হোক্ !

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

অন্দরের দরজা খুলিয়া নীরদার প্রবেশ।

নীরদা। কি হে দাতাকর্ণ! কোন ব্যাঙ্ক্-ট্যাঙ্ক্ লুঠে বাড়ি ফিরলে না কি ?

সতী। আড়াল থেকে দেখেচো বুঝি ? নেহাৎ দানের ফলটা ফলতে দিলে না ! ভেবেছিলাম, গোপনে কিছু দিয়ে, পরকালের কাজটা কিছু এগিয়ে রাখবো।

নীরদা। ইহকালের কাজের ভার কার ঘাড়ে চাপালে ?

সতী। দেখ, গিন্নি, বচন-বাণ না ছুঁড়ে, একটু সহানুভূতি প্রকাশ কর !

নীরদা। সহানুভূতির ভাণ্ডার তো দিন্-রাত্ খুলে রেখেচি— চোখের জল তো কখনো শুকুলো না !

সতী। একেবারে সপ্তমে উঠ্‌লে ! এই প্রাতঃকালে, যা' কিছু পুঁজী, সিগ্রেট কেনবার জন্য দু' আনা পয়সা পকেটে ছিল, ঝোঁকের মাথায় ভিখিরীকে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েচি, কোথায় একটু সমবেদনা প্রকাশ করবে না মামুলী কথার তুবড়ী ছুঁড়তে আরম্ভ করলে ?

নীরদা। কবে তুমি স্থির-মনে সংসারের কথা ভাবতে আরম্ভ করবে? ছেলে-পুলে হয়েচে, বুড়ী মা বাড়িতে আছেন, তায় সুমুখে পূজো—

সতী। পূজোর ভাবনায় তো আমাকে অস্থির করে তুলেচে! তিন্‌খানা গ্রামের ব্যবস্থার ভার আমাকে একা নিতে হয়েচে! সকলের ঐ এক কথা--সতে না হলে শৃঙ্খলায় কাজ হবে না! আমাকে দু' জায়গা থেকে দু'খানা সাইকেল্‌ দিয়েচে—যাওয়া-আসার সুবিধার জন্য। একলা তিন ভাগ হয়ে কি করে যে তাদের কাজ তুলে দেবো, ভাবনায় আমার রাত্রে ঘুম হচ্চে না।

নীরদা। দেখ, আমার কাঁদ্‌তে ইচ্ছা কর্‌চে। তুমি বারোয়ারি পূজোর আমোদে ঘুরে বেড়াচ্চো, আর আমাকে একলা পূজোর ধাক্কা সাম্‌লাতে হবে, তায় হাতে পয়সা-কড়ি নাই! তুমি একবারও ভেবে দেখ্‌চো না—এ তো তোমারই সংসার?

সতী। ওঃ সেই পুরোণো কথা! তা বছরের এই সময়ে একবার হিসেব্‌-নিকেষ্‌ হয়ে থাকে, আর আমিও খুব বিনীতভাবে তোমার মুখ-নাড়া সহ্য করে থাকি।

নীরদা। আমার কথার ঐ উত্তর তুমি কি করে দিতে পার্‌লে—

[আঁচল দিয়া চোখ আবরণ।

সতী। গিন্নি, পালার ঐ অঙ্গটা বাদ দাও। সব সহ্য হয়, কেবল ঐ চোখের জলের সঙ্গে বনি-বনাওটা একেবারেই নাই। মোট কত হলে পূজো কেটে যায় বলতো?

নীরদা। বাজারে কিছু দেনা আছে। তোমার বোনের বাড়ী তত্ত্ব পাঠাতে হবে—গতবারের তত্ত্ব ভাল হয়নি ব'লে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েচে। মোট পঞ্চাশ টাকা না হলে চল্‌বে না।

সতী। প—ঞ্চা—শ্‌ টাকা! দেখ্‌চি, গয়লা পাড়ার বাগানখানা নেহাৎ বাঁধা দিতে হলো।

নীরদা। এরকম করে কতদিন কাট্‌বে? একটা দেখে-শুনে

চাক্‌রি নিলে কি হয় না? সকলেই বলে, তুমি খুব বুদ্ধিমান্‌, খুব খাট্‌তেও পার। তোমার চেয়ে কত কমবুদ্ধি কুঁড়ে লোকেরা কেমন চাক্‌রি করে সুখে সংসার চালাচ্চে, তুমি বসে দিনগুলো কাটাচ্চো?

সতী। এইবার মনে খুব ঘা দিলে, গিন্নি! তুমি জান, ছ'মাস কাল জ্যাঠার অন্ন ধ্বংস করে কল্‌কাতায় চাক্‌রির জন্য ঘুরে বেড়িয়েচি, কিন্তু কিছুই জোটাতে পার্‌লাম না। সকলেই ছাপ খোঁজে—পাশ্‌-করা লোক চায়। কত হাত জুড়ে বল্লাম, আমি আধঘণ্টা ধরে ইংরাজিতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারি। এমন রিপোর্ট লিখতে পারি, যাতে দন্তস্ফুট্‌ কর্‌বার্‌ কারোও সাধ্য থাকে না। ঘুষ নেবার কথা স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারি না। উত্তরে, ঐ এক কথা, খুব কমে দুটো পাশ চাই, নয়তো পাঁচ হাজার টাকা জামিন! হতাশ হয়ে দেশে ফিরে এলাম। যদি আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে ঘুরে বেড়াই, সে কিসের জন্য? যদি কখনো সিদ্ধির মাত্রাটা বাড়িয়ে দিই, তাও কিসের জন্য? দুশ্চিন্তা হতে রক্ষা পাবো বলে!

নীরদা। (কাঁদ-কাঁদ ভাবে) দেখ, বেশি মনে কষ্ট পেও না, চির-কাল কখনো সমান যায় না—

(নেপথ্যে—"সতী দাদাবাবু বাড়ী আছেন?")

সতী। এ যে তারাপদর চাকর ভজার গলা—কে ভজহরি?

ভজহরির প্রবেশ।

কি, ভজহরি, খবর কি? বাবুর বাড়ির সকলে ভাল আছে তো?

ভজ। (উভয়কে প্রণাম করিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ, দাদাবাবু। আপনাকে বাবু একবার যেতে বলেচেন—কি জরুরি কাজ আছে।

সতী। তা বেশ্‌, বলগে, আমি স্নান করেই যাচ্চি।

ভজ। যে আজ্ঞে দাদাবাবু　　　　[প্রস্থান।

সতী। অতএব, সকালের আলোচনা এখানেই স্থগিত রইলো, আহারের সময়ে বাকিটুকু সম্পন্ন করা যাবে।

পঞ্চম দৃশ্য

তারাপদর গৃহের একটি কক্ষ।

ভজহরির প্রবেশ।

ভজ। সময়টা দেখ্‌চি ভাল যাচ্চে না। এবার চার্‌দিন পূজো, ভেবেছিলাম, একটা মুড়ী বেশি পাবো—চার্‌দিনে চার্‌টে মুড়ী তো নিজের ভোগে হবে—আর রামমণিকে কোন্ না দুটো মুড়ী পাঠাতে পার্‌বো। এখন দেখ্‌চি, গোড়ায় গলদ্, তা আবার চিরকালের মত, বাবু দিলেন কিনা বলি বন্ধ করে! কি জানি বাবুর কি বিবেচনা! তিন্‌খানা গ্রামের লোক বছর-ভোর আশা করে আছে, পেট ভরে ক'দিন মাংস খেয়ে নেবে—এই যে এতগুলো লোককে নিরাশ করা, সেটা কি বিবেচনার কাজ হলো? আর মার কি নিরামিষ বর্‌দাস্ত হবে? মানুষের রক্ত তো পান না, এখন দাঁড়িয়েচে ছাগলের রক্তে, তাও মাকে বঞ্চিত করা হলো! কাজ্‌টা কি ভাল হলো? যাক্, মনের কথা মনে চেপে রাখা যাক্—বড় ঘরের সব কথাই অদ্ভুত ধরণের।

সতীনাথের প্রবেশ।

এই যে, দাদাবাবু এসেচেন, বসুন, বাবুকে খবর দিই। [প্রস্থান।

তারাপদর প্রবেশ।

তারা। এস, সতীনাথ, অনেক দিন আমাদের দেখা হয়নি।

সতী। তুমি খুব ব্যস্ত ছিলে, তাই আসিনি।

তারা। হ্যাঁ, পিতা তীর্থবাস কর্‌তে গেলেন, কিছু ব্যস্ত থাক্‌তে

হয়েছিলো, মনটাও খুব খারাপ ছিল। মার কাছে বেশি সময় কাটাই। বুঝতে পারচো তাঁর মনের অবস্থা? তোমার খবর কি বল, ছেলে-মেয়েরা ভাল আছে?

সতী। আমার আবার খবর কি? কোন রকমে দিনগুলো কাটিয়ে পরমায়ু ক্ষয় করা!

তারা। আড্ডা জোরে চলেচে?

সতী। তা চলেচে বইকি, সময়টাতো কাটাতে হবে! তোমার আমলে এই প্রথম পুজো, একটা জাঁকালো কিছু কর না—কল্‌কাতা থেকে থিয়েটার্, না হয় নাচ্ আন্‌লে মন্দ হয় না। তোমার বাগান-বাড়িটা একটু সাজিয়ে নিয়ে ব্যবস্থা কর্‌লে তিন হাজার লোক খুব আরামে বসানো চল্‌বে। যা কিছু কর্‌বার্ আমিই সব করে দেবো—জান তো আমি ও সব কাজে খুব পটু? দিন-কতক তা'হলে ফুর্ত্তীতে কাটান যায়—তোমার মন্‌টাও ভাল থাকে।

তারা। পূজোর কাজের জন্যই তোমাকে ডেকেচি—সে কথা পরে হবে—আগে তোমার কথাটা শেষ করি। চিরকাল কি আড্ডা দিয়ে দিনগুলো কাটাবে, ছেলে-মেয়েরা যে বড় হয়ে উঠ্‌চে?

সতী। কি আর কর্‌বো বল—কৃষ্ণের জীব আপনা হতে দিন্-দিন্ বেড়ে ওঠে, তার কি কোন প্রতিকার আছে?

তারা। তোমার মা কাল এসেছিলেন, তাঁর কাছে তোমাদের সব খবর পেলাম। আমার মনে হয়, তুমি কোন একটা কাজ নিলে, চিন্তার তেমন কারণ থাকে না।

সতী। দেখ ভাই, সকালে ঐ কথা নিয়ে গিন্নীর কাছে একদফা ভৎর্সনা খেয়েচি। তোমার কাছে এসে মনটা একটু চাঙ্গা করে নেবো ভেবেছিলাম, তা দেখ্‌চি তুমিও গিন্নীর দলে যাচ্ছো!

তারা। তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্য কথাটা তুলিনি—তোমাকে একটা কাজ দিতে ইচ্ছা করি, করবে ?

সতী। সব কাজ ফেলে তোমার কাজ আগে করবো, কি করতে হবে বলো ?

তারা। এ কাজ তোমাকে অম্‌নি করতে হবে না, পারিশ্রমিক পাবে। অপরকে দিতে হতো, তা না হয় তোমাকে দেবো। কাজ্‌টা উপস্থিত মাস্ খানেকের জন্য, পারিশ্রমিক একশত টাকা পাবে। তার-পর্ সদরে স্টেটের্ কাজে তোমাকে রাখ্‌বো, ইচ্ছা আছে।

সতী। (ছল-ছল চোখে) তারা তোমার মত বন্ধু—

তারা। ও কথার ঢের্ সময় আছে। কাজ্‌টা কি করতে হবে, এখনো বলিনি। কথাটা রটেচে কিনা জানি না—এবার থেকে পূজোর বলি বন্ধ করে দিচ্চি, তার বদলে গরিব-দুঃখীদের অন্ন-বস্ত্র দিতে ইচ্ছা করি। ঐ কাজের ভার তোমাকে নিতে হবে। যদি দরকার মনে কর, কাজের সুবিধার জন্য, তোমার অধীনে একজন লোক নিযুক্ত করতে পারো। খাওয়ান ও বস্ত্র-বিতরণ, আমাদের বাগানে হবে, যেখানে তুমি থিয়েটার্ দেবার প্রস্তাব করছিলে। একটা কথা কেবল তোমাকে মনে রাখ্‌তে হবে, গরিব্‌দের কিছু দেওয়া হচ্চে বলে যেন তাদের প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করা না হয়। যদি হয়, আমি মনে খুব কষ্ট পাবো। তাদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করবে, যেন আহ্বান করে ভদ্র অতিথির সেবা করা হচ্চে। কি বল, এ কাজে তুমি রাজি আছ ?

সতী। খুব রাজি আছি। এই পূজোর সময়ে কাজটা দিয়ে যে কতটা—

তারা। বলেচি, ওকথার ঢের্ সময় আছে, এতো আমাদের

শেষ দেখা নয়। সময় বেশি নাই, তুমি শীগ্‌গীর্‌ সদরের নায়েবের সঙ্গে দেখা করে কাজে লেগে যাও—তাকে আমার সব বলা আছে।

[সতীনাথের প্রস্থান।

ভজহরির প্রবেশ।

ভজ। বৃদ্ধ পুরুত্‌-ঠাকুর এসেচেন।

তারা। তাঁকে নিয়ে এস।

(ভজহরির প্রস্থান ও পুরোহিতকে লইয়া পুনরায় প্রবেশ)

তারা। (পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া) আসুন। আপনি কষ্ট করে না এসে ছেলেকে পাঠালে হতো।

[ভজহরির প্রস্থান।

পুরোহিত। তোমার অভিপ্রায়ের সংবাদ পেয়ে আমি নিজেই এসেচি।

তারা। মার সঙ্গে পরামর্শ করে, বলি তুলে দেবো স্থির করেচি।

পুরোহিত। কালীপদ থাক্‌তে কথাটা একবার উঠেছিলো, কিন্তু সে সাহস করে তুলে দিতে পারিনি। লোকেরা খুব আপত্তি করেছিলো, এখনও কর্‌বে—আমি কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের স্বপক্ষে, তাই বল্‌তে এসেচি।

তারা। আপনি বলি তুলে দেওয়ার স্বপক্ষে জান্‌তে পেরে, মা খুবই সুখী হবেন। আপত্তির কথা যা' বল্লেন, এমন কোন কাজ নাই, যার সম্বন্ধে মতের প্রভেদ দেখা যায় না। সকলের একমত হয়ে, আপত্তি-শূন্য ভাবে কোন কাজ কর্‌তে হলে, সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে হয়।

পুরোহিত। তা সত্য। আমি এই সংক্রান্তে একটা পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি, তুমি কি ভাবে নেবে বল্‌তে পারিনে।

তারা। আপনার পরামর্শ খুব ভাল ভাবেই গ্রহণ কর্‌বো।

পুরোহিত। যাদের বাড়িতে বলির প্রসাদ পাঠান হতো, তাদের কিছু মিষ্টান্ন ও অন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।

তারা। আপনার পরামর্শ সময়োপযোগী, খুব আহ্লাদের সহিত গ্রহণ কর্‌লাম। ঐরূপ কর্‌লে, তাঁদের যে কোন-রকমে বঞ্চিত কর্‌বার্‌ ইচ্ছা নাই, বেশ্‌ প্রকাশ পাবে।

পুরোহিত। ঠিক্‌ তাই। কি জানো, বাবা, সমাজে থেকে যে কোন কাজই কর, তার সামাজিক দিক্‌টা অবহেলা করা চলে না। আমাদের ধর্ম্মের পারমার্থিক দিক্‌টা প্রায় লোপ পেয়ে এসেচে, পনর আনার অধিক সামাজিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েচে, যার ক্রুটি হলে লোকেরা ক্ষেপে ওঠে!

তারা। যথার্থই তাই। আমি আপনার উপদেশ-মত ব্যবস্থা আজ্‌ই কর্‌চি।

পুরোহিত। খুব সন্তুষ্ট হলাম্‌।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজপথ।

গোপীনাথ ও রাধাকান্তের প্রবেশ।

গোপী। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে উঠ্‌লো!

রাধা। তাই তো হে! কখনো এমনতর ব্যাপার দেখিনি। গঙ্গার ধার্‌ থেকে তারাপদর বাগান পর্য্যন্ত, কেবলই লোক আনা-গোনা কর্‌চে। খালের ধারে, বিলের মাঝে, আম্‌বাগানের ভেতর,

চার্দিকেই লোক্দের ছোট-বড় আড্ডা। সকলের মুখে একটা আনন্দের ভাব মাখান, যেন অনেক দিনের একটা আশা হঠাৎ পূর্ণ হয়েচে।

গোপী। দেখ, রাধাকান্ত, তারাপদর সঙ্গে আমরা দিন-কতক পড়েছিলাম, সহপাঠী বলে বড়াই করা চলে বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। দেখ্তে দেখ্তে সে এত উঁচুতে উঠে গেচে, মনে হয় না কখনো তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল। যেমন তার মাথা, তেমনি তার হৃদয়। ধনী লোকের ছেলে অনেক দেখেচি, কি ভাবে তারা দিন কাটায় বেশ্ জানি, কিন্তু তাদের সঙ্গে তারাপদর মিল একদম্ নাই। কখনো তাকে দুঃখী লোকের সঙ্গে আলাপ কর্তে দেখেচো ?

রাধা। কতবার! এই যে সেদিন আমাদের পাড়ায়, কেদার পরামাণিকের ছোট ছেলের হঠাৎ কলেরা হলো—জান তো কেদারের অবস্থা ? কতগুলো ছেলেপুলে, বড়গুলো সবাই কুঁড়ে, বুড়ো কেদারই কোন রকমে সংসারটা চালায়। কেঁদে গিয়ে সে তারাপদর কাছে পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে তারাপদ, বাড়ির ডাক্তার নিয়ে, কেদারের কুঁড়েতে হাজির। অন্নহীন কেদারের ছেলের চিকিৎসা চল্লো বড় লোকের ছেলের মত! আর তারাপদর মনের ভাব, সেটা একটা লক্ষ্য কর্বার জিনিষ—যেন কোন অসাধারণ কাজ কর্চে না, যেন ধনীর ছেলে, তার অট্টালিকা ছেড়ে এসে, একজন অন্নহীন অসহায় লোকের ঘোর বিপদের সময়ে সাহায্য কর্চে না—ঠিক্ যেন কোন নিকট আত্মীয়ের রোগের সংবাদ পেয়ে তার সেবা-শুশ্রূষা কর্তে লেগে গেচে!

গোপী। তাই তো বল্ছিলাম, সে এম্নি আড়ম্বর-শূন্য ভাবে লোক্দের সাহায্য করে, যেন তাদের কোন উপকার কর্চে না, কেবল পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিচ্চে!

রাধা। ঐ—ঐ দূরে কে যাচ্চে বল তো—হন্‌হন্ করে চলেচে—ভোলানাথ না ?

গোপী। ভোলাই বটে। (উচ্চৈঃস্বরে) ভোলা—ও ভোলা—

ভোলানাথের প্রবেশ।

কি হে, ভোলানাথ, তোমার চলনের ধরণ যে নতুন হয়েচে! বরাবর্ সমস্তটা মাটি মাড়িয়ে যেতে—যাবে কি যাবে না, এইভাবে হাঁট্‌তে—দেখ্‌চি যে জিম্‌নাষ্টিক্ কর্‌তে কর্‌তে যাচ্চো!

ভোলা। ভাই, বড্ড জরুরি কাজে যাচ্চি। সতে আমাকে দিন কতকের জন্য একটা কাজ দিয়েচে, কিছু পয়সাও পাচ্চি। কিন্তু তার হুকুম খুব কড়া, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কাজ করে না দিলে, কেবল মার্‌তে বাকি রাখে।

গোপী। বল কি হে, সতীনাথ তোমাকে কাজ দিয়েচে, তার জন্য পয়সা পাও, ব্যাপার খানা কি ? সতেকেও যে অনেকদিন দেখিনি।

ভোলা। সতের খবর সত্যি তোমরা জান না ?

রাধা। হাল্‌ফিল্ তার কোন খবরই রাখি না। ধরে নিয়েছিলাম, যত সব বারোয়ারি কাজে ঘুরে বেড়াচ্চে, তাই ওর টিকি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

ভোলা। সে যে তারাপদর গরিব-দুঃখীদের খাওয়ান ব্যাপারের প্রধান পাণ্ডা! হর্‌দম্ কল্‌কাতায় যাচ্চে, জিনিষপত্র কিন্‌চে, গোছাচ্চে গাছাচ্চে। আমি ভেবেছিলাম, তোমরা আমাকে ডাক্‌চো বল্‌তে যে জিত্ তোমাদের, আমি আর সতে গোবেডেন্ হেরে গেচি! সত্যি ভাই, জিত্ তোমাদের, তোমরাই তারাপদকে চিনেচো। সতে বলেছিলো, কালীপদ বাবুর বাগান বিকেল্ চার্‌টে থেকে রাত্তির দুপুর পর্য্যন্ত ফুর্ত্তীতে গুল্‌জার কর্‌বে—তা বাগান গুল্‌জার কর্‌বার্ ভার তার

ওপরে পড়েচে বটে, কিন্তু গুল্‌জার্‌ হবে, গরিবদুঃখীদের তৃপ্তির আনন্দ-ধ্বনিতে।

গোপী। বাঃ ভাই ভোলা, তারাপদর সংস্রবে এসে দেখ্‌চি তোমার ভাষার ধরণ বদ্‌লে গেচে!

ভোলা। ওহে, আমার ভাষার পরিবর্ত্তন কি দেখ্‌চো? যদি দেখ্‌তে একবার সতের কথার ধরণ—তারাপদর কথা তোলে, আর দু'চোখ দিয়ে জল গড়ায়! কেবলই বলে, "ভোলা, তোমার কাছে মনের ভাব প্রকাশ কর্‌তে কোন বাধা নেই, তারার মত বন্ধু জগতে দেখা যায় না!" পয়সা পাচ্চে বটে, খাট্‌চেও তেমনি—তিন্‌টে মানুষের খাটুনি এক্‌লা খাটে—তারাপদ দেখেই অবাক!

রাধা। তারাপদ নিশ্চয়ই যাদু জানে, যখন সতীনাথের মত লোক্‌কে বদ্‌লে দিয়েচে।

ভোলা। ভাই, গোপীনাথ, আমাকে আজ ছেড়ে দাও, আর একদিন দেখা করে সব বল্‌বো। [প্রস্থান।

রাধা। চল হে, তারাপদর বাগানের দিকে যাই।

গোপী। আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম—চল একবার সতীনাথের রূপান্তরটা দেখে আসা যাক্‌। [উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

তারাপদর গৃহের একটি কক্ষ।

তারাপদ ও সতীনাথ বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

সতী। আমি আপনাকে—তোমাকে—বল্‌তে এসেচি যে, যত লোক আস্‌বে মনে করা গেছিলো, এখন দেখ্‌চি তার চেয়ে অনেক বেশি লোক আস্‌বে! আপনার—তোমার—

তারা। তুমি সব সময়ে আমাকে ‘তুমি’ বলেই কথা কইবে—আমাকে তোমার ‘আপনি’ বলা একেবারেই মানায় না। যা বল্‌ছিলে, অনেক বেশি লোক আস্‌বে, মনে কর ?

সতী। যা’ আন্দাজ করা গেছিলো, তার দুগুণ তো আস্‌বেই, যদি না আরও বেশি আসে। এ বছর খুব দুর্ব্বৎসর। অনেক স্থানে বন্যায় লোকদের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হয়ে গেচে, অন্নবস্ত্রের অভাবে লোকেরা হাহাকার কর্‌চে, যতদূর থেকে পারে লোকেরা জল-কাদা ভেঙ্গে ছুটেচে।

তারা। তবে বেশি লোকের জন্য আয়োজন করা দরকার।

সতী। যথাসময়ে সবই প্রস্তুত থাক্‌বে, কেবল তোমার অনুমতির অপেক্ষা কর্‌ছিলাম।

তারা। যত লোক আস্‌তে পারে ভাব্‌চো, তার চেয়েও বেশি লোকের জন্য সব প্রস্তুত রাখ্‌বে। খরচের জন্য কিছুই চিন্তা কর্‌বে না—এর চেয়ে সার্থক অর্থব্যয় আর হতে পারে না। অনেক লোকের সমাগমে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা, রোগ দেখা দিতে পারে, তার প্রতিকারের বিষয় কিছু ভেবেচো ?

সতী। তা ভেবেচি বৈ কি। দুটো বড় তাঁবু খাটান হয়েচে—ডাক্তার বাবুর তত্ত্বাবধারণে ঔষধ বিতরণ ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়েচে। যদি কেউ নিজের স্থানে শীগ্‌গীর ফিরে যেতে না পারে, নৌকায় কিংবা ট্রেনে তাদের পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েচে। সঙ্গে-সঙ্গে যাতে সহর খালি হয়ে যায়, সেদিকে খুব দৃষ্টি রাখা হবে।

তারা। খুব সন্তুষ্ট হলাম। আমার আসল উপদেশটা নিশ্চয়ই মনে আছে—*দুর্ব্ব্যবহার দূরের কথা, কাহাকেও যেন কোন কারণে* মনে কষ্ট দেওয়া না হয়।

সতী। তোমার সব আদেশই অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্‌বো।

তারা। খুব সন্তুষ্ট হলাম।

অষ্টম দৃশ্য

রাজপথ

কয়েকজন নাগরিক কথোপকথন করিতেছিলেন।

১ম নাগ। ছোক্‌রার আমলের ব্যবস্থার ধরণটা দেখ্‌লে তো ?

২য় নাগ। কেন, ব্যবস্থা খারাপ কিসে বুঝ্‌লে ?

১ম নাগ। সম্বৎসরের পর আনন্দময়ী মা আস্‌চেন—বছরে তিনি কিছু দু'চার বার আসেন না—সকলের এই সময়ে একবার হেসে-খেলে নেবার কথা। কালীপদর সময়ে,নাচ্‌-গান, যাত্রা-থিয়েটার্‌, দু'সপ্তাহ ধরে চল্‌তো, তার কিছুকি ব্যবস্থা আছে ? এ যেন বেহ্মর বাড়ি দুর্গাপূজো !

৩য় নাগ। শুধু কি তাই, বলির আমোদই তো পুজোর আসল আমোদ। কম করে বিশ্‌ খানা গ্রামের লোক জড় হতো, কেবল মোষ্‌বলি দেখ্‌তে—বলি কি না একেবারে তুলে দিলে ?

৪র্থ নাগ। (ধীরে ধীরে) অসংখ্য ছাগশিশুর কাতর শব্দে পূজার প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠতো ! এক কোপে মোষের মাথা ধড় থেকে ছিন্ন না হওয়ার দরুণ একটা বড় পশুর ছট্‌ফটানির দৃশ্য ! রক্ত নিয়ে ছুটোছুটি করে লোকের গায়ে মাখাবার বিকট আনন্দের দৃশ্য ! নিশ্চয়ই এসবের অভাবে পূজোর আনন্দ তেমন জেঁকে উঠতে পার্‌বে না !

২য় নাগ। অসংখ্য গরিব-দুঃখী লোকের অন্নবস্ত্র লাভে যে আনন্দ, তা' দেখে কি আনন্দলাভ করা যায় না ?

১ম নাগ। (কিছু বিকৃত স্বরে) পরের আনন্দ দেখে যদি আনন্দ হতো, তা' হলে বড়-লোক্‌দের বাড়ির ধারে গিয়ে, তাদের আনন্দ

দেখে, মনের আনন্দে বাড়ি এসে বেশ্ নিদ্রা দেওয়া চল্‌তো! নিজের হলো না আনন্দ, পরের আনন্দ দেখে হাত-পা ছুঁড়তে হবে—বলিহারি আনন্দের কল্পনা!

৩য় নাগ। বলির কেবল রক্তের দিক্‌টা ভাবলে? কালিয়া—কোর্ম্মা—চপ—কট্‌লেটে সাজান পাতার দৃশ্য দেখ্‌লে মনটা যে দশ হাত লাফিয়ে ওঠে, তা একবার ভাবলে না!

(নেপথ্যে সহস্রকণ্ঠে জয়ধ্বনি)

২য় নাগ। ঐ দেখ, জলের স্রোতের মত অসংখ্য লোক, আনন্দ-ধ্বনি কর্‌তে কর্‌তে আস্‌চে! পরের মুখে শুনে নয়, নিজের হৃদয় দিয়ে একবার বোঝ, পরের আনন্দ দেখে নিজের আনন্দ হয় কি না।

(বাউল গীত গাইয়া একদল লোকের প্রবেশ, সঙ্গে নাগরিকগণ)

(গীত)

জমালি টাকাকড়ি, কারুর্ পানে চাইলি না।
চড়লি মোটর গাড়ি, পর-দুঃখ বুঝ্‌লি না।
খেলি কত লুচি-মণ্ডা, এক কণাও দিলি না,
সাজলি নানা রঙ্গে, জীর্ণ বাসও পরালি না।
গেলি একলা কাঁধে উঠে, সঙ্গে কিছু নিলি না,
পেলি দুর্লভ জন্ম, আসল কাজ কর্‌লি না।
(ও ভোলা মন)

[বাউল গায়কগণের প্রস্থান।

(কীর্ত্তনের দল, বহুলোক পরিবেষ্টিত হইয়া, প্রবেশ করিল)

(কীর্ত্তন)

দুঃখে গলিত চিত, পর-হিতে নিরত,
পর-সুখে হরষিত, ধন্য সেই জন।
যে পর-আঁখি বারি, সযতনে নিবারি,
সবে করে আপনার, সেই মহাজন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তারাপদর গৃহের একটি কক্ষ।

তারাপদ বসিয়াছিলেন, পদচারণ করিতে লাগিলেন।

তারা। কেবল বসে চিন্তা করে দিন কাটালে চল্‌বে না, কাজ করা চাই। সকলেই বলে, হিন্দুর অবস্থা শোচনীয়, কিন্তু অবস্থা যাতে ভালর দিকে যায়, তার চেষ্টা কই করতে দেখা যায় না! যদি বা কেউ করে, সেই পুরাতন ধরণে, পুরাতন প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে—যার ফল হয়, সেই পুরাতন অবস্থা ফিরিয়ে আনা, কেবল নূতন আবরণে! উন্নতিই বা হবে কি করে? মানুষের জীবন দিন-দিন অগ্রসর হয়ে চলেচে, নিত্য-বিকশিত সত্যপথ অনুসরণ না কর্‌লে, উন্নতি কখনই হতে পারে না। আমাদের একটা ধারণা বদ্ধমূল, যা' কিছু মহৎ, আদর্শ-স্থানীয়, অতীত কালে হয়ে গেচে—যা' কিছু একালে হচ্চে, তা কেবল আমাদের অধোগতির দিকে নিয়ে চলেচে! এ একটা বিষম ভুল ধারণা। এক সময়ে, কতক বিষয়ে, আমাদের চিন্তা যে খুব উচ্চে উঠেছিলো—যে চিন্তা পৃথিবীর লোকেরা এখনও গ্রহণ কর্‌তে সাহস করে না—তা সত্য, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। সত্যালোচনার চূড়ান্ত হয়েছিলো, কিন্তু বাস্তব জীবনে সে সত্যের প্রয়োগ কর্‌বার্ আন্তরিক চেষ্টা কখনও হয়-নি। যদি বা এক সময়ে ক্ষীণ চেষ্টা হয়েছিলো, অমনি বহুকালের আচার-পদ্ধতি ও অভ্যাস, তার গতিরোধ করে, আবার পুরাতন অবস্থা ফিরিয়ে এনেছিলো। মূল সত্যের সংখ্যা তো বেশি নয়, সেগুলি

বুঝতেও বেশি সময় লাগে না, যত গোল হয় জীবনে প্রয়োগ কর্‌বার্‌ সময়ে। সত্যকে মহৎ বলে তুলে রাখলে চলবে না, জীবনে তাকে খাটান চাই। এক সমাজ হতে অন্য এক সমাজ, এক জাতি হতে অন্য এক জাতির প্রভেদ, ঐ কারণে হয়ে থাকে। এমন কোন জাতি নাই, যার নেতারা জানে না, কিভাবে উন্নতিশীল জীবন কাটাতে হয়, কিভাবে মানব-জীবন পরিপুষ্টি লাভ করে, কিন্তু যে জাতির নেতারা, কাজের দ্বারা আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করে, জন-সাধারণকে সত্যপথে নিয়ে যেতে, সেই জাতিই বড় হয়ে ওঠে। যে জাতি তার পুরাতন গ্রন্থে যে সত্যগুলি আছে দেখে পরিতৃপ্ত হয়, ও বহুকালের মন্দ অভ্যাসের দাস হয়ে দিন কাটায়, সে জাতি জগতে পেছিয়ে পড়ে থাকে, যেরূপ আমাদের জাতি। বিদেশ থেকে কোন পরিব্রাজক এলে, পুরাতন গ্রন্থ থেকে বড়-বড কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করে, তাকে অবাক্‌ করে দেওয়া হয়, কিন্তু যখন সেই আগন্তুক দেখ্‌তে পায় সাধারণ লোকদের রীতি, বিশ্বাস, ও জীবনের গতি, সে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভাবে, হায়, যে জাতি চিন্তা জগতে এতদূর অগ্রসর হয়েচে, বাস্তব জীবনে তার কি অবনতি! তা না হলে, যে দেশে, মানবের শৈশবে, ঋষির বুক কাঁপিয়ে বাক্য নিঃসৃত হলো, ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান—যে ব্যক্তি জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন জ্ঞান করে, তার শোক বা মোহ থাকে না—সেই দেশের শতকরা আশী জন লোক ঐ বাক্য পড়্‌বার অধিকারী নয়, সেই দেশে কিনা অসংখ্য লোক অস্পৃশ্য? কতগুলো বাঁধা পুরাতন বচন চালিয়ে জনসাধারণের উন্নতির পথ রোধ করে রাখা হয়েচে। গণ্ডী-সীমানা এরূপ কড়াভাবে বেঁধে রাখা হয়েচে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে, প্রচলিত কয়েকটি চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা কর্‌তে লোকেরা সাহস করে না। অসংখ্য সম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ আমাদের দেশে, এক সম্প্রদায়ের

সঙ্গে অন্য এক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি নাই। প্রত্যেকের দেবতা ভিন্ন, আচার-পদ্ধতি ভিন্ন, সামাজিক নিয়ম ভিন্ন, কিন্তু আছে কেবল এক বিষয়ে অদ্ভুত মিল, তা' হচ্চে ব্যাপক সঙ্কীর্ণতা! যে দেশে পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বে, সত্যই সুন্দর বলে গ্রহণ করা হয়েছিলো, যে দেশের ঋষিরা মূল কারণকে "সত্যস্য সত্য" বলে বর্ণনা করেচেন, সে দেশে এখন সত্যের স্থান নাই, সে দেশে আছে অসত্য—বহু ব্যাপক সঙ্কীর্ণতা—তার বিশাল দংষ্ট্রা বিকাশ করে! সরল সত্য পথে যাবার লোক্‌দের ইচ্ছা নাই, যোগ্যতাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আস্‌চে।

ভূপতির প্রবেশ।

কে, ভূপতি? এস, উদ্বিগ্ন হয়ে তোমার আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছিলাম।

ভূপ। উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ দেখ্‌চি না, আত্মপ্রীতি লাভ কর্‌বার্‌ যথেষ্ট কারণ রয়েচে। সমস্ত পথ তোমার প্রশংসা শুনে আনন্দে আমারই মন স্ফীত হয়ে উঠেচে!

তারা। দেখ্‌চি, খুব অল্প-কারণে তুমি আনন্দলাভ করে থাক। জন-কয়েক ক্ষুধার্ত্ত লোককে কিছু আহার দিয়ে, দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তন হলো মনে করে যদি তুমি আনন্দে মগ্ন হতে চাও, তা' হলে নিশ্চয়ই বলতে হবে যে অল্প কারণে তোমার অত্যন্ত অধিক আনন্দ হয়ে থাকে।

ভূপ। তারাপদ, আমি সরলভাবে স্বীকার কর্‌তে চাই যে, তোমার মত দেশের মঙ্গলের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ কর্‌বার্‌ আমার ক্ষমতা নাই। তবে একটা ইচ্ছা আছে—তা তুমি জান—তোমার পরিচালনায় যে কোন কাজ উৎসাহের সহিত কর্‌তে সর্ব্বদা প্রস্তুত। তোমার সঙ্গে কিন্তু একটা কারণে আমার অবস্থার প্রভেদ হয়েচে। তুমি আমাকে বন্ধুতার স্নেহজালে আচ্ছন্ন করে রেখেচো,

কিন্তু কিছুদিন হলো, হৃদয়ের সমস্ত স্থানটুকু দাবি করে, একজন আমার জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেচে। তার দাবি পূর্ণ করতে গিয়ে, তোমার আহ্বানে আস্‌তে কিছু দেরি হয়ে গেল।

তারা। (হাসিয়া) মা লিখেছিলেন, তোমার স্ত্রী ও নীলিমাকে সঙ্গে করে আন্‌তে ?

ভূপ। তারা শীগ্‌গীর আস্‌বে।

তারা। খুবই আনন্দের কথা। দেখ, ভূপতি, তুমি নিজেকে বরাবর দূরে, অন্তরালে, রাখ্‌তে চাও, কিন্তু তোমার পরামর্শের উপর আমি যে কতটা নির্ভর করি, তা তুমি এখনও বুঝ্‌তে পার-নি। কেবল উচ্চ কল্পনা কর্‌লে হয় না, তাকে সুচারুরূপে কাজে পরিণত কর্‌তে না পার্‌লে, কোন ফলই হয় না। তুমি আমার মত উদ্ভাবনা কর্‌তে পার না সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্য সাধন কর্‌বার্ উপায়ের পরামর্শ সুন্দর দিতে পার, তাই উদ্বিগ্ন হয়ে তোমার প্রতীক্ষা কর্‌ছিলাম।

ভূপ। নূতন কিছু কল্পনা কি মনে স্থান পেয়েছে ?

তারা। আজ বিশ্রাম কর, যথা-সময়ে সব্ জান্‌তে পার্‌বে। তোমার সমস্ত হৃদয় দাবি কর্‌বার্ লোক যখন শীগ্‌গীর এখানে আস্‌চে, ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হবার কোন কারণই থাক্‌বে না।

ভূপ। দেখ, তারাপদ, শুষ্ক হৃদয় নিয়ে কেবল কাজে ঘুরে বেড়ালে, মনে ক্লান্তি শীঘ্র আসে। মনটা যদি সরস করে নিতে পার, কাজে দুগুণ স্ফূর্ত্তী হবে, ডবল্ হৃদয় কাজে জুড়ে দিতে পার্‌বে !

তারা। উদ্দেশ্য সাধন কর্‌বার্ আগ্রহে মন সমস্ত-ক্ষণ এরূপ সতেজ ও সরস থাকে, অন্য কোন উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় না। তোমার নূতন জীবনের অবমাননা কর্‌তে চাইনা। তুমি জান, আমি সন্ন্যাসধর্ম্মের পক্ষপাতী নই—সংসার ফেলে চলে না গেলে আত্মোন্নতি হয় না, আমি

মোটেই স্বীকার করি না—কিন্তু এখন অন্য কোন চিন্তা কর্‌বার্ অবসর নাই। আমার মন সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হয়ে রয়েচে। এস, মা'র সঙ্গে দেখা কর্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রমেশের গৃহের একটি কক্ষ ; মধ্যে একটি মঞ্চ ; বিনোদ, মোহন, নিতাই, প্রভৃতি, মঞ্চের নিকট কার্পেটের উপর বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

সতীন ও রমেশের প্রবেশ।

বিনোদ। এই যে সতীন বাবু, আসুন, আসুন! আপনার অপেক্ষায় আমরা সকলে বসে আছি। গাড়ি ঠিক্ সময়ে এসেছিলো—ট্রেনে কোন কষ্ট হয়নি ?

সতীন। (সকলকে অভিবাদন করিয়া) আমার প্রতি আপনাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ। গাড়িতে কোন কষ্ট হয়নি, পাঞ্জাব্ মেল্ ঠিক সময়ে এসেচে। রমেশ বাবু দয়া করে ষ্টেশনে গেছিলেন।

বিনোদ। আপনার স্ত্রী এসেচেন ?

সতীন। হ্যাঁ, তিনিও এসেচেন।

বিনোদ। বড়ই আনন্দের বিষয়—সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ। গুরুদেব কৃপা করে কাল আপনাদের কথা তুলেছিলেন। আপনাদের দীক্ষার জন্য রমেশ বাবু সবই প্রস্তুত রেখেচেন। আজ দিন খুব ভাল। মান্দ্রাজ থেকে একজন ধনীলোক সস্ত্রীক এসেচেন। নাগপুর, শিলেট, বাঙ্গলা দেশের কয়েক স্থান থেকেও কতগুলি লোক এসেচেন—তাঁদেরও আপনাদের সঙ্গে দীক্ষা হবে।

সতীন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

বিনোদ। সতীন বাবু, (নিতাইকে দেখাইয়া) নিতাই বাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েচে?

সতীন। আজ্ঞে, না।

বিনোদ। নিতাই বাবু অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি, গুরুদেবের প্রিয়শিষ্য। (নিতাইকে সম্বোধন করিয়া) নিতাই বাবু, সতীন বাবুর পরিচয় বোধ হয় জানেন—ইনি মানকুণ্ডের বিখ্যাত জমিদার।

(নিতাই ও সতীন পরস্পরকে অভিবাদন করিলেন)

নিতাই। আপনাকে শীঘ্র ভাই বলে আলিঙ্গন করে অত্যন্ত প্রীত হবো।

সতীন। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার মত লোকের স্নেহ-ভাজন হবো।

মোহন। বিনোদ-দা, কাল রাত্রে আশ্রমে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেচে, তা' জান?

বিনোদ। (আগ্রহের সহিত) কই না—কি ব্যাপার, বলতো মোহন?

মোহন। রাত্তির দুটো, এমন সময়ে, গুরুদেবের কৃপায় হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গলো। তাঁর কৃপা না হলে এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখবার্ ভাগ্য আমার হতো না! চার্দিক্ নিস্তব্ধ, চাঁদ অস্ত যায়-যায়, সব জিনিষ বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্চে, আমি দরজা খুলে বাইরে এলাম। হঠাৎ গুরুদেবের ঘরের দিকে চেয়ে দেখি, জান্লার ফাঁক দিয়ে আলো আস্‌চে। কথা কওয়ার শব্দও শুন্‌তে পেলাম—সে কি মিষ্ট কথা, এরূপ মধুর স্বর জীবনে কখনো শুনিনি! কথা ক্রমশঃ স্পষ্ট কাণে আসতে লাগলো, কিন্তু একবর্ণও বুঝতে পার্‌লাম না। কি ভাষায়

কথা হচ্চে, তাও বুঝতে পার্‌লাম না। হঠাৎ গুরুদেবের দরজার ওপর আমার নজর পড়লো। যা' দেখ্‌লাম—দেখেই আমার গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো! নিঃশ্বাস বন্দ হয়ে এলো, মনে হলো প্রাণবায়ু উড়ে যাবে—

বিনোদ। আগে কি দেখ্‌লে বল।

মোহন। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখ্‌লাম, বিনোদ-দা, একটা বৃহদাকার সিংহ কট্‌মটিয়ে চেয়ে দরজার সুমুখে বসে রয়েচে—যেন পাহারা দিচ্চে! পালিয়ে ঘরের ভেতর ঢুক্‌বো মনে কর্‌লাম, কিন্তু পা সর্‌লো না—হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লাম। বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকিনি। যাই জ্ঞান হলো, গুরুদেবের ঘরের দিকে চেয়ে দেখি, জান্‌লা খোলা নাই কিংবা কোন আলো আস্‌চে না। দরজার ওপর, আগের মত, চাঁদের আলো রয়েচে, কিন্তু সিংহের কোন চিহ্ন নাই! কিছুক্ষণ পরে, গুরুদেবের গলায়, ঘরের ভেতর থেকে, বার কয়েক 'মা' 'মা' শব্দ শুন্‌তে পেলাম। আমি ঘরে এসে শুলাম্‌ বটে, ঘুম কিন্তু আর হলো না।

রমেশ। এখন আমি সব বুঝ্‌তে পার্‌চি। রাত্তির ঠিক দুটোর সময়ে, সিংহের গর্জ্জন শুনে হঠাৎ আমার ঘুম্‌ ভাঙ্গলো! আমি অবাক্‌ হয়ে রইলাম, ভাব্‌লাম নিশ্চয় আমি স্বপ্ন দেখেচি—এখন দেখ্‌চি তা নয়। আমার দুর্ভাগ্য যে ঘরের বাইরে এসে দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়-নি।

নিতাই। সত্যই মোহন, গুরুদেবের কৃপা-দৃষ্টি তোমার ওপর পড়েচে! তুমি তো আর বেশি দিন শিষ্য হওনি, ক্রমশ কত-কি দেখ্‌বে, শুন্‌বে, শিক্ষা হবে—বুঝ্‌তে পার্‌বে নরদেহধারী আমাদের গুরুদেব যথার্থ কে হন—তখন গভীর রাত্রে কৈলাস থেকে সিংহ-বাহিনীর আগমনের বৃত্তান্ত বেশ্‌ বুঝ্‌তে পার্‌বে। আমরা বহুকাল তাঁর লীলা দেখে আস্‌চি।

রমেশ। নিতাই দাদা, সেদিন আপনি চলে গেলেন, যে কন্যাদায়-গ্রস্থ লোকটি গুরুদেবের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলো, তার শেষ বৃত্তান্তটা বুঝি শোনেন্‌নি ?

নিতাই। না, শুনিনি, কি বলতো ?

রমেশ। দুঃখের কথা বলে, খুব কাতর হয়ে, সে লোকটি কিছু সাহায্য চাইতে লাগ্‌লো—হঠাৎ গুরুদেব তার দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন, "তুমি কি সত্য-সত্যই গরিব্‌? তুমি বল্‌চো একেবারে কপর্দ্দক-শূন্য—তোমার পকেটে কি আছে, দেখাও তো ?" সে লোক্‌টা খুবই অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, তার পকেটে কিছুই নাই, কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে, অবাক্ হয়ে, ছোট একটা রুমালে বাঁধা কি জিনিষ বার্ কর্‌লে ! গুরুদেব বল্লেন, "খুলে দেখাও, রুমালে কি বাঁধা আছে ?" তখন সকলে দেখ্‌লে যে, রুমালে পাঁচখানা পাঁচ টাকার নোট বাঁধা ! তখন গুরুদেব হেসে বল্লেন, "ঐ টাকা তোমার কন্যার বিবাহে সাহায্য স্বরূপ দেওয়া হলো।"

বিনোদ। তার-পর দেখ লীলা কেমন ! দশ্‌ মিনিট্ না যেতে, ডাক্‌ওয়ালা এসে একখানা রেজেষ্ট্রী চিঠি গুরুদেবকে দিলে, তাতে একখানা দান-পত্র ছিল। ঢাকা থেকে, আমাদের একজন গুরুভাই, ত্রিশ্‌ হাজার টাকার একখানা বাড়ি গুরুদেবকে দান করেচেন, আর আনুষঙ্গিক খরচের জন্য পাঁচ হাজার টাকা গুরুদেবের নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েচেন !

নিতাই। ওহে, বিনোদ, তোমার নিজের ব্যাপার্‌টাই কি কম অদ্ভুত—মন্ত্র নেবার পরদিন কিনা টেলিগ্রাম এলো, তোমার চাক্‌রি হয়েচে !

বিনোদ। গুরুদেবের কৃপা !

নিতাই। এই যে, গুরুদেব আস্‌চেন।

(নিখিলানন্দের প্রবেশ। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।)

শিষ্যগণ। জয় গুরুদেবের জয়!

(নিখিলানন্দ মঞ্চের উপর বসিলেন। একে একে সকলে মোহর, নোট, ও টাকা দিয়া নিখিলানন্দকে প্রণাম করিলেন। প্রত্যেককে নিখিলানন্দের একটি করিয়া ফুল প্রদান। বিনোদের দ্বারা নিখিলানন্দের পদসেবা; নিতাইয়ের চামর-বিচরণ।)

নিখিল। আজ তোমাদের একটি সারগর্ভ তত্ত্ব-কথা বল্‌বো।

শিষ্যগণ। জয় গুরুদেবের জয়!

নিখিল। নিন্দা—গুরুজনের নিন্দা—নিন্দুক্‌কে মহাপাতক করে। তোমাদের কতবার বলেচি, বিদ্যার দ্বারা, রাশ্‌-রাশ্‌ বই পড়ে, অতি সূক্ষ্ম চুল-চিরে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে, কখনো সত্য পাওয়া যায় না। ওগুলো কেবল মনকে শীতকালের ধোঁয়ার মত আচ্ছন্ন করে রাখে, অল্প বাতাসে অদৃশ্য হয়! প্রত্যক্ষই হচ্চে মূল বস্তু। প্রত্যক্ষের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা সত্য ও চিরস্থায়ী। আমি বরাবরই তোমাদের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের পথে নিয়ে চলেচি। নিন্দুকের অবস্থা, যা-কি তোমরা আমার সাহায্যে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌বে, তার বর্ণনা কর্‌চি।

শিষ্যগণ। জয় গুরুদেবের জয়!

নিখিল। স্বর্গ হতে বহুদূরে—স্বর্গের আলো সেখানে পৌঁছুতে পারে না, এতদূরে—নরককুণ্ডের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, একটা বিস্তৃত দেশ আছে, তাকে কেহ-কেহ নরকাসুরের দেশ বলে। সে দেশে কোটি-কোটি লোক থাকে। দেখ্‌তে তারা বেশ্‌ সুপুরুষ, বেশ-ভূষাও তাদের চমৎকার। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, তারা খুব

সুখে দিন কাটাচ্চে, কিন্তু কাছে গেলেই সে ভ্রম দূর হয়। তখন দেখা যায়, তাদের অন্য সব ক্ষমতা আছে, নাই কেবল কথা কইবার ক্ষমতা, কারণ, তারা জিহ্বার অপব্যবহার করেচে, গুরুজনের নিন্দা করে দিন কাটিয়েচে, তাই তাদের বাক্‌শক্তি লোপ পেয়েচে! নিন্দার গুরুত্ব হিসাবে, নির্দ্দিষ্ট কাল সেখানে আবদ্ধ হয়ে থাক্‌তে হয়। কেহ-কেহ সেখানে এক হাজার বছর আটক্‌ থাকে!

নিতাই। গুরু-নিন্দার খুব লঘু সাজাই বল্‌তে হবে!

নিখিল। ঠিক ঐ দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আর একটি দেশ আছে, সে দেশটা আরও বড। সেখানে এত লোক থাকে, তাদের গুণে শেষ করা যায় না। সে দেশের লোকেরাও দেখ্‌তে সুন্দর, বেশভূষারও পারিপাট্য আছে, কিন্তু তারা সকলেই বধির—কাণে শুন্‌তে পায় না। জীবনে তারা প্রতিবাদ না করে, গুরুজনের নিন্দা শ্রবণ করেচে, তাই তাদের নির্দ্দিষ্ট কাল বধির হয়ে থাক্‌তে হয়।

রমেশ। তাদের পক্ষে খুবই লঘু সাজা!

নিখিল। নিশ্চয়ই তোমরা সরল-ভাবে বুঝ্‌তে পেরেচো, নিন্দুক্‌দের কিরূপ ভাবে কাল্‌ কাটাতে হয়। আজ তত্ত্বালোচনার শেষ এখানেই করা যাক্‌, দীক্ষা দেবার সময় হয়ে এলো।

মোহন। (দাঁড়াইয়া, কর-জোড়ে) গুরুদেব, এ দাসের একটি প্রার্থনা আছে—

নিখিল। (হাসিয়া) উৎসবের কথা বল্‌তে ইচ্ছা কর?

মোহন। অন্তর্য্যামী ভগবান্‌, তাই বল্‌তে ইচ্ছা করি—

শিষ্যগণ। জয় গুরুদেবের জয়!

মোহন। সম্মুখে গুরু-পূর্ণিমা, আমার নিবেদন, এবছরের উৎসব যেন এ দীনের কুটিরে সম্পন্ন হয়।

নিখিল। তাই হবে।

শিষ্যগণ। মোহন কি ভাগ্যবান্! জয় গুরুদেবের জয়!

তৃতীয় দৃশ্য

মোহনলালের গৃহ।

মোহনলাল ও রমেশ।

মোহন। দীক্ষা-কাজ শেষ হতে কত সময় লাগ্‌লো?

রমেশ। প্রায় সন্ধ্যা। নানান্ রকমের অনুষ্ঠান, তাতে দীক্ষিত হলেন অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ—সময় লাগ্‌বারই কথা।

মোহন। গুরুদক্ষিণার সময়ে উপস্থিত ছিলে?

রমেশ। ছিলাম বৈকি।

মোহন। সতীনবাবু কি দিলেন?

রমেশ। সতীনবাবু একশত একখানা, সতীনবাবুর স্ত্রীও একশত একখানা মোহর দিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম কর্‌লেন।

মোহন। মান্দ্রাজি ভদ্রলোকের নাম তো সুব্রমনিয়া?

রমেশ। হ্যাঁ।

মোহন। তিনি কি দিয়ে প্রণাম কর্‌লেন?

রমেশ। সকলের চেয়ে তিনিই বেশি দিয়েচেন। একটি হীরের আঙটি দিয়ে তিনি প্রণাম কর্‌লেন—হীরে খানার দাম পাঁচ হাজার টাকার কম নয়, দু'এক জনের মতে আট্ হাজার টাকা হতে পারে।

মোহন। তাঁর কৃতজ্ঞ হবার খুবই কারণ আছে। দীক্ষা নেবার আগেই তিনি গুরুদেবের অনুগ্রহ লাভ করেচেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে গুরুদেবের কৃপায় মৃত্যুমুখ হতে ফিরে এসেচে। গুরুদেবের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! সে ছেলেকে কখনো দেখেন-নি, ছিলও বহুদূরে,

মিনিট্-খানেক্ মাত্র চোখ বুঁজে থেকে বল্লেন, টেলিগ্রামে খবর আনাও, কেমন আছে। সঙ্গে সঙ্গে কিনা খবর এলো, সেরে উঠ্‌চে!

রমেশ। দেখ ভাই মোহন, আমাদের গুরুদেবের কত অদ্ভুত ক্ষমতা, যেন সাক্ষাৎ ভগবান! তাঁর শিষ্যও অনেক, সকলেই সঙ্গতিপন্ন, তাঁকে আর আমাদের মত লোকের সামান্য বাড়িতে রাখা একেবারেই মানায় না। গুরুদেবের পূজার জন্য একটি মন্দির স্থাপন করে, তার সংলগ্ন শিষ্য ও আগন্তুকদের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করে, আমাদের সম্প্রদায়কে পরিপুষ্ট করে তোলার খুবই প্রয়োজন হয়েচে। তুমি কি বল?

মোহন। তোমার সঙ্গে আমার মতের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমারও মনে হয়, যেন আমরা ছোড়ভঙ্গ হয়ে রয়েচি। সকলকে একত্র করে, গুরুদেবের যোগ্য একটি বড় প্রতিষ্ঠান কর্‌তে পার্‌লে, আমাদের প্রভাব ও খ্যাতি দিন্-দিন নিশ্চয়ই বাড়বে।

রমেশ। আমাদের চেয়ে কত ছোট সম্প্রদায়, কত অল্প সময়ের ভেতর নাম করে ফেল্লে—দেখ্‌তে-দেখ্‌তে প্রতিষ্ঠাতারা অবতারের শ্রেণীভুক্ত হলো, তাদের ছবি, উৎসবের কথা, পাঁজীতে ছাপান হলো, ঐসব উৎসব হিন্দুদের নিত্য-নৈমিত্তিক পরবের সামিল হয়ে গেল—আর আমাদের সম্প্রদায়ের কথা কিনা দলের বাইরে কেউ জানে না! তবুও নিতাই দাদার চেষ্টায় আজ্‌কাল খবর-কাগজে মাঝে-মাঝে আমাদের কথা বেরিয়ে থাকে—মাঝে-মাঝে দু'একজন শিক্ষিত লোক্‌কে আমাদের খবর্ নিতে দেখ্‌তে পাই।

মোহন। ওহে ভাই, একালে প্রচারই হচ্চে খ্যাতির প্রাণ! কোথায় একটা দূর স্থানে অশ্বত্থ গাছের তলায়, একটা সামান্য ব্যাপার্ ঘট্‌লো, দৈবক্রমে স্থানটা হলো কল্‌কাতার একখানা দৈনিক কাগজের

সম্পাদকের মামার বাড়ির গ্রামে ! অম্‌নি, দিনের পর দিন, বড়-বড় অক্ষরে খবর-কাগজে তার বৃত্তান্ত বেরুতে লাগ্‌লো, তার-পর মাস কতক না যেতে, হুড়্‌ হুড়্‌ করে আত্ম্‌গুবিপ্রিয় লোকের স্রোত ছুট্‌তে লাগ্‌লো ঐ গ্রামের দিকে। চাঁদা উঠ্‌লো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুন্দর একখানা দোতালা বাড়ি তৈরী হলো, দোকানী-পসারীরা জড় হতে লাগ্‌লো—বছর কয়েক সেখানে এখন একটা বড় রকমের বাৎসরিক মেলা বস্‌চে !

রমেশ। সব বুঝ্‌লাম, আমাদের উদ্দেশ্যটা যেন কথার আলোচ-নায় শেষ না হয় ! আজ কথাটা একবার গুরুদেবের সুমুখে তুল্‌তে হবে। শিষ্যরা অনেক এসেচে। তুমি জান, আমার যা' কিছু আর্থিক স্বচ্ছন্দতা সবই গুরুদেবের কৃপায়, আমি এ প্রতিষ্ঠানের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌বো। তোমার সব প্রস্তুত হলো ?

মোহন। হ্যাঁ, হয়েচে। আমার পূজোর-ঘরে—যেখানে নারায়ণ ও কুলদেবতা থাকেন, সেখানেই গুরুপূজোর আয়োজন করেচি—চল, দেখ্‌বে চল।

(পট পরিবর্ত্তন)

বড় একটি কক্ষ ; পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বসিবার পৃথক স্থান ;
একধারে একটি উচ্চ বেদি ; কিছুদূরে ছোট একটি
বেদির উপর কয়েকটি বিগ্রহ ; পূজার
বিবিধ উপকরণ সাজান রহিয়াছে।
চঞ্চলা ও বিভার প্রবেশ।

চঞ্চলা। (রমেশকে দেখিয়া অল্প ঘোম্‌টা টানিয়া দিলেন) বিভা, গুরুদেবের পিক্‌দানীটে এনেচিস্‌ ?

বিভা। ঐ যে বেদির কাছে রেখেচি, মা।

চঞ্চলা। ও আমার কপাল! ওটা যে পুরনো পেতলের পিক্‌দানী! আজ্‌কের কাজের জন্য রূপোর নূতন পিক্‌দানী এনেচেন, সেইটে নিয়ে আয়, মা।

[বিভার প্রস্থান।

মোহন। (রমেশকে সম্বোধন করিয়া) একটা কথা তোমাকে জিগ্‌গেস্ করি—বিগ্রহদের বেদির চেয়ে গুরুদেবের বেদি অনেক বড় ও উঁচু হয়েচে, তাতে কি কোন দোষের কারণ হবে?

রমেশ। দোষের আবার কারণ কি? নারায়ণ বল, যে কোন দেব-দেবী বল, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হলো গুরুদেবের কৃপায়। তাঁদের সম্বন্ধে আমরা যা' কিছু ধারণা করেচি, তা' কাণে শুনে, আর গুরুদেব, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হচ্চে প্রত্যক্ষ! তিনি আমাদের একমাত্র কাণ্ডারী, তাঁকে সর্ব্বোচ্চে স্থাপন দোষের কথা তো হতেই পারে না—সর্ব্বতোভাবে উচিত।

পিক্‌দানী, পানের ডিবে ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া

বিভার প্রবেশ।

বিভা। এই যে মা পিক্‌দানী, পানের ডিবে—সুর্‌তির কৌটও এনেচি।

চঞ্চলা। বেদির একধারে রেখে আয়, মা।

রমেশ। সাজান তোমার সুন্দর হয়েচে, গুরুদেব খুবই সন্তুষ্ট হবেন। তাঁর আস্‌বার আর বিলম্ব নাই—

(দূরে মোটর হর্ণের শব্দ)

মোহন। ঐ যে তিনি আস্‌চেন—চল যাই, আমরা তাঁকে নিয়ে আসি।

[মোহন ও রমেশের প্রস্থান।

(কয়েকজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ ও তাদের বসিবার স্থানে উপবেশন। নিখিলান্দকে লইয়া মোহনের প্রবেশ। পশ্চাতে, নিতাই, রমেশ, বিনোদ, সতীন, সুব্রমনিয়া প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ। নিখিলানন্দের বেদিতে উপবেশন।)

শিষ্যগণ। (দাঁড়াইয়া) জয় গুরুদেবের জয় !

মোহন। (করজোড়ে নিখিলান্দকে সম্বোধন করিয়া) আজ্‌কের শুভ-কাজ আরম্ভ কর্‌বার অনুমতি প্রার্থনা কর্‌চি।

নিখিল। (হাস্যবদনে) কর্‌তে পার।

শিষ্যগণ। (গীত)

এ ভব সাগর পারে,
অবাধে যাবার তরে,
বল মন ভক্তি ভরে,
　জয়-গুরু জয়-গুরু।
পতিত উদ্ধার করে,
শোক-তাপ সদা হরে,
নিয়ে যায় কর ধরে,
　জয়-গুরু জয়-গুরু।

গানের পর, মোহনের দ্বারা নিখিলানন্দের পূজা ; পূজার পর, মোহনের কন্যা বিভার দীপাধার হাতে নৃত্য ; শেষে, শিষ্যগণের মোহর, নোট, টাকা দিয়া নিখিলানন্দকে প্রণাম।

রমেশ। আজ এই শুভ-বাসরে, গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে, আমি একটি প্রস্তাব আপনাদের নিকট উত্থাপন কর্‌তে ইচ্ছা করি।

নিতাই। কি প্রস্তাব ?

রমেশ। অশেষ-গুণসম্পন্ন, সাক্ষাৎ ভগবান, আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা শ্রীগুরুর পূজা, আমরা এ পর্য্যন্ত অতি দীনভাবে,

সামান্য বাস-ভবনে, সম্পন্ন করে আসৃচি। সেজন্য গুরুদেবের খুবই অগৌরব করা হচ্চে, আমরাও অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে আছি। আমাদের এই কলঙ্ক মোচন কর্‌বার্ জন্য, আমি প্রস্তাব কর্‌তে চাই যে, যেন আগামী গুরু পূর্ণিমার উৎসব, উপযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করে, আমরা সম্পন্ন করি। আমি করজোড়ে সব গুরুভাইদের নিকট প্রার্থনা কর্‌চি, তাঁরা যেন এই মহৎ কাজে যথাসাধ্য সাহায্যদান করেন। আমি এই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দেবো অঙ্গীকার কর্‌চি।

সতীন। মন্দির নির্ম্মাণের জন্য কত ব্যয়ের প্রয়োজন ?

রমেশ। মন্দির ও তার সংলগ্ন অন্যান্য প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য অন্যূন আড়াই লক্ষ টাকা দরকার।

সুব্র। আমি ঐ ব্যয়ের অর্দ্ধেক ভার গ্রহণ কর্‌তে প্রতিশ্রুত হলাম।

সতীন। আমি সমস্ত খরচের এক চতুর্থাংশ গুরুদেবের পদপ্রান্তে নিবেদন কর্‌তে ইচ্ছা করি।

রমেশ। বাকি এক চতুর্থাংশের জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। (হাস্য-বদনে) গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে যে এত শীঘ্র আমার এই প্রস্তাব আপনারা এরূপ উদারভাবে গ্রহণ কর্‌বেন, আমি আশা করিনি।

শিষ্যগণ। জয় গুরুদেবের জয় !

নিখিল। তোমাদের ভক্তি আদর্শ-স্থানীয়। আমি অত্যন্ত প্রীত হয়ে তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর্‌বার ভার্ গ্রহণ কর্‌লাম।

শিষ্যগণ। জয় গুরুদেবের জয় !

রমেশ। এইবার আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়, ভুবন-বিখ্যাত হয়ে অসংখ্য নর-নারীর কল্যাণ-সাধন কর্‌বে।

শিষ্যগণ। জয় গুরুদেবের জয় !

চতুর্থ দৃশ্য

যোগানন্দের গৃহ।

সর্ব্বানন্দ, মহানন্দ, নিত্যানন্দ ও যোগানন্দ আসীন।

সর্ব্বানন্দ। নিত্যানন্দ, গত মাসের নিউ-ইয়র্ক-টাইম্‌সে আমাদের সম্বন্ধে কি বেরিয়েচে, জান?

নিত্যানন্দ। কি করে জান্‌বো? আমি অনেক দিন পাহাড়ে কাটিয়ে, সবে কাল এসে তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েচি।

যোগানন্দ। অতি উঁচুদরের মন্তব্য—পড়্‌বার ও শোনাবার মত জিনিষ!

সর্ব্বানন্দ। আমার বন্ধু ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ সাহেব, সিকাগোয় যাঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলাম, তিনি নিউ-ইয়র্ক-টাইম্‌স্‌ কাগজের এক টুক্‌রো কেটে পাঠিয়ে দিয়েচেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, আসল টুক্‌রো খানা তোমাকে দেখাতে পার্‌লাম না, সেখানা দৈনিক কাগজে ছাপ্‌বার জন্য কাল কল্‌কাতার অফিসে পাঠিয়ে দিয়েচি। তার মর্ম্ম এই, হিন্দু-ধর্ম্ম, বিশেষ করে ভারতে প্রচলিত প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে, সর্ব্বানন্দ মহারাজ্‌ সেদিন এরূপ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেচেন, মুগ্ধ না হয়ে থাক্‌তে পারা যায় না। পারমার্থিক জগতে, এমেরিকাবাসীদের জন্য এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হয়েচে!

যোগানন্দ। একেই বলে সহানুভূতির সহিত বোঝা, আর মন খুলে প্রশংসা করা! কতটা বল তো উৎসাহ হয়? দেশ বলি এমেরিকাকে! ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারক এসেচেন প্রকাশ করা হলো, অম্‌নি তাঁর গেরুয়াবসন-পরা পাগ্‌ড়ি-মাথায়-দেওয়া ছবি, বিজ্ঞাপনের সঙ্গে বেরুলো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হল্‌ঘরের প্রবেশের সব টিকিট

বিক্রী হয়ে গেল, খরচ-খরচা বাদে খুব কমে বিশ্ হাজার টাকা পাওয়া গেল! দিন কতক্ পরে এলো কুড়ি-পঁচিশ্খানা চিঠি, ধনী রমণী ও পুরুষদের কাছ থেকে—তাদের পারমার্থিক সমস্যা মীমাংসা কর্বার্ জন্য—যাঁদের ভেতর অন্ততঃ দু-চার্ জন্কে শিষ্যরূপে পাওয়া যায়!

নিত্যানন্দ। ইংলণ্ডে কিন্তু তেমন ভাল শ্রোতা পাওয়া যায় না।

সর্ব্বানন্দ। কি জান, নিত্যানন্দ, ইংলণ্ডের লোকেরা আমাদের ভিন্ন চোখে দেখে। তাদের কাছে আমরা হলাম্ বিজীত জাতি, আর তারা হলো কিনা বিজেতা জাতি! পুরাতন কাল থেকে, ইতিহাস অন্বেষণ করে দেখ, কখনই দেখ্বে না, বিজেতা জাতি ঝাঁ করে স্বীকার করেচে, বিজীত জাতির কাছে শেখ্বার কিছু আছে।

নিত্যানন্দ। কেন—কেন—রোম গ্রীস্কে পরাজয় করে, চিন্তা-জগতে অবশেষে গ্রীসের অধীন হয়েছিলো!

যোগানন্দ। সেটা সত্যযুগের কথা! তা'ছাড়া, গ্রীকের চাম্ড়াটা হচ্চে ঠিক রোমানের মত কটা—যাদের সঙ্গে আদান-প্রদান স্বীকার করা চলে! আমাদের এই কাল বরণই যে যত গোলের কারণ!

সর্ব্বানন্দ। যা'ক্, ওকথার অধিক আলোচনায় কি ফল। এখন যে জন্য আমরা এসেচি, তার কতদূর কি সম্ভব বল তো? বাঙ্গালার বাইরে কিছু প্রচার কাজের সুবিধা হয়েচে, কিন্তু বাঙ্গালার ভেতরে—নিজের দেশে—তেমন কিছু তো সুবিধা কর্তে পারা যাচ্চে না? এ নগরে কি আমাদের একটা শাখা-সমিতি চল্তে পারে? যোগানন্দ, তোমার মত কি—তুমি তো এখান্কার সকল্কে চেনো?

যোগানন্দ। সর্ব্বানন্দ মহারাজ, এ স্থান হচ্চে নিখিলানন্দ সম্প্রদায়ের রাজধানী—এখানে কি তেমন সুবিধা কর্তে পারা যাবে?

সর্ব্বানন্দ। ওহে যোগানন্দ, নিখিলানন্দের দল্ হলো ভার্ণাকুলার

দল্—তাদের ভেতর একজনও নাই, যে কি আমাদের মত ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে কিংবা তর্ক চালাতে পারে—তাদের আমি খুব চিনি।

যোগানন্দ। তাদের নূতন খবর কিছু শুনেচেন ?

সর্ব্বানন্দ। কই, না—তবে নিখিলানন্দ এখন এখানে আছে, শুনেচি।

যোগানন্দ। সে দিন তাদের গুরুপূর্ণিমার উৎসবে স্থির হয়েচে, নিখিলানন্দের বাৎসরিক উৎসব, আগামী বছর থেকে, নূতন মন্দির প্রস্তুত করে সম্পন্ন হবে। মন্দির তৈরী কর্‌বার্ জন্য চাঁদা, সেইদিনই দু'লাখের ওপর উঠেচে !

সর্ব্বানন্দ। বল কি হে, এত টাকা দিলে কারা ?

যোগানন্দ। একজন মান্দ্রাজীই সওয়া-লাখ্ টাকা দিয়েছে—

সর্ব্বানন্দ। (ব্যস্তভাবে) তার নাম-ঠিকানা জানা আছে ? দাও তো, নিত্যানন্দ, আমার নোট্ বই খানা।

যোগানন্দ। নাম সঙ্ক্ষেপে জানি সুব্রমনিয়া, পরে ঠিকানা সংগ্রহ করে দেবো। একজন বাঙ্গালী জমিদার সত্তর হাজার টাকা দেবে স্বীকার করেচে।

সর্ব্বানন্দ। বাঙ্গালী জমিদার ! তার নাম কি ? আমাদের কাছে না এসে যে নিখিলানন্দের দলে গেলো ?

যোগানন্দ। তাকে আপনি বেশ জানেন, সে মানকুণ্ডুর সতীন্ জমিদার। তাকে আমরা একবার বাৎসরিক উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, কেবল দশ্‌টি টাকা পাঠিয়েছিলো !

সর্ব্বানন্দ। তাই তো যোগানন্দ, আমাদের প্রচারের কাজটা কিছু জোরে চালাতে হবে।

যোগানন্দ। খালি কথা চালিয়ে প্রচার করে, আমাদের দেশে বড়

ফল হবে না। যে সব্ কথা নিয়ে আমরা নাড়া-চাড়া করি, হিন্দুর দেশে, সাধারণ লোক্‌দের তা' কিছু-না-কিছু' জানা আছে। কিছু ক্ষমতা প্রকাশ করা চাই!

সর্ব্বানন্দ। সে কি রকম?

যোগানন্দ। রোগ ভাল কর্‌তে পারা চাই, চাক্‌রি পাইয়ে দেওয়া চাই, মনের কথা ঝাঁ করে বলা চাই, ম্যেজিক্ দেখিয়ে মাঝে-মাঝে খালি পকেটের ভেতর থেকে নোট বার্ কর্‌তে পার্‌লে আরও ভাল হয়!

সর্ব্বানন্দ। কথাগুলো একটু পরিষ্কার করেই বল-না।

যোগানন্দ। যে মন্দ্রাজী সওয়া-লাখ্ টাকা দেবে বলেচে, তার একমাত্র ছেলে নিখিলানন্দের আশীর্ব্বাদের জোরে বেঁচে উঠেচে! দলের একজন পাণ্ডার মন্ত্র নেবার পর্‌দিনই বড় চাক্‌রি হয়েছিলো!

সর্ব্বানন্দ। কেন, আমরাও জন-কয়েক শিষ্যকে রোগমুক্ত করেচি, জন-কয়েক লোকও আমাদের শিষ্য হবার পর বড় চাক্‌রি পেয়েচে।

যোগানন্দ। সর্ব্বানন্দ মহারাজ্, এই পড়্‌তা বলে একটা জিনিষ আছে, বোধ হয় আপনি স্বীকার করেন। সব্ ব্যাপারের একটা মর্‌সুম্—ভাল সময় আসে। নিখিলানন্দের এখন পড়্‌তা জোর্ চলেচে। পড়্‌তা চল্‌লে, রোগও সারে, চাক্‌রিও জোটে, সবই ভালর দিকে যায়। আর যখন পড়্‌তা খারাপ যায়, দু'মণ ঘি পুড়িয়ে সামান্য অসুখ সারান যায় না, কিংবা জোর্ আশীর্ব্বাদ করে দশ টাকা মাইনেরও একটা চাক্‌রি হয় না! এই কবচ বিলোনোর তত্ত্বটা কিছু আলোচনা করে দেখেচেন কি?

সর্ব্বানন্দ। (হাসিয়া) তুমি দেখ্‌চি সব্ বিষয়েরই সংবাদ রাখো!

যোগানন্দ। ছোপান কাপড় ধর্‌বার্ আগে অনেক কিছুর সংবাদ

রাখ্‌তাম! এই কবচ বিক্রী করে চলে যান—পাইকিরি দরে খুবই সুবিধা করে দিন না কেন—দেখে নেবেন, শত্‌করা বিশ্‌টা স্থলে উপকার হয়েচে! বিধির এই "শত্‌করার হার" নিয়ম বাঁধা আছে, কবচ-ধারণ করা হোক্‌ আর না হোক্‌—শত্‌করা বিশ্‌টা ভালর দিকে যাবেই যাবে! তেম্‌নি, চোখ বুঁজে, আশীর্ব্বাদ করে চলে যান, বিধির "শত্‌-করার হার" নিয়মের গুণে, কতক স্থানে আশীর্ব্বাদ ফল্‌বেই ফল্‌বে! তারপর যাঁহাতক্‌ উপকার হওয়া, কবচের কিংবা আশীর্ব্বাদের জোরে হয়েচে দাবি করে, সার্টিফিকেট্‌ জোগাড় কর্‌তে লাগুন্‌। অল্পসময়ের ভেতর, একশত পৃষ্ঠার সার্টিফিকেটের বই, সোনার জল দিয়ে বাঁধাতে পার্‌বেন! তখন পসার আর আটকায় কার সাধ্য?

সর্ব্বানন্দ। তোমার মাথাটা দেখ্‌চি খুব পরিষ্কার, যে কোন বিষয়ের ব্যবহারিক্‌ দিক্‌টা শীগ্‌গীর ধর্‌তে পার।

যোগানন্দ। তবুও একটা চরম উপায়ের কথা বলিনি। আমরা হলাম্‌ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক, সিংহবাহিনী মায়ের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধ আছে কিংবা কথাবার্ত্তা চলে থাকে, দাবি করা যায় না! আমাদের সোজা সম্পর্ক বৈকুণ্ঠধামের সঙ্গে। আমাদের জন কয়েকের সেখানে যাওয়া-আসা আছে, কথাটা প্রকাশ হলে মন্দ হয় না!

সর্ব্বানন্দ। সেটা কিছু কল্পনার কথা নয়, আমাদের মধ্যে যাঁদের ভক্তি সুগভীর হয়, তাঁরা মাঝে-মাঝে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করে থাকেন—ভক্তির ডোরে তিনি সদাই বাঁধা। সে আলোচনা পরে হবে, যে কথা তুলেচি, সে সম্বন্ধে তোমার একটা পাকা পরামর্শ চাই—আমাদের কি এখান থেকে ব্যর্থ হয়ে কল্‌কাতায় ফিরে যেতে হবে?

যোগানন্দ। যতদুর সংবাদ রাখি, একবার তারাপদর সঙ্গে দেখা কর্‌লে মন্দ হয় না। সে বাপের অনেক টাকা, বিষয়-সম্পত্তি পেয়েচে,

বয়স অল্প, লোকও বেশ্ হাত-খোলা। এবছর পূজোর বলি তুলে দিয়ে, তার বদলে, গরীব-দুঃখীদের অন্ন-বস্ত্র দান করেচে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার! সে যদি আমাদের সাহায্য করে, এখানে শাখা-সমিতি খোলা বেশ্ চল্‌বে।

সর্ব্বানন্দ। বল কি হে, তার নাম আগে তো কর-নি?

মহানন্দ। যোগানন্দ, তুমি কি সেই তারাপদর কথা বল্‌চো, যে প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন ভাল ছেলে ছিল, এম্‌-এতে স্বর্ণপদক পেয়েচে?

যোগানন্দ। অত বেশি খবর রাখিনে, তবে সে খুব লেখা-পড়া জানে, তার বাপের নাম কালীপদ।

মহানন্দ। তবে সেই তারাপদ। আমি তাকে বেশ্ জানি, তার সঙ্গে কিছুদিন পড়েছিলাম। সর্ব্বানন্দ মহারাজ্, সেখানে বড় কিছু ফল হবে না।

সর্ব্বানন্দ। কেন?

মহানন্দ। সে মস্ত পণ্ডিত, সেখানে দন্তস্ফুট করা চল্‌বে না। তার চিন্তার ধরণ অসাধারণ, কথার চটকে সে ভোলবার নয়। নিখিলানন্দ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে দলে টান্‌তে খুব চেষ্টা কর্‌চে, কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

সর্ব্বানন্দ। ঢের্ ঢের্ পণ্ডিত দেখেচি—দর্শনের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বেরিয়ে, পৈতে ছিঁড়ে ব্রাহ্ম হয়েচে, তারপর সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গুণে মুগ্ধ হয়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিবারাত্রি সেবা করে জীবন চরিতার্থ করেচে! বিদেশী নাস্তিক শিক্ষার ফলে, প্রথমটা সকলের অবস্থা ওরকম হয়ে থাকে, তারপর জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য হলে, হিন্দুর ছেলে হিন্দু থেকেই দিন কাটায়!

মহানন্দ। সর্ব্বানন্দ মহারাজ, তারাপদ কেবল বিদেশী দর্শনের চর্চ্চা করে সময় কাটায়-নি, সে আমাদের দর্শনের আলোচনাও গভীর-ভাবে করেচে। সে কেবল পণ্ডিত নয়, যে কি বচনের পর বচন উদ্গার করে লোক্‌কে অভিভূত কর্‌তে চেষ্টা করে, সে একজন চিন্তাশীল জ্ঞানী লোক।

সর্ব্বানন্দ। তবে তো কাজ অনেকটা এগিয়ে রয়েচে—জমি প্রস্তুত, বীজ বপন কর্‌লেই হলো! তার কি দীক্ষা হয়েচে?

মহানন্দ। সে দীক্ষা নেবার লোক নয়, অপরকে তার মতাবলম্বী কর্‌বার্ জন্য ব্যগ্র।

সর্ব্বানন্দ। যে দীক্ষা নেয়-নি, সে হিন্দু-ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখে না। একবার তার কাছে আমাদের আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব উন্মুক্ত কর্‌লে, তার জ্ঞান-চক্ষু খুল্‌বে, তখন সে রহস্য-সমাকুল তত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে ভাবযোগীর পন্থা অবলম্বন কর্‌বে।

মহানন্দ। আমি আর অধিক বলে আপনাকে নিরুৎসাহ কর্‌তে চাই না, আপনি তার সঙ্গে আলাপ কর্‌লে আমার কথার মর্ম্ম বুঝতে পার্‌বেন।

সর্ব্বানন্দ। আচ্ছা, তারই ব্যবস্থা কর্‌চি। যোগানন্দ, তুমি যাও, তারাপদর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বল, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বার্ জন্য কাল সকালে তার ভবনে উপস্থিত হবো। নগর-কীর্ত্তনেরও ব্যবস্থা কর।

যোগানন্দ। যেরূপ আদেশ কর্‌চেন্, তাই কর্‌বো।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজপথ।

কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বানন্দ সম্প্রদায়ের প্রবেশ ; সঙ্গে নাগরিকগণ।

(কীর্ত্তন)

ভাবে বিভোর গোরা, বহে নয়নে ধারা,
ডাকি কহে সে কাতরে :
কে পাপী-তাপী তোরা, ছুটে আয় গো ত্বরা,
প্রেম নে' হৃদয়-ভরে।
ভকতি-মাতোয়ারা, যারা আপন-হারা,
চির-বাঁধা স্নেহ-ডোরে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

তারাপদর বৈঠকখানা।

তারাপদ ও ভূপতি।

ভূপ। ঐ যে দূরে কীর্ত্তন শুন্‌চো—সর্ব্বানন্দ মহারাজ্‌ আস্‌চেন। তুমি নিশ্চয় তাঁর নাম শুনেচো ?

তারা। তুমি আমাকে এত ভাল জেনেও ঐ কথা জিগ্‌গেস্‌ কর্‌চো ? আমি একালের প্রচারকদের কোনো সংবাদ রাখি না।

ভূপ। সর্ব্বানন্দ এমেরিকায় হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচার করে খুব খ্যাতি লাভ করেচেন—কয়েক খানা বইও লিখেচেন।

যোগানন্দের প্রবেশ।

যোগানন্দ। মহারাজ্‌ সর্ব্বানন্দ আস্‌চেন।

তারা। চলুন্‌, তাঁকে নিয়ে আসি।

[যোগানন্দের সঙ্গে তারাপদর প্রস্থান।

ভূপ। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারকের সঙ্গে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন তারাপদর কথোপকথন একটা উপভোগ কর্‌বার জিনিষ হবে।

(সর্ব্বানন্দ, মহানন্দ, নিত্যানন্দ ও যোগানন্দকে লইয়া তারাপদর প্রবেশ)

তারা। আপনাদের আগমনে কৃতার্থ হলাম। এ নগরে এসেচেন, জান্‌তে পারিনি। কষ্ট করে না এসে, সংবাদ দিলে, আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে নিশ্চয় যেতাম। আশা করি কোন বিষয়ে অসুবিধা হচ্চে না। যদি হয়, জান্‌তে পার্‌লে যথাসাধ্য মোচন করতে চেষ্টা কর্‌বো।

সর্ব্বানন্দ। তোমার সৌজন্য-প্রকাশে খুবই প্রীত হলাম। আশীর্ব্বাদ কর্‌চি, গোলকবিহারী হরি ও তাঁর অখণ্ড অবতার চৈতন্য দেবের কৃপায়, দিন্‌-দিন্‌ তোমার বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য বাড়ুক্‌। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম, তোমার মত কৃতী সন্তানের নিকট অশেষ প্রকারে সাহায্যের আশা করে।

মহানন্দ। তুমি কি আমাকে চিন্‌তে পার্‌চো ?

তারা। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) ঐ বেশে তোমাকে ধরা শক্ত হতো, যদি না তুমি কথা কইতে—তুমি কি বরাহনগরের যোগেন ?

মহানন্দ। ঠিক্‌ চিনেচো। তুমি জান, আমি কিরূপ সংশয়দগ্ধচিত্তে প্রথম জীবন কাটিয়েচি। অবশেষে, সর্ব্বানন্দ মহারাজের সংশ্রবে এসে, তাঁর গুরুদেবের কৃপায়, আমার সমস্ত সংশয় মোচন হয়েচে, জীবনে শান্তি পেয়েচি।

তারা। দেখ্‌চি, তুমি ভাগ্যবান্‌। যে সংশয়শূন্য-চিত্তে জীবন কাটায়, শান্তিলাভ করে, সে যথার্থই ভাগ্যবান।

সর্ব্বানন্দ। সকলেই ঐরূপ সংশয়শূন্য হয়ে জীবনে শান্তি লাভ কর্‌তে পারে। আন্তরিক ইচ্ছা, পিপাসা থাক্‌লে, ইচ্ছা পূর্ণ হয়, পিপাসা মেটে।

তারা। আমি এক সময়ে আপনাদের প্রেমধর্ম্ম দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলাম। প্রেমশক্তির নিকট অন্য সব শক্তি তুচ্ছ বোধ হয়। আমার ধারণা, প্রেমই আদিশক্তি, কিন্তু তার প্রচলিত অভিব্যক্তি আমি গ্রহণ কর্‌তে পারি-নি।

সর্ব্বানন্দ। সব্ পাপ অপেক্ষা সংশয় হচ্চে মহাপাপ। একমাত্র গুরুর কৃপা ভিন্ন সংশয় মোচন হয় না কিংবা পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

তারা। (ঈষৎ হাসিয়া) পাপের কল্পনাই যে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌চি না!

সর্ব্বানন্দ। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! পাপরাশির মধ্যে পৃথিবী ডুবে রয়েচে—যে দিকে চেয়ে দেখ, দেখ্‌বে মানুষ দিবারাত্রি পাপে মগ্ন—সে পাপের তুমি কল্পনা কর্‌তে পার্‌চো না? সাধুতার কল্পনা করাই শক্ত! পাপের ভার যখন ধরণী সহ্য কর্‌তে পারে না, ধর্ম্মের অত্যন্ত গ্লানি হয়, তখন দুষ্টের দমন ও লোকশিক্ষার জন্য, ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। সব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, পথ প্রদর্শন করা, যা' অবলম্বন করে, লোকেরা পাপ হতে মুক্ত হতে পারে। পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্যই জগতে ধর্ম্মপ্রচারের প্রয়োজন।

তারা। যে জগতের স্রষ্টাকে মঙ্গলময় বলা হয়, যিনি জ্ঞানময় ও অসীম শক্তির অধিকারী, তাঁর সৃষ্টিতে এত পাপ কি করে ছড়ালো? তিনি এত পাপ বৃদ্ধি হতে দিলেন কেন? সৃষ্টিতে নিত্য পাপের স্রোত বয়ে তাঁর পুণ্যময় নামে কলঙ্ক লেপন করচে, সে পাপকে তিনি অঙ্কুরের অবস্থায় নাশ করেন-নি কেন, যার ভার অসহ্য হলে তিনি ধরণীতে অবতীর্ণ হন, আপনি বল্‌চেন? জানি, সব ধর্ম্মই পাপের একটা ভ্রান্ত কল্পনা গ্রহণ করে, তা' হতে মুক্ত হবার কাল্পনিক উপায়

উদ্ভাবন করে থাকে। ধর্ম্মবিশেষ আবার সৃষ্টির উপর দুটি বিভিন্ন শক্তির প্রভাব—একটি ঐশ্বরিক ও অপরটি শয়তান-পরিচালিত—কল্পনা করে, শয়তানের কবল হতে রক্ষা পাবার পথ প্রদর্শন করে থাকে! সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় স্রষ্টার বিরুদ্ধে মুহূর্ত্তের জন্যও কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্ট শক্তি দাঁড়াতে পারে, তা' যে কল্পনা কর্‌তেও পারা যায় না! এক নিঃশ্বাসে মঙ্গলময় স্রষ্টা ও পাপময় সৃষ্টি বলা কারোর পক্ষে সহজ হতে পারে, আমার পক্ষে খুবই কষ্ট-কল্পনা বোধ হয়।

সর্ব্বানন্দ। একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্চো—পৃথিবীতে যে পাপের প্রবাহ দেখ্‌তে পাও, তার সঙ্গে ভগবানের কোন সম্বন্ধ নাই, তা' হচ্চে মানুষের স্বকৃত পাপ, তার কর্ম্মফল। তিনি নির্ব্বিকার-চিত্তে অবস্থান করেন, মানুষ তার কর্ম্মের ফল, পাপের ফল, ভোগ করে থাকে। মানুষ স্বকৃত পাপ হ'তে উদ্ধার হয়, ভগবানের কৃপায়।

তারা। কর্ম্মফল নামে একটা অবাস্তব ও দূষিত কল্পনা যে আমাদের মজ্জাগত, খুব জানি। আরও জানি যে, যখন ইহলোকের অসংখ্য ঘটনা কর্ম্মফলের দ্বারা মীমাংসা করা যায় না, তখন একের অধিক পূর্ব্ব জন্মের উপর টান পড়ে! আমাদের সত্যগ্রহণ কর্‌বার্ পিপাসা অপেক্ষা কাল্পনিক চিন্তার আশ্রয় নেবার আগ্রহ অত্যন্ত অধিক। এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করেন্-নি কিংবা কর্‌বেন না, যিনি দশ্-বিশ্ জন্মের সাহায্যে কর্ম্মফল তত্ত্বকে প্রবল কর্‌তে ইচ্ছুক প্রতিপক্ষকে হারাতে পারেন! একটা প্রশ্ন আপনাকে কর্‌তে পারি?

সর্ব্বানন্দ। তোমার সন্দেহ মেটাবার্ জন্য যত ইচ্ছা প্রশ্ন কর্‌তে পার, আমি খুব আহ্লাদের সহিত উত্তর দেবো।

তারা। আপনার মতে কার ইচ্ছায় এই বিরাট সৃষ্টি স্থাপন হয়েচে?

সর্ব্বানন্দ। নিশ্চয় একমাত্র ইচ্ছাময় ভগবানের ইচ্ছায়।

তারা। আমারও মত তাই, তবে কেন উভয়ের মধ্যে ধারণার এত প্রভেদ? যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। যে মুহূর্ত্তে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেচেন, সেই মুহূর্ত্তে বহুকালব্যাপী সৃষ্টির পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সমাপ্ত হয়েচে, সময়েতে প্রকাশ হওয়া যা' কিছু বাকি আছে। অতএব, স্রষ্টা সৃষ্টি করে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন, একথা কখনই সত্য নয়। স্রষ্টাই সৃষ্টির পরিচালক। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গাছের পাতাটিও নড়ে না। এই অতি সরল স্পষ্ট ব্যাপারের মধ্যে, কোথায় ভুল, ভ্রান্তি কিংবা পাপের যে স্থান আছে, বোঝা যায় না! যদি যাকে আপনারা পাপ বলে থাকেন, তা' যদি যথার্থ পাপ হয়, তা' হলে পাপের সৃষ্টিও নিশ্চয় তিনি করেচেন, পাপ তাঁরই অনুমোদিত!

সর্ব্বানন্দ। তুমি কি বল্‌তে চাও, মানুষের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই?

তারা। এখানেই আমাদের দর্শনের বিশেষত্ব প্রকাশ পায়, যে জন্য তা' সকল দেশের দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয়েচে। অন্যসব দেশের সৃষ্টিতত্ত্ব-মতে, স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে ব্যবধান এত বেশি, যা' কি কখনো পূরণ করা যায় না। কেবল আমাদের দেশের ঋষিদের মতে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন, এক ব্রহ্মই চেতন, অচেতন, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বর্ত্তমান রয়েচেন। বিদেশীয় তত্ত্ব-বিদ্যা মতে, জীবের স্বাধীনতা একেবারে সম্ভব নয়। কেবল আমাদের ঋষিদের মতে, মানুষ ঐরূপ স্বাধীন, যেরূপ স্বাধীন তার স্রষ্টা, ব্রহ্ম। স্বাধীনতা বল্লে অপনারা সাধারণতঃ যা বুঝে থাকেন, অর্থাৎ দুটি বিরোধী বিষয়ের মধ্যে বেছে নেবার ক্ষমতা মাত্র—এ সে অলীক, অবাস্তব

স্বাধীনতা নয়। এ স্বাধীনতা হচ্চে সেই স্বাধীনতা, যা' কি সৃষ্টির প্রথম অভিব্যক্তির সময়ে, স্রষ্টার ইচ্ছায় প্রকাশ পেয়েচে। সেই এক ইচ্ছা কোটি কোটি জীবের মধ্যে, ব্যক্তিগত ইচ্ছারূপে প্রকাশ হচ্চে—একই ব্রহ্ম, শক্তির দ্বারা বহুধা হয়ে, সৃষ্টিতে প্রকটিত হয়ে রয়েচেন। যাকে আপনারা বহু বলেন, তাহা আসলে বহু নয়, তাহা কেবল একের সম্পূরক, অর্থাৎ একের অপরিহার্য্য, অবিচ্ছেদ্য, অংশ। আমি বেশ জানি, যাঁরা দাস্যভাবের বশীভূত হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁরা এ ধারণা মনে স্থান দিতে পর্য্যন্ত সাহস করেন না! তাঁরা স্তব, স্তুতি, প্রার্থনা, কাকুতি-মিনতির একটা কাল্পনিক্ পথ অবলম্বন করে, জীবকে এরূপ হীন, ঘৃণ্য, করে তুলেচেন, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্যানুগত ধারণা কর্‌বার্ তাঁদের ক্ষমতা লোপ পেয়েচে। এক সময়ে, আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে, ইংরাজ আস্‌বার কিছু-কাল পরে, সাধরণের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মে অসন্তুষ্ট হয়ে, জন-কয়েক নব্য শিক্ষিত হিন্দু, একটি ছোট সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাঁরাও এই তত্ত্বের আস্বাদ গ্রহণ কর্‌তে পারেন-নি—তাঁদের সাহসে কুলিয়ে ওঠে-নি। তাঁরা বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার করেচেন বড়াই করে, সাধারণ হিন্দুদের খুবই টিট্‌কিরি দিয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁরাও সেই বহু-পুরাতন সেবা কল্পনার মধ্যে হাবু-ডুবু খেয়ে দিন কাটাচ্চেন।

সর্ব্বানন্দ। দেখ, তুমি তর্কের পথ অবলম্বন করে, আসল পথ হ'তে অনেক দূরে এসে পড়েচো। আমাদের নিগূঢ় তত্ত্বের মধ্যে, দীক্ষার দ্বারা একবার প্রবেশ লাভ কর্‌লে, অপরোক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে তোমার মনের সব সংশয় দূর হবে, জ্ঞানালোকের দ্বারা তোমার মন প্রশস্ত ও চিত্ত শান্ত হবে।

তারা। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি দৃঢ়ভাবে কিছু বল্‌তে বাধ্য হলাম। আমাদের এই রহস্য-সমাকুল দেশে, রহস্যের আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে, লোকেরা সত্যপথ অনেক কাল ত্যাগ করেচে। এই নব-জাগরণের দিনে, আবার যদি তাদের রহস্য-দ্বারা বিভ্রান্ত কর্‌তে চেষ্টা করা হয়, দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হবে। যাকে আপনি নিগূঢ় তত্ত্ব বলেন, তা' অবাস্তব, চিত্তবিকার, প্রহেলিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্য যতই চরম হোক্ না, দিবার আলোকের ন্যায় পরিস্ফুট, তা' কখনো দুর্ব্বোধ হয় না, তাকে কখনো গোপন করে রাখার দরকার হয় না। যারা জ্ঞানের আলোক সহ্য কর্‌তে পারে না, তারাই তমসাচ্ছন্ন নিগূঢ় পথ অবলম্বন করে—মনকে রহস্য সমাকুল করে—তৃপ্ত হয়।

সর্ব্বনন্দ। তুমি নিশ্চয়ই অধিকারী-ভেদ স্বীকার কর? অযোগ্য লোকের কাছে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে কোন ফল নাই, কেবল সত্যের অবমাননা করা হয়।

তারা। ঐ সারহীন যুক্তির দ্বারা বহুকাল ধরে রহস্যের পূজা চলেচে! চরম বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি—বহুকালের একনিষ্ঠ গবেষণার ফল—যা' কি সৃষ্টি-রহস্যের দ্বার দিন্ দিন্ অধিক উন্মুক্ত কর্‌চে, সেগুলিকে কেউ তো রহস্য-সমাকুল করে রাখতে চেষ্টা করে না, যদিও হাজারে এক জনেরও ঐ সত্য গ্রহণ কর্‌বার ক্ষমতা নাই? আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রচার হয়ে থাকে। সেখানে—জ্ঞানের প্রধান ক্ষেত্রে—অধিকারী ভেদের কথা ওঠে না, যত অধিকারী ভেদের কথা ওঠে, গোপনে, সহজে, স্বর্গে যাবার পথ প্রদর্শন কর্‌বার্ সময়ে? দেশে সত্য-প্রচারের জন্য আমিও কম উৎসুক নই, কিন্তু দেশ্‌কে পুনরায় অজ্ঞানান্ধ-কারে নিক্ষেপ কর্‌বার্ জন্য যারা চেষ্টা করে, তাদের সঙ্গে আমার সহানুভূতি নাই।

সর্ব্বানন্দ। তোমার সম্বন্ধে আমি একেবারে হতাশ হচ্চি না। আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হবার আগে, তোমার অপেক্ষা অধিক দৃঢ়মত দু'একজনকে প্রকাশ কর্‌তে দেখেছি, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাদের ঐ মতের পরিবর্ত্তন হয়েচে। কল্‌কাতায় আমার গুরুদেবের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্‌তে তোমাকে অনুরোধ করি।

তারা। মতের মিল না হলেও, আপনারা সাধুর জীবন অবলম্বন করেচেন। আমাদের এ নগরীতে এসে, অনুগ্রহ প্রকাশ করে আমার আলয়ে পদার্পণ করেচেন। আপনাদের পাথেয় স্বরূপ কিছু দিতে ইচ্ছা করি, গ্রহণ কর্‌লে কৃতার্থ হবো। [একশত টাকা দিলেন।

সর্ব্বানন্দ। (টাকা লইয়া) আশীর্ব্বাদ কর্‌চি, তোমার চিত্ত স্থির হোক্ ও ভগবান চৈতন্য দেবের কৃপায় শীঘ্র সত্যপথ অবলম্বন কর।

[ভূপতি ও তারাপদ ছাড়া অন্য সকলের প্রস্থান।

ভূপ। সর্ব্বানন্দজী ভাঙ্গেন তো মচ্‌কান্ না! অপ্রতিভ হবার লোক একেবারেই নন্। নিজের আশীর্ব্বাদ কর্‌বার্ অদ্ভুত ক্ষমতার উপর কি অপরিসীম বিশ্বাস! ধর্ম্মকে ব্যবসায় স্বরূপ গ্রহণ কর্‌লে অবস্থা ঐরূপই হয়ে থাকে!

তারা। দেখ্‌চি তুমি খুবই বিচলিত হয়ে উঠেচো। যে যার মত প্রবল কর্‌বার্ জন্য চেষ্টা করে ও দলবৃদ্ধির জন্য লোক খুঁজে বেড়ায়। কেবল সর্ব্বানন্দের দল কেন, নিখিলানন্দের পক্ষ হতেও আমাকে দলে নেবার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা চলেচে!

ভূপ। একেই কি সত্যানুসন্ধানের তীব্র পিপাসা বলে?

তারা। বড়কথা ব্যবহার করে যদি কারো আত্মতৃপ্তি লাভ হয়, তুমি কি তাকে সে আনন্দ হতে বঞ্চিত কর্‌তে চাও? চল, যাই, তোমার স্ত্রীর আস্‌বার সময় হলো। [উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

তারাপদর অন্তঃপুর।

রাজলক্ষ্মী, ঊর্ম্মিলা ও নীলিমা।

রাজ। তোমরা এসেচো, খুব আহ্লাদ হলো। পূজোর সময় এলে, বেশ্ আমোদে দিনগুলো কাটাতে পার্‌তে।

নীলি। বৌদি যে এবার ছাড়লেন না।

ঊর্ম্মি। আমারও আসবার খুব ইচ্ছা ছিল—বাবা বল্লেন, পূজোর পর এলে দিন-কতক থাক্‌তে পার্‌বো।

রাজ। তা বেশ, তোমরা এখানে কিছুদিন থাক্‌লে খুব সুখী হবো।

ঊর্ম্মি। মা কি বেশি দিন রাখ্‌বেন?

নীলি। দাদা বল্লে মা আপত্তি কর্‌বেন না। দাদা যত দিন আছেন, ততদিন আমরা নিশ্চয় আছি। এবার কিন্তু, কাকীমা, আশ্‌পাশের যত দেখ্‌বার জিনিষ আছে, সব দেখাতে হবে।

ঊর্ম্মি। এখানে কে একজন সিদ্ধপুরুষ না অবতার থাকেন, তাঁকে একদিন দেখ্‌তে গেলে হয় না?

রাজ। কে, নিখিল্ মহারাজ্?

ঊর্ম্মি। নাম আমার ঠিক মনে নাই, তবে শুনেচি তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ। থাকেন এখানে, কিন্তু হাজার মাইল দূরে, শিষ্যদের বাড়িতে গভীর রাত্রে গিয়ে, দেখা দিয়ে আসেন! যত কেন শক্ত ব্যায়রাম্ হোক না, তিনি একবার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে আরাম হয়ে যায়! রাত্রে তাঁর দরজার দুধারে দুটো সিংহ পাহারা দেয়—আরও কত-কি অদ্ভুত ব্যাপার তাঁর সম্বন্ধে শোনা যায়। আমাদের পাড়ায় তাঁর একজন শিষ্য আছে, সে তাঁকে একখানা বাড়ি ও অনেক টাকা দিয়েচে।

রাজ। তবে তিনি নিখিল্ মহারাজ্। হ্যাঁ, তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যায়। তা' একদিন তাঁর আশ্রমে বেড়িয়ে এসো। আমি তারাপদকে বল্‌বো তোমাদের নিয়ে যেতে—ভূপতিও সঙ্গে যাবে।

ভূপতি ও তারাপদর প্রবেশ।

রাজ। তারাপদ, এদের একদিন নিখিল্ মহারাজের আশ্রমে নিয়ে যেও।

ভূপ। নিখিল্ মহারাজের কথা উঠ্‌লো কি করে?

রাজ। বৌমাই তুলেচে। তোমাদের পাড়ার একজনের মুখে তাঁর অনেক ক্ষমতার কথা শুনেচে, তাই তাঁকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

ভূপ। তাই বলুন! গত বছর শীতকালে, বিলেতের একজন খুব বড় যাদুকর কল্‌কাতায় এসে এত সব অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়ে গেচে, নিখিল্ মহারাজ্ তার সিকিও দেখাতে পার্‌বেন না! তার এবারও আস্‌বার কথা আছে।

নীলি। দাদা আমাদের দেশের সাধু-সন্ন্যাসীদের সব কথা হেসে উড়িয়ে দেন।

ভূপ। যারা গোটা-কতক ক্ষমতা দেখিয়ে শিষ্য ধরে বেড়ায়, তাদেরই আমি হেসে উড়িয়ে দিয়ে থাকি। আজকাল্‌কার সাধু-সন্ন্যাসীদের ভেতর কই জ্ঞানী লোক একজনও দেখ্‌তে পাই না! যদি বা কারো মুখে দৈবাৎ জ্ঞানের কথা শোনা যায়, তা' এত সাধারণ, এদেশে সকলেই ওরকম দু-চার্‌টে কথা বল্‌তে পারে! কচিৎ যদি কেউ দর্শনের গোটাকতক সূত্র নাড়া-চাড়া করার বড়াই করে, ভাল টোলের যে কোন পণ্ডিত তার ব্যাখ্যা অধিক সুন্দর-ভাবে কর্‌তে পারে।

উর্ম্মি। বড় বড় সাধুরা কেমন মনের কথা বল্‌তে পারেন, কি হয়ে গেচে, ভবিষ্যতে কি হবে, তাঁরা সব বল্‌তে পারেন!

ভূপ। মনের কথা শোন্‌বার জন্য একজন পরচিত্তজ্ঞানীর কাছে গেলেই হয়! কল্‌কাতায় আমার জানা একজন লোক আছে, যে পাঁচ্‌টা টাকা পেলেই বলে দেবে, কোন লোক তার সঙ্গে কেন দেখা কর্‌তে এসেচে, আর ঐ বিষয়ের যত কিছু বৃত্তান্ত! অতীত কালে কি হয়েচে ও ভবিষ্যতে কি হবে, যদি জান্‌তে চাও, একজন ভাল জ্যোতিষীর কাছে যাও না কেন? সে অদ্ভুত ভাবে গণনা করে তোমাদের সন্তুষ্ট কর্‌তে পার্‌বে—কিছু টাকা পেলেই খুসী হবে, তোমাদের শিষ্য কর্‌তে চাইবে না, কিংবা তোমাদের আত্মা তার কাছে বন্ধক রেখে আস্‌তে হবে না!

তারা। তোমরা কি যথার্থই কোন ভাল সাধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে ইচ্ছা কর?

নীলি। হ্যাঁ, আমার খুব ইচ্ছা করে।

উর্ম্মি। আমিও ভাল সাধুর দর্শন কর্‌তে চাই।

তারা। মা, আজ হৃষীকেশ থেকে সংবাদ এসেচে, স্বরূপ স্বামী, রামেশ্বর যাবার পথে, আমাদের সঙ্গে এক্‌বার দেখা কর্‌তে ইচ্ছা করেন।

রাজ। অত্যন্ত আনন্দের কথা। তুমি তাঁর জন্য "অবসর কুটির" প্রস্তুত করে রাখো।

তারা। চিঠি পেয়েই আমি তার ব্যবস্থা করেচি। (উর্ম্মিলা ও নীলিমাকে সম্বোধন করিয়া) শীঘ্রই তোমাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত কর্‌তে পার্‌বে। স্বরূপ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার পর, (ঈষৎ হাসিয়া) ভূপতি তোমাদের একদিন নিখিল্ মহারাজের আশ্রমে নিয়ে যেতে পারে।

নীলি। আমার আর সেখানে যাবার ইচ্ছা নাই।

উর্ম্মি। আমিও যেতে চাইনে।

রাজ। দেখ্‌চি, ভূপতির কথা শুনে তোমাদের মতের পরিবর্ত্তন হয়েচে।

ভূপ। আমার সৌভাগ্য! স্ত্রীর চাপে পড়ে স্বামীর মতের পরিবর্ত্তন না হয়ে, স্বামীর কথা শুনে স্ত্রীর মত বদ্‌লেচে, এটা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে খুব গৌরবের বিষয়, কাকীমা!

অষ্টম দৃশ্য

অবসর কুটির।

মৃগচর্ম্মের উপর স্বরূপ স্বামী আসীন।

তারাপদর প্রবেশ।

তারা। (প্রণাম করিয়া) প্রয়োজনীয় সব জিনিষ যথাসময়ে পেয়ে থাকেন—কোন বিষয়ে ত্রুটি হচ্চে না?

স্বরূপ। (হাসিয়া) এত কম জিনিষের প্রয়োজন, কোন ত্রুটি হওয়া সম্ভব নয়।

তারা। নূতন ধরণে দিন কাটিয়ে, পিতার শরীর কিরূপ আছে?

স্বরূপ। দিন্‌-দিন্‌ শরীর অধিক সুস্থ বোধ কর্‌চেন, মনের স্বচ্ছন্দতাও বাড়চে।

তারা। আমাদের কথা কখনো উঠে থাকে?

স্বরূপ। সাংসারিক কোন কথা তিনি তোলেন্‌ না, উদ্বেগশূন্য চিত্তে সমস্ত দিন কাটান। বেশি সময় ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। মাঝে-মাঝে গুরুদেব তোমাদের কথা উত্থাপন করে থাকেন।

তারা। তিনি আমাদের অত্যন্ত ভালবাসেন।

স্বরূপ। (হাসিয়া) তিনি সকলকেই আন্তরিক ভালবাসেন।

তারা। (দূরে রাজলক্ষ্মী, ভূপতি, উর্ম্মিলা ও নীলিমাকে দেখিয়া) মা আস্‌চেন, তাঁর সঙ্গে আমার একজন বন্ধু, তাঁর স্ত্রী ও ভগ্নীকে নিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে আস্‌চেন। তাঁরা আমাদের বাড়িতে আছেন।

রাজলক্ষ্মী, ভূপতি, উর্ম্মিলা, ও নীলিমার প্রবেশ ;
সকলে স্বরূপ স্বামীকে প্রণাম করিলেন ;
উর্ম্মিলা ও নীলিমা দুটি মোহর স্বরূপ
স্বামীর পদপ্রান্তে রাখিলেন।

স্বরূপ। দিন্-দিন্ তোমাদের অধিক আত্মদৃষ্টি হোক্। (ঈষৎ হাসিয়া) মা, তোমরা একি রেখেচো ?

নীলি। আমরা সামান্য-কিছু দিয়ে আপনাকে প্রণাম করেচি।

স্বরূপ। মা, সাধুরা অপরিগ্রহ-ভাবে জীবন কাটিয়ে থাকেন, কারো নিকট কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। দানের ভারে পীড়িত হলে, যোগীরা চিত্ত বিশুদ্ধ রেখে আত্মোন্নতি কি করতে পারেন ?

নীলি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

উর্ম্মি। আমারও অপরাধ ক্ষমা করুন, না জেনে অন্যায় কাজ করেচি।

(নীলিমা ও উর্ম্মিলা মোহর তুলিয়া লইলেন)

স্বরূপ। মা, তোমরা কোনও অপরাধ করনি। তোমরা এখন বালিকা, ক্রমশঃ সব বুঝ্‌তে পার্‌বে। আত্মোন্নতির মূলে আছে আত্ম-নির্ভরতা—যে যতই নিজের উপর নির্ভর কর্‌তে শিখ্‌বে, ততই তার আত্মদৃষ্টি বাড়বে। সাধু ও গৃহী উভয়েরই এই নিয়ম পালন

করা উচিত। সাধুর জীবন যাতে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্বেগ হতে পারে, তাঁর সঞ্চয় করাও নিষেধ। সঞ্চয় কর্‌বার্‌ প্রবৃত্তি নিরোধ কর্‌তে না পার্‌লে, সাধু হওয়া যায় না কিংবা গৃহত্যাগ করে কোন ফল নাই।

ভূপ। আমি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে কি পারি?

স্বরূপ। স্বচ্ছন্দে পার। তোমাদের দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েচি—তোমাদের প্রকৃতি অতি নির্ম্মল।

ভূপ। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, অপরের উপরে নির্ভর করা কি প্রয়োজন—গুরুর নিকট দীক্ষা লওয়া কি দর্‌কার?

স্বরূপ। কেবল অত্যন্ত দুর্ব্বল-চিত্তের লোকের পক্ষে প্রয়োজন হতে পারে। আমাদের দেশে দীক্ষা লওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু খুব কম সময়ে, গুরু-শিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ, গুরু কিংবা শিষ্য উপলব্ধি করে থাকে। সেজন্য ঐ প্রথার অপব্যবহার এত বেড়েচে, উঠে গেলে সমাজের পক্ষে মঙ্গল। যেরূপ শিশু যতদিন হাঁট্‌তে না পারে, মাতা কিংবা পিতার হাতের উপর ভর দিয়ে চলে—যেরূপ বিদ্যার্থী, কিছুদিনের জন্য শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করে—সেইরূপ অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন লোকের কিছুদিনের জন্য জ্ঞানী লোকের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু তার বেশি আর কিছুই নয়। অনন্তাভিমুখী যাত্রীকে, আত্মদৃষ্টির দ্বারা, একাকী অগ্রসর হতে হয়। যে শিষ্য গুরুসর্ব্বস্ব করে দিন কাটায়, তার আত্মজ্ঞান কখনই হয় না—গুরু তার আত্মদৃষ্টি অবরোধ করে রাখেন—যে গুরু শিষ্যকে ঐরূপ কর্‌তে প্ররোচিত করেন, তাঁর অধঃপতন হয়, উভয়ে আত্মদ্রোহী হয়ে দিন কাটায়।

ভূপ। আপনার উপদেশ পেয়ে অত্যন্ত কৃতার্থ হলাম। যদি অনুমতি করেন, আমার স্ত্রীর পক্ষ হতে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ইচ্ছা করি।

স্বরূপ। (উর্ম্মিলার দিকে চাহিয়া) মা, তুমিই কেন প্রশ্ন কর না ?

ঊর্ম্মি। (মাথা হেঁট করিয়া) আমি কথা সেরূপ গুছিয়ে বল্‌তে জানি না।

স্বরূপ। নাইবা গুছিয়ে বলতে পারলে, যেরূপভাবে পার বল, আমি ঠিক্ বুঝতে পারবো।

ঊর্ম্মি। যারা অদ্ভুত ক্ষমতা দেখায়, তারা কি ভগবানের খুব কাছে আছে, তারা কি তাঁর খুব প্রিয় ?

স্বরূপ। মা, অলৌকিক বলে কোন জিনিষ নাই, সবই স্বাভাবিক নিয়মের বশীভূত। বুঝতে পারচো না বলে যে তার কারণ নাই, তা' কখনো মনে করো না। সৃষ্টি নিয়মের বশীভূত হয়ে চলেচে, সে নিয়মের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করবার সাধ্য কারোও নাই। দু'একটা ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারলে, অর্থাৎ, দু'একটা বিষয়ের কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ জানা থাক্‌লে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েচে মনে করা অত্যন্ত ভুল ধারণা। আত্মজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। তার সঙ্গে ঐরূপ ক্ষমতা প্রকাশের কোনও সম্বন্ধ নাই। যার সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছুমাত্রও ভুল ধারণা আছে, তার আত্মজ্ঞান লাভ হয় নাই, জান্‌বে। মা, ভগবানের বাছা লোক কেউ নাই, সকলেই তাঁর সমান প্রিয়। তাঁকে যে বুঝ্‌তে পারেনি, সেই অধিক প্রিয় বলে দাবি করে থাকে। মানুষের মনের ভাব, পক্ষপাতিত্ব, ভগবানে আরোপ করা, সকল ভ্রমের অপেক্ষা খুব বড় ভ্রম।

নীলি। তবে কেন লোকদের মধ্যে এত প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়—কেউ ধনী কেউ নির্ধন, কেউ বুদ্ধিমান কেউ বোকা, কেউ সুন্দর কেউ কালো, কেউ ভাল কেউ মন্দ !

স্বরূপ। মা, তুমি বড় বুদ্ধিমতী। এই প্রভেদই সৃষ্টির মূলে কারণ বা নিয়ম হয়ে কাজ কর্‌চে, যা' বুঝতে পার্‌লে, সৃষ্টি-রহস্য বোঝা সহজ হয়। আলোক ও অন্ধকার, সমতা ও বিপর্য্যয়, বিপত্তি ও সৌভাগ্য, ভাল ও মন্দ, একতা ও দ্বন্দ্ব, পাশাপাশি থেকে, ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা জগতের ক্রমবিকাশ কাজের সাহায্য কর্‌চে, অথচ একই বস্তু সকলের মধ্যে বিকশিত হয়ে রয়েচে। সকলেরই প্রাণ, অন্তরাত্মা, হচ্ছেন সেই একমাত্র ব্রহ্ম। পরস্পরের সংযোগে এক মহৎ ইচ্ছা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়ে বিকশিত হচ্চে। যখন সব একত্র করে এই বিরাট সমষ্টি বোঝবার ক্ষমতা হবে, তখন ভাল-মন্দর পার্থক্য অদৃশ্য হবে, তখন দেখতে পাবে, তাঁর কেউ বেশি কিংবা কম প্রিয় নয়, সকলকে তিনি বুকে নিয়ে রয়েচেন, সকলেই তাঁর অভিন্ন অঙ্গ-স্বরূপ।

ভূপ। তবে পাপ বলে কোন জিনিষ নাই।

স্বরূপ। সচ্চিদানন্দম, নিশ্চয়ই নাই। যাকে মন্দ বা পাপ বল, তা' সাময়িক অজ্ঞান-প্রসূত কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। ধীরে ধীরে মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ, সৃষ্টির এই অবশ্যম্ভাবী নিয়মের ফল হচ্চে, যাকে বল মন্দ, তার পাশে, যাকে বল ভাল, তার অবস্থিতি। ব্রহ্ম আনন্দময় সকলেই বলে, কিন্তু তার অর্থগ্রহণ খুব কম লোক করে থাকে। ব্রহ্ম কোন এক দূর নিভৃত স্থানে আনন্দে মগ্ন হয়ে রয়েচেন, আর তাঁর প্রেম-প্রসূত সৃষ্টি পাপে ডুবে রয়েচে, একি কখনো সম্ভব? তিনি সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে সদা আনন্দে ভাস্‌চেন, তাই তিনি আনন্দময়। যে তাঁর সৃষ্টি আনন্দময় বলে বুঝতে পেরেচে, সেই কেবল উপলব্ধি করেচে, তিনি মঙ্গলময় ও আনন্দময়। যাঁরা তাঁকে আনন্দময় বলে, অথচ সৃষ্টি পাপে ডুবে রয়েচে মনে করে, তারা সৃষ্টি-রহস্য বোঝেনি কিংবা তাঁকেও বোঝেনি।

ভূপ। আমরা আপনার উপদেশ লাভ করে অত্যন্ত উপকৃত হলাম, এখন বিদায় নিতে ইচ্ছা করি।

(সকলে স্বরূপ স্বামীকে প্রণাম করিলেন)

স্বরূপ। তোমাদের মঙ্গল হোক।

[স্বরূপ স্বামী ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তারাপদর বৈঠকখানা।

তারাপদ ও ভূপতি।

তারা। দেখ, ভূপতি, এই পাপের বিভীবিকায় ত্রস্ত হয়ে, যাকে মন্দ বলা হয়, তার প্রকৃত অর্থ কর্‌তে না পেরে, কেউ বল্লেন, এই পৃথিবী মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েচে—কেউ বল্লেন, বস্তুর স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি না! উভয় দলই ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বর মঙ্গলময় তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বরের সঙ্গে পাপযুক্ত পৃথিবীর সামঞ্জস্য কর্‌তে না পেরে, তাঁরা সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐরূপ অদ্ভুত মত প্রচার কর্‌লেন। যেমন শোনা যায়, দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার্ ফ্রিজিয়ার রাজার রচিত জটিল গ্রন্থি খুল্‌তে না পেরে, অস্ত্রের দ্বারা তাকে দ্বিখণ্ড করেছিলেন, সেরূপ আমাদের দেশে শঙ্কর ও বুদ্ধ, ইয়োরোপে কান্ত্, মন্দ বা পাপের জটিল্ সমস্যা বিশ্লেষণ কর্‌তে না পেরে, সৃষ্টি-নিয়মের অদ্ভুত অর্থ কর্‌লেন! কিন্তু যাকে মন্দ বা পাপ বল্‌তে শিখেচে, তাকে উড়িয়ে দিয়ে, কিংবা চাপা দিয়ে রেখে, মানুষ নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে না! দুঃখের নিত্য দংশনে সে ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌লো, কাল্পনিক্ পাপ হতে মুক্ত হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো, তখন চল্লো জোরে যা' বহুকাল হ'তে চলে আস্‌চে, পূজা, উপাসনা, দাস্যভাব, নতজানু হয়ে এক কাল্পনিক ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করা, আর ঐ সঙ্গে অবতারেরা দেখা দিতে লাগ্‌লেন, পাপ থেকে লোক্‌দের উদ্ধার কর্‌বার্ জন্য!

ভূপ। যদি পাপের কল্পনা ভুল হয়, কেবল আমাদের দেশে নয়, এ ভ্রম পৃথিবী-ব্যাপী বল্‌তে হবে।

তারা। কিন্তু আমাদের দেশে এই ভ্রম স্থায়ী হতো না, যদি ঋষিদের পুরাতন উক্তিগুলি স্থির-চিত্তে আলোচনা করা হতো। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে চিন্তাশীল লোকেরা যে ধারণা কর্‌তে সাহস করেননি, তা’ আমাদের দেশের ঋষিরা মুক্তকণ্ঠে বলেচেন —জীব ও ব্রহ্ম এক। শুধু তাই নয়, সমস্ত সৃষ্টির মূল উপাদান, প্রাণ, হচ্চেন একমাত্র ব্রহ্ম। যে সৃষ্টির অন্তরে-অন্তরে, শিরায়-শিরায়, ব্রহ্ম বর্ত্তমান রয়েচেন, তার মধ্যে কি কখনো পাপ থাক্‌তে পারে? দেখ, ভূপতি, আমি যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমিক, ভগবান-পাগ্‌লা লোক, একজনও দেখ্‌তে পাইনি। যে যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমিক, সে কি কখনো ভাবতে পারে যে, প্রেমময়ের সৃষ্টিতে পাপ আছে? সৃষ্টিতে এক কণাও পাপ আছে বল্লে, সে কেঁদে আকুল হয়ে বলে উঠ্‌তো—তা কখনই হতে পারে না, তুমি নিশ্চয়ই ভুল বল্‌চো, আমার প্রেমময়ের সৃষ্টিতে পাপ থাক্‌তে পারে না! স্থির-চিত্তে আলোচনা করা দূরের কথা, ঋষিবাক্য সাহস করে লোকেরা মনে স্থান দিতে পার্‌লে না! যে দেশের জ্ঞানী লোকেরা ঐ মহান সত্য উচ্চারণ করেছিলেন, তাঁদের পরবর্ত্তী কালের লোকেরা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না যে, এই তথা-কথিত পাপী-তাপী জীবের আত্মাই সেই পরমাত্মা! যখন ইয়োরোপে এই সত্য প্রথম প্রচার হলো, কেবল একজন মহাপুরুষ সোপেন্‌হাওয়ার ছাড়া, আর সকলেই তাকে বাতুলের প্রলাপ মনে করেছিলো। সে দেশের লোক্‌দেরও বিশ্বাস কি-না, পৃথিবীতে পাপের স্রোত দিবা-রাত্রি বয়ে যাচ্চে! আমাদের দেশের মত, তাদের দেশেও কিনা জন্মগ্রহণ করে থাকেন, মাঝে-মাঝে, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, লোক্‌কে পাপ হতে উদ্ধার কর্‌বার্‌ জন্য! আজ যদি বিজ্ঞান আবিষ্কার করে না দেখাতো, সমস্ত জগতের মূল উপাদান হচ্চে একটিমাত্র বস্তু—সমস্ত

সৃষ্টি এক বস্তুরই অভিব্যক্তি—ও তা' হচ্চে ইচ্ছাশক্তি, তা'হলে এখনও পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা বল্‌তো, আমাদের ঋষিদের উক্তি কেবল বাতুলের প্রলাপ। কিন্তু আর তাদের বলবার সাহস নাই। পরমবস্তু ও জীবের মধ্যে যে সম্বন্ধের কল্পনা আমাদের দেশের ঋষিরা করে গেচেন, তা' যে চিরন্তন সত্য, আর কারো সন্দেহ কর্‌বার্‌ সাধ্য নাই।

ভূপ। দেখ, তারাপদ, তোমার অনেক কথাই আমি শ্রদ্ধার সহিত শুনে থাকি—বন্ধুর কথা বলে। তোমাকে যেরূপ স্নেহের চোখে দেখি, তোমার কথাগুলিও ঐরূপ আদর করে শুনে থাকি, গ্রহণ কর্‌তে অনেক সময়ে পারিনি। কিন্তু আজ যেরূপ পরিষ্কার-ভাবে বোঝালে, তোমার কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলাম।

তারা। তুমি কি দেশের লোক্‌দের মনের অবস্থা ঠিক্‌ বুঝতে পেরেচো? তারা সত্যপথে যেতে একেবারে অনিচ্ছুক। তারা চায় গতানুগতিক পথ অবলম্বন করে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যেতে! পৃথিবীর অন্য স্থানে যে সব সত্য গ্রহণ করে লোকেরা উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্চে, বিধর্ম্মীদের বিশ্বাস বলে ঘৃণা করে তা' গ্রহণ করতে চায় না। সত্যকে কি কখনো একটা দেশের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা চলে? আচ্ছা নাই বা গ্রহণ কর্‌লে অন্যদেশের লোক্‌দের জ্ঞানের কথা, নিজের দেশে যে উজ্জ্বল মহান্‌-সত্য রয়েচে, ঋষিরা যে সত্য-পথ চিরকালের জন্য নির্দ্দেশ করে গেচেন, তা' গ্রহণ কর—না, তাও গ্রহণ কর্‌বে না! আমাদের দুর্দ্দশা বাড়িয়ে দিচ্চে আমাদের শাস্ত্রের রাশি—এমন কোনো প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাস নাই, যার স্বপক্ষে আমাদের রাশীকৃত পুঁথির ভেতর থেকে দু'দশ্‌টা বচন বার করা যায় না! তবে উপস্থিত অবস্থায় এক কারণে আশার সঞ্চার হচ্চে।

ভূপ। তবুও তুমি একটা ভাল দিকের কল্পনা কর্‌তে পারচো, আমি তো এই অন্ধকার-রাশির ভেতর আলোকের ক্ষীণ-রেখাও দেখতে পারচি না।

তারা। তা হচ্চে এই—যেরূপ প্রচণ্ড বিদেশী শক্তি, পরস্পরের সহানুভূতির অভাবে, সহস্র খণ্ডে বিভক্ত আমাদের বিচ্ছিন্ন দেশকে অনায়াসে পরাভূত করেচে, সেইরূপ জ্ঞান-শক্তির প্রবল বেগ, আমাদের ছিন্ন-ভিন্ন অন্ধ বিশ্বাসগুলিকেও শীঘ্র বিধ্বস্ত কর্‌বে!

ভূপ। ঠিক্ বলেচো। আমাদের সে অবস্থার সূত্রপাত হয়েচে। সামাজিক ও প্রচলিত ধর্ম্মের প্রত্যেক্‌টি মন্দ প্রথার উপর জ্ঞানের তীব্র আলোক পড়ে আমাদের এরূপ হাস্যাস্পদ করে তুল্‌চে, শীঘ্রই আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস হারাবো!

তারা। ঐ হয়েছে বেশি চিন্তার কারণ। অতি-বিশ্বাসের পর দেখা দেয় অতি-অবিশ্বাস। আমাদের যা' কিছু ভাল আছে, এই দুর্দ্দিনে তাও বিসর্জ্জন দিতে না হয়। আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হয়, চিরকালের জন্য সত্য, মানবজ্ঞানের চরম ফল, আমাদের আত্ম-তত্ত্ব বুঝ্‌তে না পেরে, বহুকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনার সঙ্গে লোকেরা তাকেও বিসর্জ্জন না দেয়! তাই, আমার যতদূর সাধ্য, সাধারণ লোক্‌দের মধ্যে, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে, ঋষিদের চরম উক্তিগুলির প্রচারের ব্যবস্থা করেচি। অধিকারী-ভেদের মূলে কুঠারাঘাত না কর্‌লে, উন্নতির আর আশা নাই। তুমি কি অন্য কোন দেশে দেখেচো, ধর্ম্মজগতে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে, আমাদের দেশের মত কুৎসিৎ প্রভেদ? ধনী ও নির্ধনের মধ্যে প্রভেদ বুঝ্‌তে পারি, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে প্রভেদ বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু কেউ কি কল্পনা কর্‌তে পারে যে, সত্য পথে অগ্রসর হবার জন্য—জ্ঞানের আলোকে চিত্ত উজ্জ্বল কর্‌বার

জন্য—সকলের সমান অধিকার নাই? যে দেশে এক সময়ে প্রচলিত বচন ছিল, সংস্কার-বিহীন ব্রাহ্মণও চণ্ডাল হয়, সে দেশে এতকালের মধ্যে নিয়ম হলো না যে, সংস্কারের দ্বারা মন মার্জ্জিত, চিত্ত বিশুদ্ধ হলে, শূদ্রও ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে? সব ঘটে ব্রহ্ম আছেন, খুব বড় গলায় বলা হয়, বহু টীকার সাহায্যে বোঝানও হয়, কিন্তু সমাজের নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা পাঁচ হাজার বছর আগে যেরূপ দুর্দ্দশায় ছিল, এখনও ঠিক সেইভাবে আছে! আমি চাই সকলকে সমান বড় কর্‌তে, সকলের মধ্যে যে ব্রহ্ম আছেন, এই ঋষি বাক্যের সার্থকতা কর্‌তে। আমাদের এত বড় প্রাচীন সমাজ, তার বিশাল দেহের এক ক্ষুদ্র অংশে কেবল প্রাণ ধিকি-ধিকি স্পন্দন কর্‌চে, বাকি সমস্তটা দেহ অসাড় হয়ে পড়ে আছে! এ অবস্থার পরিবর্ত্তন কর্‌তে হবে। সমস্ত দেহটাকে প্রাণপূর্ণ করে তুল্‌তে হবে, তখন সে দেহ এরূপ সবল হবে, যার শক্তির বিরুদ্ধে কোন দেশের শক্তি দাঁড়াতে পার্‌বে না।

ভূপ। তোমার ইচ্ছা কাজে পরিণত কর্‌তে অনেক সময় লাগ্‌বে, তা বুঝ্‌তে পার্‌চো?

তারা। খুব পার্‌চি—আরও বুঝ্‌তে পার্‌চি যে আমার শক্তি খুব কম। যদি আমার প্রদর্শিত পথ সত্য হয়, আমার ক্ষুদ্র চেষ্টার সীমা নিশ্চয়ই সময়ে অর্থশালী সত্য-সেবীদের যত্নে বহু-বিস্তৃত হয়ে পড়বে। আমি কেবল দুটি জেলায়, চার্‌টি বড় শিক্ষার কেন্দ্র ও পঞ্চাশটি ছোট শিক্ষার কেন্দ্র খুল্‌তে সাহসী হয়েচি। দেশ-ব্যাপী উন্নতির জন্য, শত শত বড় শিক্ষার কেন্দ্র ও হাজার্‌-হাজার্‌ ছোট শিক্ষার কেন্দ্র, বালক-বালিকাদের জন্য স্থাপন কর্‌তে হবে। তুমি জান, আমি চার্‌টি শিক্ষার বিষয়ের উপর খুব ভর দিয়েচি—আত্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্প—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আত্মতত্ত্ব বিস্তারের ওপর আমার লক্ষ্য বেশি,

কারণ, একবার সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে সত্যানুগত ধারণা কর্‌তে পার্‌লে, মানব জাতির উন্নতি দ্রুতবেগে হবে। যতদিন না মানুষ পরিষ্কার ভাবে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, কেবল পাপের বোঝা নিয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্চে না, যতদিন না সে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, দণ্ডে-দণ্ডে পূজা-প্রার্থনার দ্বারা, অভ্রান্ত স্রষ্টার যত্নে রচিত জগতের গতির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই—যতদিন না মানুষ মানুষকে ব্রহ্মের প্রতিচ্ছায়া মনে করে আলিঙ্গন কর্‌তে শিখ্‌বে, ততদিন তার যথার্থ উন্নতি সম্ভব নয়।

ভূপ। তুমি পূজা, উপাসনা, প্রার্থনা একেবারে তুলে দিতে চাও?

তারা। নিশ্চয়ই! কে কার পূজা-উপাসনা করে? মানব-জীবনে পূজা-উপাসনার যুগ বহুকাল অতীত হয়েচে—আমাদের দেশে চার হাজার বছর আগে, ঐ সব প্রথা আত্ম-জ্ঞানের বিরোধী, ঋষিরা মুক্ত-কণ্ঠে প্রচার করেচেন! আত্ম-তত্ত্বের দ্বারা জ্ঞান এত গভীর, দৃষ্টি এরূপ ব্যাপ্ত, হৃদয় এরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, পূজা-প্রার্থনা তার নিকট নিতান্ত অসার ও অর্থহীন হয়ে পড়ে! তুমি কি কল্পনা কর্‌তে পার যে, সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টা নিজের গৌরব ও ঐ সঙ্গে তাঁর অভিন্নাত্মা জীবের হীনতা বাড়াচ্চেন, বৃথা পূজা-উপাসনার কামনা করে? বহুকাল হতে, জ্ঞানের অভাবে, দুর্ব্বলের দ্বারা বলশালীর স্তুতিবাদের অনুকরণে, মানুষ এক কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজা-উপাসনা করে আস্‌চে!

ভূপ। তোমার বাড়িতে দেবী-পূজা হয়ে থাকে?

তারা। তুলে দেবো, স্থির করেচি।

ভূপ। তোমার মাতা মনে কষ্ট পাবেন না?

তারা। স্বরূপ স্বামীর সঙ্গে দেখা হবার পর, মাতার মনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েচে। আমার প্রচার কাজের কথা তুলে যখন দেবী-পূজা বন্ধ কর্‌বার্ প্রস্তাব কর্‌লাম, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন।

একটা কথা তুমি মনে রাখ্‌বে, এই আত্মতত্ত্বের মধ্যে যেরূপ পূজা-প্রার্থনার স্থান নাই, সেরূপ নাস্তিকতারও স্থান নাই! জাতি নির্ব্বিশেষে জগতের প্রত্যেক লোকেরই এই সত্যানুগত তত্ত্বের নিতান্ত প্রয়োজন। ইহা স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করে—উচ্চ নীচ কল্পনা দূর করে—সত্য-চিন্তার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

ভূপ। লোকেরা কি তোমার এই শিক্ষা-প্রণালীর খুব পক্ষপাতী হবে, মনে কর?

তারা। সময়ে নিশ্চয়ই হবে। কোন একটা প্রথার স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে যে মনের বল প্রকাশ কর্‌তে দেখ, তার কারণ যদি আলোচনা কর, বুঝতে পার্‌বে যে হতাশ হবার কোন কারণ নাই। অধিকাংশ স্থলে যা আমরা বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস করি, তার মূলে দেখ্‌বে প্রধান কারণ রয়েচে, বহুকালের সঞ্চিত অভ্যাস্, যার সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্যের আকর্ষণে ও প্রচারের ফলে, চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত, ও অভ্যাসের দ্বারা সত্য ধারণাগুলি দৃঢ় হলে, লোকেরা তার খুবই পক্ষপাতী হবে।

ভূপ। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার প্রচার-কাজের সাফল্য কামনা করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেচারামের বৈঠকখানা।

বেচারাম বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন।

বেচা। একধার থেকে, ছোট-বড় সকলের লোভ, পরের পয়সার ওপর! একজনের হাতে কিছু আছে, জান্‌তে পার্‌লেই হলো—অমনি উঠলো তার নাম চাঁদার খাতায়! দুর্ভিক্ষের চাঁদা, বন্যার চাঁদা,

ধর্ম্ম-সভার চাঁদা, গোরক্ষিণী, পরিষদ্—নাম শেষ করে উঠ্‌তে পারা যায় না !

রামকান্তের প্রবেশ।

কি হে, রাম্‌কান্ত, এত সকালে সর্‌কারি চিঠি হাতে আস্‌চো, ব্যাপার্ কি ?

রাম। আজ্ঞে, কাল্ রাত্রে আপনি বিশ্রাম কর্‌তে যাবার পর, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে পিয়ন্ এই চিঠি নিয়ে এসেছিলো—কোন জরুরি কথা থাক্‌তে পারে, তাই চিঠি খুলেচি।

বেচা। বেশ্ করেচো, বুদ্ধিমানের মত কাজ করেচো—সঙ্ক্ষেপে বল তো কি লেখা আছে ?

রাম। আজ্ঞে, সাহেব, "মাই ডিয়ার্ বেচারাম" বলে চিঠি আরম্ভ করেচেন—

বেচা। তবেই সর্ব্বনাশ হয়েচে ! নিশ্চয়ই চাঁদার ব্যাপার—ওরূপ মধুর সম্ভাষণের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। শীগ্‌গীর বল, কি লিখেচেন—বিপদের মাত্রাটা যতশীঘ্র জান্‌তে পারা যায়, ততই মন্‌টা নিশ্চিন্ত হয় !

রাম। সাহেব লিখেচেন, যক্ষ্মারোগের জন্য হাঁসপাতাল খোলা হয়েচে, আপনার মত সদাশয় লোক যে মোটা চাঁদা দিয়ে, প্রতিষ্ঠানটি যাতে স্থায়ী হয়, চেষ্টা কর্‌বেন, সে বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শেষে লিখেচেন (কিছু ইতস্তত: করিয়া)—এসব দেশের কাজে তারাপদর দৃষ্টান্ত খুবই অনুকরণের যোগ্য !

বেচা। (উচ্চৈঃস্বরে) কি—বেচারামকে তারাপদর দৃষ্টান্ত অনুকরণ কর্‌তে লিখেচেন ?

রাম। আজ্ঞে, ঐ কথাটাই আমার মনে খুব্ লেগেচে—ঐ গালাগাল্‌টা না দিলেই হতো ভাল!

বেচা। কাল্‌কের ছোক্‌রা তারাপদ—নাস্তিক্, খৃষ্টীয়ান্, বেল্লিক্—বাপের পয়সা যে দু'হাতে ওড়াচ্চে, তাকে কিনা সমাজের নেতা, প্রবীণ জমিদার বেচারাম নকল কর্‌বে?

রাম। আজ্ঞে, কতবার তারাপদর পিতা আপনার পরামর্শ নিয়ে কাজ করেচেন—আপনাকে কি না দু-পাত্ ইংরাজী-পড়া ছোক্‌রার দৃষ্টান্ত নকল কর্‌তে হবে! সাহেবের বয়স কম, নূতন এসেচেন, পরামর্শ দেবার পুরনো তেমন লোক কেউ নাই, তাই যা' তা' লিখেচেন!

বেচা। না, হে, এর ভেতর কথা আছে—তারাপদ সাহেবের কাছে ঘন-ঘন যায়, একটা কি বেলেল্লা ব্যাপার কর্‌চে শুন্‌তে পাই—নিশ্চয়ই সে কিছু লাগিয়েচে। আমি কিন্তু এর প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়্‌বো না। বেচারামকে ভয় করে না, জেলায় এরূপ লোক নাই। তুমি বাচস্পতি ও বিদ্যারত্নের সঙ্গে দেখা করেছিলে?

রাম। আজ্ঞে, হ্যাঁ—তাঁরা ঠিক্ সময়ে আস্‌বেন। তাঁরা স্টেট্ থেকে বার্ষিক বিদায় পেয়ে থাকেন—নিশ্চয়ই আস্‌বেন। (নেপথ্যে চাহিয়া) এই যে, নাম কর্‌তে না কর্‌তে, দুজনেই এসে উপস্থিত।

বাচস্পতি ও বিদ্যারত্নের প্রবেশ।

বেচা। (প্রণাম করিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, বাচস্পতি মশায়—বিদ্যারত্ন মশায়! বসুন্, বসুন্, অনেক দিন আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়-নি। মাঝে মাঝে আপনাদের কাছে জ্ঞানের কথা না শুন্‌লে, পরকালের সম্বন্ধে যে একেবারে হতাশ হতে হয়।

বিদ্যা। আপনি সে পথ একেবারে পরিষ্কার করে রেখেচেন! জীবনে এত পুণ্য সঞ্চয় করেচেন, এক্‌টার অধিক পরকাল থাক্‌লেও,

আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই—আপনার স্বর্ণাসন পাকা হয়ে রয়েচে!

বাচ। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাক্‌তে পারে? আপনার নাম উচ্চারণ করে নিত্য আহুতি দেওয়া হয়—তার ফল কি না হয়ে যায়?

বেচা। (প্রীত হইয়া) আপনারা আমার যথেষ্ট মঙ্গল কামনা করেন। আপনাদের ডেকেচি—

রাম। আমি পরে এসে সাহেবের চিঠির জবাব নিয়ে যাবো—

[যাইতে উদ্যত।

বেচা। ওহে, রাম্‌কান্ত, তুমি থাক্‌তে পারো। যে জন্য এঁদের ডেকেচি, তুমি খুব্‌ শুন্‌তে পারো—তোমারও পরামর্শ দর্‌কার হতে পারে।

বাচ। নিশ্চয়ই! রাজার দক্ষিণ হস্ত হলেন কি না মন্ত্রী! রামকান্ত থাকবেন বৈ কি! রাম্‌কান্তের পরামর্শ খুব পাকা! যখন আমার জ্যাঠার জমি থেকে বহুকালের প্রজা তুলে দেবার দরকার হয়, তখন রাম্‌কান্তের পরামর্শ শুনে তো কাজ হাঁসিল্‌ হয়ে গেলো! মোছল্‌মান্‌ প্রজা কিনা, উঠোউঠি তিন রাত্তির বাড়িতে এক পাল বরাহ ছেড়ে দেওয়া গেল, তারপর ব্যাটা পালাবার পথ পায় না! উকিল-মোক্তার্‌কে একটাও পয়সা খাওয়াতে হয়-নি!

বিদ্যা। কেমন লোকের কাছে দিন কাটাচ্চে, বুদ্ধি আর পাক্‌বে না?

বেচা। দেখুন, বাচস্পতি মশায়, দিন্‌-দিন্‌ তারাপদর উপদ্রব বেড়ে চলেচে, তাকে শাসন করা খুব দরকার হয়েচে। সমাজকে সে একেবারে গ্রাহ্য করে না। আপনারা থাক্‌তে যদি আমাদের মাথা হেঁট হয়, খুবই লজ্জার কথা।

বাচ। উপদ্রব বলে উপদ্রব! এক্-কথায় দিলে কিনা বলিটা বন্ধ করে! বাড়ির ছেলেরা একেবারে ক্ষেপে উঠ্লো—ফল্-সন্দেশ্ যা' কিছু পাঠিয়েছিলো, সব্ ছুঁড়ে ফেলে দিলে! বল্লে, এতো আর কেঙ্গালি বিদেয় নয় যে, জলযোগের মত কিছু হাতে দিয়ে সিধে পথ দেখিয়ে দিলে হলো!

বেচা। একবার আমাদের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌লে না! কালীপদ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজই কর্‌তেন না!

বিদ্যা। দিন কতক ছোট লোক্‌দের কি উপদ্রবটা চল্লো! রাস্তা-ঘাটে বেরুবার যো রইলো না! ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, জ্ঞানী লোক সব পড়ে রইলো, তারা সিকি পয়সা পেলে না, কতগুলো টাকার শ্রাদ্ধ কর্‌লে কি না ছোটলোক্‌দের পেছনে—যাদের ছুঁলে নাইতে হয়! এপাপের ফল ভুগ্‌তে হবে। যাদের স্বয়ং ভগবান বক্ষে ধারণ করেচেন, তাঁদের লাঞ্ছনা তিনি কখনই সহ্য কর্‌বেন না।

বেচা। আবার নূতন উপদ্রবের যোগাড় আরম্ভ হয়েচে—যত ছোটলোক্‌দের শিক্ষিত করে, সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের জব্দ কর্‌বার্ জন্য! সব্ যেন একাকার হয়ে যায়, ধর্ম্ম বলে কোন জিনিষ যেন না থাকে!

রাম। আমি খবর পেয়েচি, এবার থেকে তারাপদ বাবুর বাড়ির পূজো তুলে দেওয়া হবে। পূজা-উপাসনা থাক্‌তে মানুষের উন্নতি হতে পারে না—ও সব্ আত্ম-দৃষ্টির পক্ষে বাধা দেয়! লোক্‌দের ভগবানের চাটুকারের দলে পরিণত করে, তাদের হীন করে ফেলা হয়, তাদের আর বোঝ্‌বার ক্ষমতা থাকে না যে, জীবাত্মাই পরমাত্মা—এ সব পাগ্‌লামি কথা প্রচার করে লোক্‌দের মাথা বিগ্‌ড়ে দেবার চেষ্টা হচ্চে! কলকাতা থেকে বড় কণ্ট্রাক্টারের দল এসে বড়-বড় বাড়ি—

শিক্ষা-ভবন, যোগ-ভবন, এই রকম কত-কি নাম দেওয়া বাড়ি—ঝাঁ-ঝাঁ করে তৈরী কর্‌চে!

বেচা। ঐ শুনুন্! সময় থাক্‌তে প্রতিকার না কর্‌লে, এ দেশে আর বাস কর্‌তে পারা যাবে না। সনাতন ধর্ম্ম লোপ পাবার আর বেশি দেরি নাই! মোছলমানের আমলে তো যাই-যাই হয়েছিলো—ইংরাজের আমলে, কিছুদিন লেখা-পড়া শিখিয়ে কতগুলো লোক্‌কে ধর্ম্মচ্যুত করা হয়েছিলো, সেটা বন্ধ হয়ে যত সব ছোটলোক্‌দের খৃষ্টিয়ান্ করা হচ্চে। তাতে সমাজের কোন ক্ষতি নাই—ছোট-লোকের দল যতই কমে, ততই মঙ্গল! কিন্তু এই যে নূতন উপদ্রব আরম্ভ হয়েচে—হিন্দু থেকে, ছোটলোকেরা উচ্চ শ্রেণীর লোক্‌দের নাস্তানাবুদ্ কর্‌বে—এ যে ভয়ানক ব্যাপার! দিন কতকের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের নাম-গন্ধও থাক্‌বে না, নাস্তিকের দলে দেশ বোঝাই হবে!

বাচ। ব্যাপার্‌টা খুবই গুরুতর হয়ে উঠেচে। কেবল আমাদের মত লোকের বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠ্‌বে না, একবার মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরমর্শ করা দরকার। তাঁর দল্-বল্ লাগিয়ে না দিলে কিছুই কর্‌তে পারা যাবে না। তিনি হচ্চেন স্থানীয় সনাতন-ধর্ম্মসঙ্ঘের সভাপতি, তিনি ইচ্ছা কর্‌লে তারাপদর বিরুদ্ধে এরূপ একটা আন্দোলন চালাতে পার্‌বেন, যাতে অবশেষে পরাভব স্বীকার করে, তারাপদকে নিরস্ত হতে হবে!

বিদ্যা। আমারও তাই মনে হয়। একমাত্র মহামহোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সফল হওয়া সম্ভব। তারাপদ প্রবল পক্ষ, তাকে জব্দ কর্‌বার্ জন্য প্রবল পক্ষের সাহায্যই প্রয়োজন।

রাম। আমরাও যথাসাধ্য মহামহোপাধ্যায়কে সাহায্য কর্‌বো।

বেচা। নিশ্চয়ই কর্‌বো। নাস্তিক তারাপদর গর্ব্ব খর্ব্ব না হলে,

আমি কখনই সুস্থভাবে এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না। আমার অনুরোধ, আপনারা একবার মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে বলুন।

রাম। আজ্ঞে ওঁরা তো বল্‌বেন, কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি একবার মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌লে ভাল হয়, কাজে তাঁর চাড় হবে।

বাচ। রামকান্ত ছাড়া এরূপ পাকা পরামর্শ কি আর কেউ দিতে পারে? নেতায় নেতায় পরামর্শ না হলে কি বড় কাজের সূচনা হয়? আমরা বল্‌বোই, আপনি একবার গেলে, তাঁর সহানুভূতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না।

বেচা। তা বেশ্, আমিও তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বো।

বাচ। তবে, এখন আমরা আসি।

বেচা। আসুন।

[উভয়কে প্রণাম। বাচস্পতি ও বিদ্যারত্নের প্রস্থান।

রাম। আপনি কবে মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তে ইচ্ছা করেন?

বেচা। কালই যাবো।

রাম। কিছুদিন হলো, তাঁর সঙ্ঘের পক্ষ হতে, সাহায্য চেয়ে তিনি একখানা চিঠি লিখেছিলেন, তার উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি।

বেচা। সাহায্য দিতেই হবে, যখন আবার তারাপদকে দমন কর্‌বার্ জন্য তাঁর সাহায্যের প্রার্থী হচ্চি। তুমি কত দিতে বল?

রাম। যতদূর জান্‌তে পেরেচি, তিনি এক্‌শো' টাকার কম আশা করেন না—উপস্থিত ক্ষেত্রে কিছু বেশি দিলে ভাল হয়।

বেচা। তাই হবে—কত দিলে ভাল হয়?

রাম। দু'শো' টাকা।

বেচা। টাকাটা বেশি বটে, অগত্যা দিতে হবে—আমিই সঙ্গে নিয়ে যাবো।

রাম। তা'হলে খুবই ভাল হয়।

তৃতীয় দৃশ্য

মহামহোপাধ্যায়ের গৃহ।

মহামহোপাধ্যায় বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, বই রাখিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন।

মহামহো। খুবই দুর্দ্দিন এসেচে! সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে উঠ্‌লো। কালের গতি ক্রমশঃ হিন্দুকে অধিক অবনতির দিকে নিয়ে চলেচে। বর্ণাশ্রমের উপর অনাস্থা এই বিপদের মূল কারণ। একমাত্র বর্ণ বিভাগের দ্বারা যে সমাজের মঙ্গল সাধন হতে পারে, একালের স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তা বুঝ্‌তে পার্‌চে না। একি কখনো সম্ভব, এত বড় সমাজের সব অঙ্গগুলি সমান হবে? যে যুগে, কার্য্য বিভাগের উপর আস্থা দিন্‌-দিন্‌ বাড়চে, সে যুগে কিনা বর্ণ-বিভাগের উপর আস্থা দিন্‌-দিন্‌ কম্‌চে! উচ্চবর্ণের হিংসা করেই ছোট জাতের লোক্‌দের ক্ষয় হবে, এই যেন বিধির ব্যবস্থা মনে হচ্চে। কি কারণে উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ কর্‌বার ভাগ্য হয়, একবার কি কেউ ভেবে দেখ্‌তে চেষ্টা করে? নিজের কর্ম্মফল হতে কি কেউ নিষ্কৃতি পায়? জন্ম-জন্মান্তর ধরে—প্রলয়ের পর আবার নূতন সৃষ্টির সময়েও—কর্ম্মফল জীবকে বেষ্টন করে থাকে। বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম পালন করেই লোকেরা পাপ হতে মুক্ত হয়—ব্রাহ্মণের সেবা করেই নিম্নবর্ণের লোক্‌দের পরজন্মে সদ্গতি হয়!

(বেচারামের প্রবেশ ও মহামহোপাধ্যায়কে প্রণাম)

এই যে বেচারাম—এস, এস, তোমাকে দেখে অত্যন্ত প্রীত হলাম। তোমার সব মঙ্গল ?

বেচা। আপনার আশীর্ব্বাদে সকলে ভাল আছে। কিছুদিন আগে আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিলেন—নানান্ ঝঞ্ঝাটে তার উত্তর দিতে দেরি হলো দেখে, দুঃখ প্রকাশ কর্‌বার জন্য নিজেই এসেচি। আমার এই ক্ষুদ্র সাহায্য গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।

[দুইশত টাকা প্রদান।

মহামহো। তুমি খুব প্রশস্ত মনে সাহায্য করেচো। যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত তুমি সনাতন ধর্ম্মের মঙ্গল কামনা করে থাক, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন সমস্ত জীবন সুখ ও শান্তিতে কাটাও।

বেচা। এখান্‌কার ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াচ্চে, শান্তিতে দিন কাটাতে পার্‌বো, মনে হয় না।

মহামহো। (কিছু ব্যগ্রভাবে) অশান্তির কি কারণ হয়েচে ?

বেচা। কালীপদর ছেলে তারাপদর জন্য দেশে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হবে না।

মহামহো। (আশ্চর্য্যের ভাব দেখাইয়া) সে কি রকম ?

বেচা। তারপদ নাস্তিক হয়ে দেশটাকে উচ্ছন্ন দেবার যোগাড় কর্‌চে। যত সব নিম্নজাতির লোককে উচ্চ জাতির লোকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুল্‌চে। হিন্দু ধর্ম্মে তার বিন্দুমাত্র আস্থা নাই, তাতে বড় ক্ষতি ছিল না, কিন্তু এরূপ প্রকাশ্যভাবে তার বিরুদ্ধতা-চরণ করা সহ্য হয় না! দেবতা-ব্রাহ্মণে তার শ্রদ্ধা নাই, বলি তুলে দিয়েচে, এবার থেকে বাড়ির পূজোও তুলে দিচ্চে! পূজা, উপাসনা, এমন কি প্রার্থনার উপর, তার জাত-ক্রোধ! কালীপদর মত পুণ্যবান

লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ না করে, একটা ম্লেচ্ছের বাড়িতে তার জন্ম হলে মানাতো ভাল। আমার নিন্দা করে বেড়ান, তার সর্ব্বপ্রধান কাজ! আমার একমাত্র অপরাধ, আমি সনাতন ধর্ম্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী। আর ব্রাহ্মণেরা, স্বার্থের জন্য, জাতিভেদ সৃষ্টি করে যে সমাজকে রসাতলে দিয়েচে, একথা সে দিবারাত্রি প্রচার করে থাকে!

মহামহো। তারাপদর সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল—তার অহমিকাটা কিছু বেশি। একবার আমাদের সঙ্ঘের পক্ষ হতে একজন তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁকে স্পষ্ট বল্লে, আমাদের উদ্দেশ্যর সঙ্গে তার সহানুভূতি নাই! তার যে এতটা অধঃপতন হয়েচে, তা' জান্‌তাম্ না।

বেচা। আপনি অনেক সময়ে বাইরে থাকেন—তীর্থস্থান ঘুরে বেড়ান—তারাপদর উপদ্রব কিরূপ অসহ্য হয়েচে, ঠিক্ ধারণা কর্‌তে পার্‌চেন না।

মহামহো। তুমি যেরূপ বল্‌চো, দেখ্‌চি, সামাজিক-ভাবে তাকে শাসন করার প্রয়োজন হয়েচে।

বেচা। খুবই প্রয়োজন হয়েচে। তাকে সমাজ-চ্যুত না কর্‌লে, দেশের মঙ্গল নাই। সে এত উদ্ধত হয়েচে, সমাজকে এরূপ অবজ্ঞার চোখে দেখে, তার সঙ্গে সমাজের কোন সংশ্রব থাকাই উচিত নয়। আমি এ সম্বন্ধে একদিন বাচস্পতি ও বিদ্যারত্ন মশায়দের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম।

মহামহো। তাঁরা কি বল্লেন?

বেচা। তাঁরা তারাপদর ব্যবহারে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেচেন্, তবে আপনি অগ্রণী হয়ে না দাঁড়ালে, তাঁরা কিছু করতে ভরসা করেন

না। সকলেই আপনার উপর নির্ভর করে রয়েচে, সমাজকে এই অকালকুষ্মাণ্ডের পাগ্‌লামি হতে রক্ষা করবার জন্য।

মহামহো। আচ্ছা বেশ, আমি শীঘ্রই বাচস্পতি ও বিদ্যারত্নের সঙ্গে পরামর্শ করে, এর উচিত প্রতিকার কর্‌বো।

বেচা। একবার আপনার সঙ্ঘের লোক্‌দের—তারা সংখ্যায় বড় কম নয়—যা' করা উচিত বলে দিলে, তারাপদর যথেষ্ট শাস্তি হবে, তাকেই এস্থান ছেড়ে পালাতে হবে!

মহামহো। যথাবিহিত কর্‌তে আমি কুণ্ঠিত হবো না। সনাতন ধর্ম্মের যথার্থই দুর্দ্দিন উপস্থিত। মহামায়ার ইচ্ছা বোঝা ভার!

বেচা। আপনার আশ্বাস্‌-বাক্যে আমার মনের অশান্তি অনেকটা লাঘব হলো।　　　　[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ভোলানাথের গৃহ।

ভোলানাথ ও সতীনাথ।

সতী। তারাপদর ঋণ আমরা এ জীবনে শোধ দিতে পার্‌বো না।

ভোলা। কখনই না!

সতী। যে-ভাবে আমার দিন্‌গুলো কাট্‌ছিলো—মনের অবস্থা কেমন হয়েছিলো, জানো ভোলা?

ভোলা। তা'কি আর বুঝ্‌তে পারূচি না?

সতী। না বল্লে ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বে না। সকলেই বল্‌তো, সতে গায়ে কিছু মাখে না, হেসে-খেলে দিন্‌গুলো কাটিয়ে দেয়—ওগুলো কেবল বাইরের লোকের ভাসা-ভাসা ধারণা! এক্‌-এক্‌দিন,

রাত্তিরে ঘুম ভাঙ্গলে, মনের কষ্ট এম্‌নি বেড়ে উঠ্‌তো, পাছে স্ত্রী জান্‌তে পারে, নিঃশব্দে ঘরের বাইরে এসে খুব কাঁদতাম। কেঁদে মনটা কিছু হাল্‌কা হলে, শুতে যেতাম—এরকম কত রাত্তির কেটেচে! ভোলা, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?

ভোলা। করি কি করি-না, কখনো ভেবে দেখিনি। আমাদের মধ্যে ও সব কথাতো বড় ওঠে না!

সতী। যখন সংসার চালাতে পারৃচিনে, অসহায় হয়ে পড়েচি, তখন ঈশ্বরের কথা মনে উঠ্‌তো, কিন্তু মনের ভাবটা কিরকম হতো, জানো?

ভোলা। না বল্লে কি করে বুঝ্‌বো?

সতী। কষ্টে পড়ে ঈশ্বরকে ডাক্‌তে খুব লজ্জা বোধ হতো!

ভোলা। তাকি হবার কথা? কষ্টে পড়ে সকলে ভগবানকে ডাকে—এইতো লোক্‌দের মুখে শুন্‌তে পাই।

সতী। আমি তা পারি না। যাকে সুখের সময়ে ডাকিনি, তাকে দুঃখের সময়ে ডাক্‌তে লজ্জা করে—যে বন্ধুর খবর সুখের সময়ে নিইনি, কষ্টের সময়ে তার সাহায্য চাইতে খুবই লজ্জা হয়। তবে একদিন খুব ডেকেছিলাম—কবে, জানো?

ভোলা। বল, শুনি।

সতী। যেদিন হঠাৎ তারাপদ ডেকে কাজ দিলে, সেদিন খুব্‌ বেশি আহ্লাদ হয়েছিলো, মনের আহ্লাদে খুব ডেকেছিলাম। কতদিন চেষ্টা করেচি, তারাপদকে মনের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে, কিন্তু পারিনি—কথা তুল্লেই অন্য কথা তুলে চাপা দিতো! একদিন রাত্তিরে একলা পেয়ে, কোন বাধা না মেনে, মনের কৃতজ্ঞতা জানালাম। সে কি বল্লে, জানো?

ভোলা। খুব খুসী হলো ?

সতী। তারাপদ সে লোকই নয়! কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বল্লে, জগতের কর্ত্তা একজন, যাঁর ইচ্ছায় সব কাজ—অতি ছোট কাজটিও হয়ে থাকে। সাহায্য একজনই করে থাকে, আর সবাই উপলক্ষ! তারাপদ আমার বন্ধু ছিলো, কিন্তু সে-দিন থেকে আমার চোখে একজন দেবতা হয়েচে।

ভোলা। আমারই কি তারাপদর কাছে কম কৃতজ্ঞ হবার কথা—তোমার কথা শুনে ঝাঁ করে আমাকে কাজ দিলে! সকলেই বলে, ভোলার যে এরূপ অবস্থা ফির্‌বে, কখনও ভাবেনি।

সতী। তোমার কাজে কিন্তু তারাপদ খুব সন্তুষ্ট—কতবার আমাকে বলেচে।

ভোলা। মনের কথা বল্‌তে কি, তারাপদর মত মুনিবের কাজ প্রাণ দিয়েও কর্‌তে ইচ্ছা করে।

সতী। দেখ, ভোলা, আমাদের কৃতজ্ঞতার জোর্‌ কত, তার পরীক্ষার সময় এসেচে।

ভোলা। সে আবার কি ? কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা কি ?

সতী। তারাপদকে বিপদে ফেল্‌বার জন্য ঘোর ষড়যন্ত্র চলেচে,—এর মধ্যে বেশ্‌ একটা গোল পাকিয়ে তুলেচে! তার শত্রুরা রাষ্ট্র কর্‌চে, সনাতন ধর্ম্মলোপ করাই তরাপদর উদ্দেশ্য—হিন্দুমাত্রেরই সাবধান হওয়া উচিত!

ভোলা। বল কিহে, তারাপদর অনিষ্ট কর্‌তে পারে, এরকম লোক কি এ দেশে আছে ?

সতী। খুব্‌ আছে—যত নষ্টের গোড়া এই বেচারাম চৌধুরী। জানো তো বেচারামকে ? হাত উবুড় কর্‌বার সে পাত্র নয়! কেবল

দিতে বাধ্য হয়, হাকিম্‌দের ভয়ে—তার মত দুর্দ্দান্ত প্রজা-রক্তশোষক জমিদার এ দেশে আর নাই! আর কিছু দিয়ে থাকে, পরকালের সদ্গতির জন্য, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের। যারা ইহকাল্‌টা নচ্ছারামি করে কাটায়, তাদের পরকালের ভয় বেশি, তাই এখানে সময় থাক্‌তে ঘুষ্‌ দিয়ে রাখে! যার সাহস বেশি, সে দেয় সোজা ভগবানকে, মন্দির তুলে—আর যার বুকের তেমন জোর নাই, সে দেয় তাঁর কাছ্‌-ঘেঁষা লোকদের, এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত্‌দের!

ভোলা। তারাপদর ওপর সে এত চটা কিসে?

সতী। হিংসা! হিংসা! বুঝ্‌লে হে, ভোলানাথ, জগতে পনর আনা শত্রুতার কারণই তো হিংসা! যা নিজে করেনা, তা তারাপদকে কর্‌তে দেখে, বেচারামের হয়েচে মর্ম্মান্তিক্‌ গাত্রদাহ! তারাপদ দেশের সব ভাল কাজে সাহায্য করে, সকলের মুখে তার প্রশংসা—নূতন যে বিরাট অনুষ্ঠান আরম্ভ করেচে, সমস্ত ভারতবর্ষে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েচে—তাই হয়েচে বেচারামের গায়ের-জ্বালা! সে চায় ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, তারাপদকে বিপদে ফেলে, লোকদের কাছে তাকে অপদস্ত কর্‌তে, তাই ক্ষেপিয়ে দিয়েচে মহামহো-পাধ্যায়ের দলকে তার বিরুদ্ধে! বুদ্ধির বাহাদুরি আছে, অল্প খরচে, তার শত্রুতা সাধনের বেশ্‌ একটা মতলব ফেঁদেচে। জানো তো, ঐ দলের ভেতর কেমন সব রোকা লোক আছে?

ভোলা। খুব জানি। আমার এক ভাইপো যে দিন-কতক ঐ দলে মিশেচে। খুব লম্বা ফোঁটা কাটে, আর মাঝে মাঝে লুচি-মণ্ডা খেয়ে এসে, ঢেকুর তুলে, পাড়ার লোকদের কাছে খুব আস্ফালন করে! তাদের মত্‌লবটা কি বলতো—তারাপদকে কি-ভাবে তারা বিপন্ন কর্‌তে চায়?

সতী। তাদের মতলব হাসিল কর্‌বার্ উপায় খুব সোজা—আজ-কাল তো ঐ উপায় সব দলের লোকেরা অবলম্বন কর্‌চে। কতগুলো লোক যোগাড় করে, যার ওপর চটা, তাকে প্রথম শাসানো, তাতে কাজ উদ্ধার না হয়, তাকে উত্তম-মধ্যম দেওয়া! সেদিন দেখ্‌লাম, আমাদের শিক্ষাভবনের আশ্‌-পাশে, ঐ দলের জন-কতক ঘুরে বেড়াচ্চে।

ভোলা। (ক্রুদ্ধ হইয়া) কার এত বড় সাধ্য, আমি থাক্‌তে তারাপদর গায়ে হাত তোলে? জানো তো, আমার ছেলে-বেলাটা কিভাবে কেটেচে? কাকা অনেক চেষ্টা করেও, আমাকে লেখা পড়া শেখাতে পারেন-নি, আমার গোড়া থেকে ঝোঁক, কুস্তি খেলার দিকে—দিন-রাত্তির্ ঐ নিয়ে থাক্‌তাম। শেষে কাকা হাল্ ছেড়ে দিলেন। ফলে কি হয়েচে, তাও জানো—ভোলানাথের আখ্‌ড়ার নাম কল্‌কাতা পর্য্যন্ত রাষ্ট্র! এদেশে আমার সাগ্‌রেত্‌ খুব কমে পাঁচশো আছে, যার মধ্যে অন্ততঃ দুশো জন শরীর এরকম পাকিয়েচে, খালি হাতে একজন দশ-জনকে ভূমিশায়ী কর্‌তে পারে—আর জন পঁচিশ যদি লাঠি নিয়ে দাঁড়ায়, একগ্রাম লোক্‌কে গঙ্গা-পার করে দিয়ে আস্‌তে পারে! তারা সব ভোলা ওস্তাদের নামে শফৎ করে! আমি একবার ইঙ্গিত কর্‌লে হলো—কোথা লাগে তোমার নাঁদাপেটা মহামহোপাধ্যায়ের দল? ভোলা বেঁচে থাক্‌তে, তারাপদর গায়ে আঁচড়টিও দিতে সাহস করে, এরূপ লোক জন্মাইনি।

সতী। আমি সব জানি, ভোলা, তাই কথাটা তোমার কাছে তুল্লাম্। কেবল বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিলাম, বিপদের সময়ে তারাপদকে সাহায্য কর্‌বার্ তোমার মনের বল কতটা।

ভোলা। আমাকে কি জিগ্‌গেস্ করা দরকার? তোমার মন দিয়ে আমার মনের ভাবটা বুঝে নিতে পার্‌তে।

সতী। ভোলা, আমারও দল-বল আছে। আমিও বাড়ির খেয়ে অনেক কাল্ বোনের মোষ চরিয়ে বেড়িয়েছিলাম। খুব্ কমে দশ্ খানা গ্রামের যোয়ানের দল আমার কথার বাধ্য। তবে একটা বিষয়ের জন্য আমাকে কিছু ভাব্‌তে হচ্চে।

ভোলা। কি বলতো? তুমি যেরকম মাথা খাটিয়ে সব-দিক ভাব্‌তে পারো, তার সিকি ক্ষমতা আমার নাই।

সতী। তারাপদ যেরকম ভাল মানুষ—তার মনটা যেমন নরম—দাঙ্গা হাঙ্গামা সে একেবারেই পছন্দ করে না। কিন্তু যে রকম গতিক্ দেখচি, মহামহোপাধ্যায়ের দল তার ওপর অত্যাচার কর্‌তে কোমর বেঁধে রয়েচে।

ভোলা। আমরা গোপনে, এম্‌নি কৌশলে, কাজ হাসিল কর্‌বো, কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না, এর ভেতর আমরা আছি।

সতী। আমিও তাই ভেবেচি। নিরীহ লোকের মত অত্যাচার হজম্ কর্‌বার্ ইচ্ছা আমার মোটেই নাই। তা'হলে, তোমার বিশ্বাসী সাগ্‌রেতদের মধ্যে কথাটা একবার তুলে রেখো।

ভোলা। নিশ্চয়ই রাখবো।

সতী। সন্ধ্যার পর যেন দেখা হয়—কথাটা খুব গোপনে রাখবে।

ভোলা। তা'আর বল্‌তে হবেনা—আমি তোমার বাড়ি গিয়ে দেখা কর্‌বো।

[সতীনাথের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

তারাপদর অন্তঃপুর।

ভূপতির প্রবেশ।

ভূপ। তারাপদ সঙ্গে নিয়ে যায় সুবাতাস, রেখে আসে এম্‌নি একটি সৌরভ, যার আমোদে আকৃষ্ট হয়ে লোকেরা তার উদ্দেশ্য সাধন কর্‌তে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। ধীরে-ধীরে বড় কথাগুলি এম্‌নি সরল ও সরস ভাবে প্রকাশ করে, তার সঙ্গে একমত হ'তে কারোও বেশি সময় লাগে না। তার কাজে ঊর্ম্মিলা ও নীলিমার উৎসাহ একটা দেখবার জিনিষ। ছোট-ছোট মেয়েদের পড়া বলে দিয়ে, গ্রামের ভেতর ঘুরে স্ত্রীলোক্‌দের সঙ্গে নানাবিধ কথা কয়ে, তারা যখন ফিরে আসে, তাদের আনন্দ-মাখা মুখ দেখলে যথার্থই হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

(নেপথ্যে ঊর্ম্মিলা ও নীলিমার গীত, মৃদঙ্গের সঙ্গে)

সুন্দর প্রভু, সুন্দর বিভু,
মঙ্গল সব দেখ হে।
প্রেম পরশে, জাগে হরষে,
নিতি মোহন রূপে হে।
আবর খুলি, পুলকে তুলি,
প্রীতি পরাগ মাখ হে।

(গানের শেষে, ঊর্ম্মিলা ও নীলিমার প্রবেশ)

ভূপ। তোমাদের কাল্‌কের খবর কি বল।

নীলি। দাদা, তুমি যদি কাল সঙ্গে যেতে, আমাদের চেয়েও তোমার বেশি আহ্লাদ হতো। মেয়েদের শেখ্‌বার আগ্রহ দেখ্‌লে আমাদের উৎসাহ বেড়ে ওঠে। তারা এত কম বিষয়ের খবর রাখে,

আর যাও জানে তার ভেতরে এত বেশি ভুল, দেখ্‌লে ভারি কষ্ট হয়। তবে একবার বুঝিয়ে দিলে, কথাগুলো বেশ যত্ন করে মনে রাখে। একজনের বাড়িতে গিয়ে দেখ্‌লাম, একটি স্ত্রীলোক নিজের কাণ মলে, গালে চড় মেরে, কেবলই নাকে খত দিচ্চে! আমি জিগ্‌গেস্‌ কর্‌লাম, তুমি ওরকম কর্‌চো কেন? সে কেঁদে বল্লে, মা, আমার পাপের বোঝা এত বেশি, ক্ষমার আশা মোটেই করিনে—বেঁচে থেকে মনে সুখ নাই, মরে পরকালেও শান্তি পাবো না! আমি তাকে বল্লাম্‌, এত বড় সাজান জগতে, একটিও ছোট জিনিষ—কুট গাছ্‌টিও—আমরা সৃষ্টি করিনি, আমাদের বুদ্ধির দৌড় এত, কেবল কি আমাদের ক্ষমতা আছে, পাপের সৃষ্টি করা? তারপর, তাকে বোঝালাম, আমরা তো এই জগৎ-সৃষ্টির ভেতর ইচ্ছা করে আসিনি—যে আমাদের এনেচে, যতটুকু বুদ্ধি, যতটুকু ক্ষমতা দিয়েচে, তাই খাটিয়ে দিন কাটাচ্চি, এতে দোষই বা কি, পাপই বা কি? আস্তে আস্তে যেমন বুদ্ধি বাড়্‌বে, তেম্‌নি ভাল বুঝ্‌তে পার্‌বো, ভাল কাজও কর্‌বো! মনের বল ক্রমশঃ বাড়লে, যাকে মন্দ কাজ বলি, তা' কর্‌বার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌বো, তখন ভুল-ভ্রান্তি করা উঠেই যাবে! কিছুক্ষণ সে স্ত্রীলোক চুপ করে রইলো, তারপর কাঁদ-কাঁদ ভাবে বল্লে, এসব কথা কি সত্যি, মা?

ঊর্ম্মি। তখন আমি বল্লাম্‌, ঐ সব কথাই ধ্রুব সত্য, আর যা' সব্‌ শুনেচো, বিশ্বাস্‌ করেচো, তা' সবই মন্‌গড়া কথা, আষাঢ়ে গল্প—যার যখন মনে এসেচে, একটা করে গল্প ফেঁদেচে, ভয় দেখাবার না-হয় প্রভুত্ব কর্‌বার জন্য!

নীলি। বৌদি সুন্দর বুঝিয়ে বলেছিলেন। তারপর, স্ত্রীলোকটি খুব কেঁদে বল্লে, মা মনে বড় আশ্বাস্‌ পেলাম, তোমাদের বাড়িতে গিয়ে আবার এসব কথা শুনে আস্‌বো।

ভূপ। তোমরা এসব কথা জান্‌লে কি করে—পেলে কোথায় ?

নীলি। কেন, আমরা তারাপদ বাবুর নতুন বই বেশ ভাল করে পড়েচি—কেমন সুন্দর ভাবে এ সব কথা তাতে বোঝান আছে—আমাদের বুঝ্‌তে মোটেই কষ্ট হয়নি। সত্য কথা বুঝতে সময় লাগে না, মনে ঠিক্‌ গিয়ে লাগে, যত গোল হয়, বোঝ্‌বার সময়ে, এই সব অদ্ভুত কাল্পনিক্‌ কথা! কাল্পনিক্‌ কথা ও গল্পে আমাদের দেশ এম্‌নি ছেয়ে ফেলেচে, সরল সত্যের প্রতি লোক্‌দের টান কমে গিয়ে, কেবল যত আজগুবি কথার জন্য আকর্ষণ বেড়েচে!

ভূপ। তোমরা কল্‌কাতায় ফিরে যাবে না ? এখানে যে অনেক দিন থাকা হলো।

নীলি। কল্‌কাতায় গিয়ে কেবল থিয়েটার্‌-বায়স্কোপ দেখে ঘুরে বেড়ান, আর কে নূতন ধরণের কাপড় কিনেচে, না হয় গহনা গড়িয়েচে, তার গল্প শোনা, আর না হয়, এর-তার নিন্দা করা—এই তো কাজ ? তার চেয়ে এখানে সময় বেশ ভাল কাট্‌চে। দাদা, তুমি বাবাকে লেখো, তিনি আমাদের যেন আরও কিছুদিন রাখেন।

ঊর্ম্মি। আমারও এখানে আরো কিছুদিন থাক্‌বার খুবই ইচ্ছা।

নীলি। আমরা যাই—আমাদের অনেক কাজ। চল, বৌদি, আবার সন্ধ্যার সময়ে এসে গল্প করা যাবে।

[ঊর্ম্মিলা ও নীলিমার প্রস্থান।

(নেপথ্যে, নীলিমা ও ঊর্ম্মিলার গীত, মৃদঙ্গের সঙ্গে,
"সুন্দর প্রভু" ইত্যাদি)

ভূপ। এদের সঙ্গে কথা কইবার পর, তারাপদর মহৎ কাজের অন্য পরিচয় দেবার দরকার করে না।

তারাপদর প্রবেশ।

তারা। (একখানা চিঠি পকেট হইতে বাহির করিয়া) তুমি কি বিশ্বাস্ কর্‌বে, যদি আমি বলি যে সর্ব্বানন্দ মহারাজ—যাঁর পিতৃদত্ত নাম হচ্চে ভূপেন্দ্র—আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, প্রচারের কাজে সাহায্য কর্‌তে ইচ্ছা করেন ?

ভূপ। তুমি বল্‌চো, তাই একেবারে অবিশ্বাস্ কর্‌তে পার্‌চি না, আর কেউ বল্লে হেসে উড়িয়ে দিতাম।

তারা। তুমি জানো, আমি একজন বিদ্বান, হিন্দু দর্শনে পণ্ডিত ও আত্মতত্ত্বে আস্থাবান সুবক্তার অনুসন্ধান কর্‌চি—যোগ্য ব্যক্তিকে, খরচ বাদে, মাসে পাঁচশত টাকা দেবো প্রকাশ করেচি। ঐ সংবাদ পেয়ে সর্ব্বানন্দ আমাকে এই চিঠি লিখেচেন (চিঠি প্রদান)।

ভূপ। (চিঠি পড়িয়া) তাঁদের ভেতর দলাদলির জন্য চলে আস্‌তে ইচ্ছা করেন, লিখেচেন।

তারা। হ্যাঁ। তোমার কি মত—সর্ব্বানন্দকে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে ?

ভূপ। যারা খ্যাতি কিংবা অর্থের জন্য প্রচারের কাজ করে বেড়ায়, আর প্রয়োজন-মত নিজের বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করে, তারা যতই কেন শিক্ষিত হোক্, তোমার কাজের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য।

তারা। আমারও তাই মত। তবে, তিনি মনে কষ্ট না পান্ তাই চিঠির একটা জবাব্ দেবো ভেবেচি।

ভূপ। বেশ, তাই দিও। কাল রাত্তিরে তোমার ফিরতে এতো দেরি হলো কেন ?

তারা। কাল্‌কের ঘটনা তুমি শোন-নি ?

ভূপ। কই, না—কি হয়েচে ?

তারা। সন্ধ্যার কিছু পরে, আমাদের জন-কতক প্রচারক, অভ্যাসমত গঙ্গার ধার থেকে গান গেয়ে ফিরে আস্‌চে—আমাদের যোগ-ভবনের কাছে এসেচে—এমন সময়ে হঠাৎ মহামহোপাধ্যায়ের দলের পঁচিশ্‌-ত্রিশ্‌ জন লোক তাদের পথ আট্‌কে, "বিধর্মী," "ম্লেচ্ছ" ইত্যাদি বলে খুব গালাগাল্‌ দিতে লাগ্‌লো। আমাদের যোগেশ তাদের গালাগাল্‌ দিতে নিষেধ করে, পথ ছেড়ে দিতে বল্লে। তখন যোগেশকে একজন ধাক্কা মেরে চিৎকার করে বল্লে, সব্‌ বিধর্মীকে মেরে ফেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও! ঠিক ঐ সময়ে, হঠাৎ চারদিক্‌ থেকে দুশো' লোক এসে তাদের ঘিরে ফেলে মারবার জন্য উদ্যত হলো! তাদের ভেতর একজন চেঁচিয়ে বল্লে, "বিধর্মী যদি কেউ হয়, তারা ঐ ভুঁড়িওয়ালা দলের লোকেরা, যারা সমাজের বুকের উপর বসে, তার নিঃশ্বাস্‌ রোধ করে আন্‌চে।" যদি যোগেশ না তাদের থামাতো, মহামহোপাধ্যায়ের লোকেরা বেদম্‌ মার খেতো। আজ কদিন শুন্‌চি, আমাকে একঘরে কর্‌বার্‌ প্রস্তাব সঙ্ঘের পাণ্ডারা আন্‌তে চায়, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা তার বিরুদ্ধে দেখে, সভা ডাকা হচ্চে না।

ভূপ। ভাল কাজ কর্‌তে গিয়ে এত গোলে যে পড়্‌তে হয়, তাতো জান্‌তাম না।

তারা। এ সব কাজের নিয়মই ঐরূপ! এ অতি সামান্য ব্যাপার—সত্যের প্রচার কর্‌তে গিয়ে কতলোক প্রাণ দিয়েচে! তুমি কিছু ভেবো না, আমি দেশের লোক্‌দের বেশ্‌ চিনি—যখন একধার থেকে সব বিগ্রহ ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিয়েছিলো, তখন দু'-দশটা লোক্‌কে প্রাণ দিতে শুনি-নি, এতো নিজেদের ভেতর বাজে ঝগ্‌ড়া!

ষষ্ঠ দৃশ্য

বেচারামের বৈঠকখানা।

বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বাপ্‌রে বাপ্, খুব ফেঁসাদেই ফেলেচে! এ দেখ্‌চি উল্টো উৎপত্তি! (উচ্চৈঃস্বরে) হোরে! ওরে ব্যাটা হোরে!

(নেপথ্যে—"এজ্ঞে, যাই!")

যাই—যাই—বেটাচ্ছেলে!

(হরিধন তাড়াতাড়ি আসিয়া বেচারামের ছড়ি ও চাদর লইয়া, জুতা ও মোজা খুলিতে লাগিল)

জান্‌তে পার্‌চিস্ আমি গাড়ি থেকে নাম্‌লাম, তবুও খবর নাই!

হরি। এজ্ঞে—আস্‌চেন জান্‌তে পেরে, তামাক ঠিক করে রাখছিলাম—

বেচা। (বিকৃতস্বরে) তোর তামাক ঠিক করার মানে তো বেশ্ করে কল্‌কেতে টান দিয়ে পেসাদ্ করে দেওয়া?

হরি। (বেচারামের গায়ের জামা খুলিতেছিল) এজ্ঞে, অমন্ কাজ করতে কি কখনো ভরসা করি?

[লাঠি ইত্যাদি লইয়া হরিধনের প্রস্থান।

রামকান্তের প্রবেশ।

রাম। সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো?

বেচা। খুব্ দেখা হলো—

(গড়গড়া লইয়া হরিধনের প্রবেশ ও রাখিয়া প্রস্থান)

(তামাক টানিতে টানিতে) খুব বিপদেই ফেলেচে, ব্যাটারা! মহামহোপাধ্যায়ের সাহায্য নিয়ে যা' হলো, তা'তো জানো, এখন

দেখচি তার ধাক্কা সাম্‌লাতে খুব বেগ পেতে হবে। সাহেবের কাণে কে তু'লেচে, সে দিন তারাপদর লোকের সঙ্গে রাস্তায় যে হাঙ্গামাটা হলো, তার গোড়া আমি! আমি সঙ্ঘের লোকদের তারাপদর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ঐ কাণ্ডটা করিয়েচি! আমার সঙ্গে তারাপদর যে খুব সদ্ভাব, তাকে ছেলের মত স্নেহ করি, অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লাম, কিছুতেই সাহেবের সন্দেহ যায় না। তারাপদর মত দেশহিতৈষী তিনি খুব কম দেখেচেন, তার সঙ্গে শত্রুতা করা আর দেশের অমঙ্গল সাধন করা একই কথা—কত কি বল্লেন! অবশেষে, যক্ষ্মার হাঁসপাতালের জন্য আর এক দফা চাঁদা দিয়ে, কোন রকমে ঠাণ্ডা করে এসেচি!

রাম। আজ্ঞে, আমাদের সময়টা বড় খারাপ যাচ্চে—

বেচা। (ব্যগ্র হইয়া) কেন, আবার কিছু হয়েচে নাকি?

রাম। মফঃস্বলের তিন জায়গা থেকে নায়েব্‌রা চিঠি লিখেচে যে, প্রজারা সব্ সভা করে ঠিক করেচে, যত-দিন না তাদের ওপর অত্যাচার কমে—তাদের কতগুলো আবেদন মঞ্জুর করা না হয়—তারা খাজ্‌না দেবে না!

বেচা। (অত্যন্ত রাগিয়া) আমাদের হিন্দুস্থানী বর্‌কন্দাজের দল কি কর্‌চে? দিন্-দিন্ বেশি ডাল্-রুটি হজম্ করে কেবল নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাচ্চে?

রাম। আজ্ঞে, সেদিন আর নাই যে, জনকতক লাঠি হাতে লাল্-পাগ্‌ড়িওয়ালা লোক দেখলে ভয়ে প্রজারা নায়েবের অত্যাচার নিঃশব্দে সহ্য কর্‌বে! এখন গ্রামে-গ্রামে প্রজারা সভা-সমিতি করে, একযোগ হয়ে কাজ কর্‌চে, আর তাদের উৎসাহ দিয়ে বেড়াচ্চে যত সব ভলেন্টিয়ার—দেশহিতৈষী দলের লোকেরা!

বেচা। (চিন্তিত হইয়া) তুমি কি কর্‌তে বল ?

রাম। যেমন দেখ্‌চি, এ কিস্তির রাজস্ব ঘর থেকে দিতে হবে, কিন্তু প্রজাদের সঙ্গে গোলযোগ শীগ্‌গীর মিটিয়ে না ফেল্লে, খুবই ক্ষতিগ্রস্থ ও অপদস্ত হতে হবে। যতটা খবর পেয়েচি, মফঃস্বলের এ অশান্তিটা স্বাভাবিক ভাবে হয় নি—এটা একটা ষড়যন্ত্রের ফল।

বেচা। (ভীতস্বরে) আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! কে কর্‌চে ? তুমি যা' জান্‌তে পেরেচো, শীগ্‌গীর খুলে বল।

রাম। তারাপদর বিরুদ্ধে মহামহোপাধ্যায়ের কাছে সাহায্য চাওয়াটাই যত গোলের কারণ হয়েচে।

বেচা। তারাপদ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর্‌চে ?

রাম। তারাপদ এসব বিষয়ের কোন খবরই রাখে না। সত্য কথা বল্‌তে গেলে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তার মত যাই হোক্, তার মত উঁচু মনের লোক খুব কম দেখা যায়—সে কারোও অনিষ্ট কর্‌বার কথা ভাব্‌তে পারে না।

বেচা। তবে এসব গোলযোগ তার পক্ষ হয়ে কে কর্‌চে ?

রাম। এই যে সেদিন প্রায় দু'শো' লোক মাল্‌কোঁচা মেরে মহামহোপাধ্যায়ের দল্‌কে ঘিরে মার্‌তে উদ্যত হলো—এটা কি আপনি মনে করেন একটা আকস্মিক্ ঘটনা ?

বেচা। আমি তাই ভেবেছিলাম।

রাম। একেবারেই নয়। যারা মাথা খাটিয়ে সনাতন-দলের মত্‌লব জান্‌তে পেরে, অতগুলো লোক ঠিক্ স্থানে যোট্‌পাট্ করে রেখেছিলো, তারাই মাথা খাটিয়ে আপনার বিরুদ্ধে মফঃস্বলের প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেচে!

বেচা। বটে—তারা কারা ?

রাম। কায়েত্-পাড়ার রাধানাথ রায়ের ছেলে সতীনাথকে আপনি জানেন—

বেচা। খুব্ জানি—যে বকাটের একশেষ, ভদ্রলোকের ছেলেদের মাথা খেয়ে কেবল আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, আর থিয়েটার-যাত্রা করে ঘোরে—সেই ছোক্‌রার কথা বল্‌চো তো?

রাম। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সতীনাথ। আর সেই ভোলা ওস্তাদ্, যার কুস্তির আখ্ড়া ছিল, তাকে নিশ্চয় জানেন?

বেচা। খুব্ জানি—যত সব গুণ্ডার সর্দ্দার?

রাম। আজ্ঞে, সেই ভোলানাথ। কিন্তু সেই সতীনাথ ও ভোলানাথ আর আগের মত নাই। যেমন চৈতন্যদেবের সংসর্গে এসে জগাই-মাধাইয়ের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছিলো, এদেরও তেমনি তারাপদর সংসর্গে এসে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েচে! তারা দু'জনই এখন তারাপদর অধীনে কাজ করে, দুজনই খুব ভাল ধর্ম্ম-ভীরু কর্ম্মচারী হয়েচে। কিন্তু কেউ তারাপদর অনিষ্ট কর্‌তে ইচ্ছা করে জান্‌তে পার্‌লে, তার সর্ব্বনাশ না করে ছাড়ে না—তারাপদর জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা এত গভীর। দু'জনের মধ্যে সতীনাথ খুব্ বুদ্ধিমান। তারাপদর কাজে সংশ্লিষ্ট থেকে তার এখন খুব খাতির-প্রতিপত্তি। ইচ্ছা কর্‌লে সে পাঁচ্‌শো লোক ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে অনায়াসে যোগাড় কর্‌তে পারে। আর দেশের যত গুণ্ডারা ভোলা ওস্তাদের সাগ্‌রেত্। এদের বিরুদ্ধে কি মহামহোপাধ্যায়ের দল দাঁড়াতে পারে? সতীনাথ মাথা খাটিয়ে ভলেণ্টিয়ারদের সাহায্যে আপনার প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুলেচে। এমন গোপনে ও কৌশলে কাজ কর্‌চে, তাদের ধরবার-ছোঁবার যো নাই। তারাপদ নিজেই জানে না যে তারা এসবের ভেতর আছে!

বেচা। তুমি এখন কি কর্‌তে পরামর্শ দাও?

রাম। জন কতক্ বামুন-পণ্ডিত ছাড়া, দেশের সমস্ত লোকেরা তারাপদর দিকে—নিজে ম্যাজিষ্ট্রেট্ তার প্রশংসা করে থাকেন, আপনি জানেন। আমার মতে, তারাপদর সঙ্গে আর শত্রুতা করে কাজ নাই—তার সঙ্গে মিলে-মিশে থাক্‌লে সব উৎপাতের শান্তি হয়।

বেচা। ঠিক বল্‌চো—মফঃস্বলের গোলযোগ তা'হলে মিট্‌বে?

রাম। আজ্ঞে, ঠিক্ বল্‌চি, সব গোল মিট্‌বে। আপনার বিরুদ্ধে যাবার সতীনাথ ও ভোলানাথের অন্য কোন কারণ নাই।

বেচা। আচ্ছা, বেশ্, আমি এর প্রতিকার কালই করে আস্‌চি।

রাম। আপনি কি কর্‌তে ইচ্ছা করেন?

বেচা। কালই আমি তারাপদর বাড়ি গিয়ে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে আস্‌বো।

রাম। সত্যই আপনি যাবেন?

বেচা। নিশ্চয়ই যাবো। এই যে সাহেবের কাছে সেজে-গুজে গিয়ে এত খোষামোদ করে আসি—যতক্ষণ না বস্‌তে বলে, এই শরীর নিয়ে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি—চাঁদার খাতায় সুড়-সুড় করে সই দিই, এসব্ কিসের জন্য? সাহেব কি আমার গুরুপুত্র না শ্বশুরের ছেলে? যাতে জমিদারির কাজ—আদায়-তহসিলের কাজ—নিজের হুকুম মত চলে, সেজন্যই সাহেবের এত খোষামোদ! যদি তারাপদর কাছে গেলে, মফঃস্বলের এত বড় গোল মিটে যায়, একবার কেন, পাঁচবার, যাবো—রেখে দাও তোমার সনাতন-দলের ধর্ম্মের কচ্‌কচি!

রাম। আপনি খুবই ভাল বিবেচনা করেচেন—তা'হলে খুবই ভাল হয়, নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

সপ্তম দৃশ্য

তারাপদর বৈঠকখানা।

তারাপদ ও ভূপতি কথোপকথন করিতেছিলেন।

সতীনাথের প্রবেশ।

তারা। শিক্ষা-ভবনে মেয়েদের আন্‌বার জন্য বাসের ব্যবস্থা কতদূর হলো?

সতী। তিন্ খানা বাস্ কাল আস্‌বে, আর দু'খানা এই সপ্তাহের শেষে পাঠাবে বলেচে।

তারা। খুব শীগ্‌গীর্ তারা পাঠাচ্চে, দেখ্‌চি।

সতী। আমি কল্‌কাতায় গিয়ে তাদের অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে এসেচি, বলেচি, সময়ে সব জিনিষ দিলে, ভবিষ্যতে তাদেরই কেবল কাজ দেওয়া যাবে।

তারা। তাই হবে। কারখানার কাজ বেশ-চলেচে?

সতী। এবার যে চার্ জন মিস্ত্রী এনেচি, তারা বাঙ্গালী ও খুব্ দক্ষ। সাহেব্‌দের কারখানায় কাজ কর্‌তো, বাঙ্গালী কারখানা খুলেচে জান্‌তে পেরে, তারা খুব আগ্রহ করে এসেচে। তাদের থাক্‌বার জায়গা দেওয়া হয়েচে—তাতে তারা খুব খুসী। অল্প-শিক্ষিত লোক্‌দের তারা খুব যত্নে কাজ শেখাচ্চে।

তারা। খুব ভাল ব্যবস্থা করেচো। তোমার মা ভাল আছেন?

সতী। বেশ্ সেরে উঠেচেন, তবে কেবলই বল্‌চেন, কাশী পাঠিয়ে দিতে।

তারা। তার জন্য চিন্তা কি? তুমি আমাকে এতদিন বলনি কেন? আমাদের কাশীর বাড়িতে তিনি স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারেন।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। বেচারাম বাবু, তাঁর সদরের ম্যানেজার্ রামকান্ত বাবুকে সঙ্গে নিয়ে, আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেচেন।

তারা। তাঁদের নিয়ে এসো।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

আমি বেচারাম বাবুর বাড়ি বড় যাই না—তাতে তিনি হলেন মহমোহপাধ্যায়ের দলের একজন মস্ত পাণ্ডা।

ভূপ। ইনি কি সেই বেচারাম বাবু, যাঁর নায়েব দুজন প্রজাকে মার্‌তে-মার্‌তে মেরে ফেলেছিলো ?

সতী। হ্যাঁ, সেই বেচারাম বাবু।

বেচারাম, রামকান্ত ও ভোলানাথের প্রবেশ।

তারা। আসুন। আপনি আমাকে খুব লজ্জা দিলেন—অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেতে পারিনি।

বেচা। (উচ্চ-হাস্য করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ, তাতে কি হয়েচে ? দেখা হলেই হলো—তা তুমি আমার বাড়িতে যাও, না হয় আমি তোমার বাড়িতে আসি—হাঃ হাঃ হাঃ! আমি বাপু সেকালের লোক, আজ-কাল্‌কার ধরণ বড় বুঝিসুঝি না—বাড়িতে কেউ এলে তবে তার বাড়িতে যেতে হবে, এ নিয়ম বড় মানি না! হাঃ হাঃ হাঃ, তাতে তুমি হলে কিনা আমার বাল্যবন্ধু কালীপদর ছেলে!

রাম। কালীপদ বাবুর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা খুবই ছিলো। অনেক বিষয়ে, তিনি আপনার পরামর্শ—আপনিও তাঁর পরামর্শ—না নিয়ে কাজ কর্‌তেন না।

বেচা। আমাদের হরি-হর আত্মা ছিল! দেখ, তারাপদ, আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে কেন এসেচি, জানো ?

তারা। বলুন, কি জন্য—আপনার যদি কোন প্রয়োজন সাধন কর্‌তে পারি, অত্যন্ত আহ্লাদিত হবো।

বেচ,। হাঃ হাঃ হাঃ, তা ত হবেই! কিন্তু সেটা কি কাজের কথা হলো? আমি হচ্চি তোমার পিতার বন্ধু, সম্পর্কে বড়, আমারই কর্ত্তব্য, তোমাকে সব্‌ বিষয়ে সাহায্য করা। যাক্‌ সে কথা। কাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছিলাম—ছিলাম জোর কুড়ি মিনিট, কিন্তু তার অর্দ্ধেকটা সময় তিনি তোমার প্রশংসা আমার কাছে করেচেন! তোমার মত দেশ-হিতৈষী তিনি খুব কম দেখেচেন, বল্লেন—শুনে আমার এতটা আহ্লাদ হলো, প্রকাশ কর্‌তে পারিনে। আমিও তোমার খুব প্রশংসা কর্‌লাম! তাই আর থাক্‌তে না পেরে, তোমাকে বল্‌তে এসেচি—তুমি হলে কিনা আমার বাল্যবন্ধু কালীপদর ছেলে!

(ভজহরির তামাক লইয়া প্রবেশ ও আলবোলার নল বেচারামের হাতে দিয়া, প্রণাম করিয়া, প্রস্থান)

তারা। আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন—সাহেব খুবই বাড়িয়ে বলেচেন।

বেচা। (তামাক টানিতে টানিতে) মোটেই নয়। আমরা তো দেখ্‌চি—আমাদেরও বোঝবার ক্ষমতা আছে—এক তিলও বাড়িয়ে বলেন-নি! দেখ, তারাপদ, একদিন মনে কর্‌চি তোমার শিক্ষাভবন, যোগ-ভবন, কার্‌খানা, সব্‌ দেখে আস্‌বো। যেদিন তোমার সুবিধে হয়, আমাকে সংবাদ দেবে।

তারা। আপনার যেদিন সুবিধে হবে, আমি গিয়ে নিয়ে আস্‌বো।

বেচা। খুব সন্তুষ্ট হলাম! হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি আমার বাল্যবন্ধুর

ছেলে, খুব সন্তুষ্ট হলাম! (সতীনাথের দিকে চাহিয়া) ওকে, সতীনাথ, না ?

সতী। আজ্ঞে, হ্যাঁ, আমি সতীনাথ।

বেচা। অনেক দিন তোমাকে দেখিনি—তুমি আমাদের পাড়ায় আর বড় যাও না ? তারাপদ, সতীনাথের খুব বুদ্ধি, লোকও খুব ভাল—সময়ে লেখাপড়া শিখ্‌লে ও একজন হাকিমের দরের লোক হতে পার্‌তো। তুমি তারাপদর কাছে আছ তো ?

সতী। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বেচা। তা, বেশ্‌, খুব উন্নতি হবে। (ভোলানাথের দিকে চাহিয়া) তুমিও তারাপদর কাজ কর, বল্লে না ?

ভোলা। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বেচা। তা, বেশ্‌, বেশ্‌! ভোলানাথের মত লোক জমিদারের কাছে থাক্‌লে, তার অর্দ্ধেক ভাবনা থাকে না—হাঃ হাঃ হাঃ। তবে, আজ উঠি, যেদিন তোমার ফুর্‌সৎ হয়, আমাকে সংবাদ দেবে—তুমি হচ্চো আমার বাল্যবন্ধুর ছেলে!

তারা। যে আজ্ঞে।

[বেচারাম ও রামকান্তের প্রস্থান।

ভূপ। চল, আমরা একবার স্বরূপ স্বামীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

তারা। তাই, চল।

[ভূপতি ও তারাপদর প্রস্থান।

সতী। ভোলা, ব্যাপার্‌টা কিছু বুঝ্‌লে ?

ভোলা। এখনও মাথা ঠিক্‌ করে বুঝ্‌তে চেষ্টা করিনি—বেচারামকে আস্‌তে দেখে তো আমার আক্কেল্‌ একেবারে গুড়্‌ুম্‌ হয়ে গেছিলো!

সতী। বেচারাম তারাপদর সঙ্গে মেট্‌মাট্‌ করতে এসেছিলো, বুঝ্‌লে, ভোলা! একদল লোক আছে, গুঁতো না খেলে যাদের সুবুদ্ধি আসে না—বেচারাম সেই দলের! এখানে আর নয়, চল, বাড়িতে গিয়ে সব কথা হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

অবসর কুটির।

স্বরূপ স্বামী ও রাজলক্ষ্মী আসীন।

স্বরূপ। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ন।

রাজ। প্রস্তুত অনেক দিন হয়ে আছি—তারাপদকে যাবার কথা এখনও বলিনি।

স্বরূপ। যখন উচিত মনে কর্‌বেন, বল্‌বেন। বিবাহে তার কোন আপত্তি নাই ?

রাজ। বিবাহ কর্‌তে সে কখনও আপত্তি করে-নি। সে বলে, গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ না কর্‌লে, মানুষের জীবন অসম্পূর্ণ থাকে—কেবল নিজের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্থির না করে, বিবাহ কর্‌বে না, বলেছিলো। তার সব কাজে নীলিমার উৎসাহ দেখে, নীলিমার জন্য তার আন্তরিক টান হয়েচে। নীলিমার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করাতে, সে প্রফুল্ল-চিত্তে সম্মতি দিয়েচে।

স্বরূপ। অত্যন্ত আনন্দের কথা। নীলিমার মত বুদ্ধিমতী ও সত্যপরায়ণা কন্যা খুব কম দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তারাপদর মহৎ কাজে সহকর্ম্মিণী হবার সে সম্পূর্ণ যোগ্যা। গুরুদেব বলেচেন,

তারাপদ এরূপ শুদ্ধ চিত্তে ও মনের বলে কাজে প্রবৃত্ত হবে, তার উদ্দেশ্য কখনো বিফল হতে পারে না। সে যথার্থই সনাতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়ে জন্মগ্রহণ করেচে। যে ঋষিবাক্য মনের বলের অভাবে, এ পর্য্যন্ত জন সাধারণের মধ্যে প্রচার হতে পারে-নি, তারাপদর দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হবে। ধন্য সেই পিতামাতা, যাঁরা তারাপদকে পুত্ররূপে পেয়েচেন। দিদি, আপনি যথার্থই ভাগ্যবতী।

ভূপতির প্রবেশ।

ভূপ। কাকীমা, পিতা আপনার প্রস্তাবে সম্মত হয়েচেন। তিনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে, নীলিমার বিবাহ এখানে সম্পন্ন কর্‌বার্‌ জন্য আসচেন।

রাজ। আমি তাঁর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ রইলাম। এখানে শুভ-কাজ কর্‌বার্‌ প্রস্তাব ঠিক আমি করিনি—তারাপদর অসংখ্য অনুচরেরা যাতে এ বিবাহে যোগ দিতে পারে, সেজন্য তারাই আমাকে এ প্রস্তাব কর্‌তে অনুরোধ করেছিলো। এর মধ্যে নীলিমার প্রতি তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মেচে, তারা তা' প্রকাশ কর্‌তে চায়, এখানে বিবাহে যোগ দিয়ে।

ভূপ। আমারও আন্তরিক ইচ্ছা, বিবাহ এখানে হয়।

রাজ। সকলের মত এক জেনে, খুব আহ্লাদ হলো।

নবম দৃশ্য

তারাপদর গৃহ।

ঊর্ম্মিলা ও বধূ-বেশে নীলিমা।

ঊর্ম্মি। তুমি যে কেন কল্‌কাতায় যেতে চাওনি, এখন বেশ্‌ বুঝ্‌তে পারচি—মন ফেলে কি কেবল শরীরটা নিয়ে যাওয়া যায়?

নীলি। এখন তুমি এখানকার সব কাজেই একটা গোপন উদ্দেশ্য দেখ্‌তে পাবে।

উর্ম্মি। যাই বলো, হলো খুব মনের মত, কিন্তু রমন্যাস হলো না! একটা দিনও তোমাকে দেখলাম না, চুল উস্কখুস্ক করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে—কি যেন একটা হারিয়েচো, আর হতাশ হচ্চো, সেটা যেন পাবে না! কিংবা একদিনও আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে না যে, সইরে আর যে যাতনা সহিতে নারি! তারাপদর কথা ছেড়েই দাও —কতদিন আমি চুরি করে দেখেচি, যেদিন আমরা প্রথম এসেচি, যেমন তার কথার ভাব, চোখের চাউনি, বে'র কথা হবার পরও ঠিক তেম্‌নি! এখনকার চোখের চাউনি, হৃদয়ের ভাবের খবর রাখি না— তা' তোমার এক-চেটে!

নীলি। খুব বলে নিচ্চো! দেখ ভাই, যেখানে মাথায় কাপড় না দিয়ে এতদিন ছুটোছুটি করে কাটিয়েচি, সেখানে ঘোম্‌টা দিতে কেমন্-কেমন্ ঠেক্‌চে!

উর্ম্মি। যতদিন মা আছেন, ততদিন দিতে হবে, তারপর এই বৃহৎ রাজপুরীতে তোমার মাথার উপর কেউ থাকবে না, যার কাছে তোমার লজ্জা কর্‌বার্ দরকার হবে।

নীলি। কেন, তুমি, দাদা, এখানে এসে কি এই রকম আর থাক্‌বে না?

উর্ম্মি। আমাদের অভাব কি আর বুঝ্‌তে পার্‌বে? আমরা না থাক্‌লে আরো বেশি ভাল লাগ্‌বে।

নীলি। বে'র পর কি এই রকম মনের ভাব হবার কথা?

উর্ম্মি। মাস-কতক্ পরে, মনটা একবার নাড়া-চাড়া দিয়ে দেখো। এখন মনের গগনে চাঁদ সবে উঠেচে, চাঁদ একটু উজ্জ্বল

হয়ে উঠুক্, তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব ছোট-বড় তারাগুলি অদৃশ্য হবে !

নীলি। কত কাজ রয়েচে এখানে কর্‌বার্, কেবল বসে ভাব্‌বার কি সময় থাকবে ?

ঊর্ম্মি। যে মনের ভাবের কথা বল্‌চি, তা' কাজের জন্য কিছুই আট্‌কাবে না। সব সময়ে তারাপদর সঙ্গে থেকে, প্রত্যেক কাজের ভিতর সে মনের ভাব এম্‌নি ফুটে উঠবে, কাজ করাই অধিক প্রীতিকর হবে।

তারাপদ ও ভূপতির প্রবেশ।

ভূপ। দেখচি, তারাপদ, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধটা এখন নতুন করে গড়ে নিতে হবে।

তারা। আসলে কি কিছু তফাৎ হবে ?

ঊর্ম্মি। হবে বৈ কি ? এখনকার সম্বন্ধ হলো কাব্যের অঙ্গ, তখন ছিলো কেবল গদ্য-মাখান !

তারা। ঐ যে মা আস্‌চেন।

(সন্ন্যাসিনী-বেশে রাজলক্ষ্মী ও স্বরূপ স্বামীর প্রবেশ)

স্বরূপ। আমাদের যাবার সময় হয়েচে।

তারা। মা, আরও দিন-কতক্ থাক্‌লে হতো না ?

রাজ। আমার তাঁর সঙ্গে যাবার কথা, তুমি গৃহী হওয়া পর্য্যন্ত কেবল অপেক্ষা কর্‌ছিলাম।

তারা। মা, তুমি চলে যাবে জান্‌লে, আমি বিবাহ কর্‌তাম না।

(ক্রন্দন)

রাজ। বৎস, সংসার ধর্ম্মের নিয়মই এইরূপ—এক সময়ে তোমাকেও সংসার ছেড়ে যেতে হবে। আমি যে মনের আনন্দে,

(নীলিমাকে কাছে লইয়া) যেভাবে তোমাকে রেখে যাচ্চি, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন ঠিক সেই ভাবে যেতে পারো—আর আশীর্ব্বাদ করি, যেন বীর-হৃদয়ে পুণ্য-শ্লোক ঋষিদের সত্য-বাক্য প্রচার করে, জগতের উন্নতি সাধন কর।

(সকলে রাজলক্ষ্মী ও স্বরূপ স্বামীকে প্রণাম করিলেন। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের লইয়া সতীনাথ ও ভোলানাথের প্রবেশ। সকলে রাজলক্ষ্মীর পদপ্রান্তে ফুল রাখিলেন।)

(নেপথ্যে মৃদুকীর্ত্তন)

যাওয়া-আসা লেগেচে,
　　লীলা চলেচে।
সুখ-দুঃখ রূপ ধরে,
যুগ-যুগ ফিরে ঘুরে,
　　মেলা চলেচে।

(যবনিকা)